SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

মাসুদ রানা

ব্লাইন্ড মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

ANIK

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ব্লাইন্ড মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

বার্লিন থেকে সড়কপথে রওনা হয়ে গ্রীসে পৌঁছতে হবে মাসুদ রানাকে, সঙ্গে থাকবে দু'জন সশস্ত্র পুরুষ সঙ্গী, আর থাকবে এক ডানাকাটা পরী। কার্গো হিসেবে রয়েছে কাঠের একটা বাক্স, কিন্তু প্রশ্ন করা যাবে না কি আছে সেটায়—অসম্ভব ভারী, ছুঁলে বরফের মত ঠাণ্ডা লাগে। যেতে হবে, আবার দ্রুত ফিরেও আসতে হবে বার্লিনে— সব মিলিয়ে পাড়ি দিতে হবে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ। সাহসে বুক বেঁধে থাকুন ওর সঙ্গে, দেখুন কি হয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Scan & Edit
Subom
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৩১

ব্লাইন্ড মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

সেবা প্রকাশনী

subom

তেত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7331-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M–M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-331
BLIND MISSION
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

Rana- 331

ব্লাইন্ড মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

gubom

এক

বার্লিন আন্ডারওয়ার্ল্ডে খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। কুখ্যাত কয়েদী উলরিখ ডুয়েট জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেছে। খবরটা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি চাঞ্চল্যকর; তবে এর মধ্যে খানিকটা নির্দয় বিদ্রূপের প্রলেপ দেয়া কৌতুককর দিকও আছে।

খবরটা ভয়ঙ্কর এইজন্যে যে উলরিখ ডুয়েটের মত একজন অপরাধী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনলে জার্মানীতে যত শিশুকন্যার মা-বাবা আছে তাদের দিনের কাজ আর রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত। সারা দেশ থেকে মাত্র আড়াই বছরে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী একুশটা শিশুকন্যা চুরি করে মুক্তিপণ দাবি করেছে ডুয়েট, সতেরোটা পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ও করেছে, অথচ রেপ করার পরে মেরে ফেলেছে নিষ্পাপ একুশজনকেই। ধরা পড়ার পর তার যখন বিচার চলছে, গোটা দেশের মানুষ ঘৃণায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, দাবি করেছিল আইন সংশোধন করে হলেও লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। এমনকি আন্ডারওয়ার্ল্ডের জার্মান মাফিয়া ডনরাও নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় মন্তব্য করেছিল, ডুয়েটের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করার পর সে-আইন বাতিল করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, ডুয়েটকে দুশো বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারাদণ্ডের মেয়াদ এত লম্বা হলেও, সংশ্লিষ্ট অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে ডুয়েটের আয়ু খুবই কম, তিন

মাস পর সে তার ষাটতম জন্মদিন পালন করবার সুযোগও বোধহয় পাবে না, জেলখানার দুর্ধর্ষ কয়েদীরা পুণ্য অর্জনের লোভে বা স্রেফ ঘৃণাবশত মেরে ফেলবে তাকে।

কিন্তু তাদের ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় স্থানান্তরিত হয়ে বছর তিনেক হতে চলল বেঁচে আছে ডুয়েট।

অনেক দিন পর আবার তাকে বার্লিন-এর প্রধান কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যান্য জেলখানার মত এখানেও নিজের সম্ভাব্য খুনীকে চিনে ফেলতে চতুর ডুয়েটের কোন অসুবিধে হলো না। হাঁটাচলা বা খেলাধুলোর সময়টায় নিজেকে সবচেয়ে অরক্ষিত মনে হয়, তবে এই বিপজ্জনক সময়টাকেই সবচেয়ে ভালভাবে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারল সে। সবাই জানে শত জেরার মুখেও আদায় করা মুক্তিপণের টাকা কোথায় রেখেছে তা ফাঁস করেনি ডুয়েট। পুরানো, হিংস্র আর শত্রুভাবাপন্ন কয়েদীদের ওই লুকানো টাকার ভাগ দেয়ার লোভ দেখাল সে। তাতে একইসঙ্গে দুটো সমস্যার সমাধান হবার সম্ভাবনা। এক, টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করবে না। দুই, ওই টাকার লোভেই কয়েদীরা তাকে জেল ভেঙে পালাতে সাহায্য করবে। অন্যান্য জেলখানায় কৌশলটা ফল দেয়নি, তারমানে এই নয় যে কয়েকশো বছরের প্রাচীন বার্লিন কারাগার ডুয়েটকে হতাশ করবে।

শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এটা আসলে প্রাচীন এক দুর্গ। রোমাঞ্চপ্রিয় সৌখিন লোকজন গ্যাস ভরা বেলুন নিয়ে আকাশে ওঠার জন্যে বহুদিন থেকে এই মাঠটাকে ব্যবহার করে আসছে।

দুর্গ অর্থাৎ কারাগারের পশ্চিম টাওয়ারের একটা সেলে একা থাকতে দেয়া হয়েছে ডুয়েটকে। তার সেলের উল্টোদিকে একটা ব্যালকনি, দিনের বেলা সেলের ভেতর থেকেও বিশাল মাঠটা দেখতে পাওয়া যায়। সেদিন রাতের বেলা মাঠটা ডুয়েট দেখতে

পেল না, তবে কমলা আলোর আভা দেখে বুঝতে পারল ওখানে বেলুনে চড়ার আয়োজন চলছে।

দশ মিনিট পর রাতের খাবার দিয়ে গেল সশস্ত্র সেন্ট্রিরা। এঁটো বাসন-কোসন সব কাল সকালে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তারা। খেতে বসে চাবিটা ডুয়েট রুটির ভেতর পেল। তবে তালাটা সে তখনি খুলল না, খুলল আরও তিন ঘণ্টা পর, যখন দেখল কমলা আলো নিয়ে প্রকাণ্ড বেলুনটা দুর্গের মাথার কাছে উঠে এসেছে, ঝুলন্ত রশির সিঁড়িটা ব্যালকনির রেইলিং ছুঁতে যাচ্ছে।

তালা খুলে সেল থেকে বেরিয়ে রশির সিঁড়ি ধরে ঝুলে পড়তে মাত্র দশ সেকেন্ড লাগল ডুয়েটের।

দুর্গকে ছাড়িয়ে পিছন দিকের মাঠের মাথায় পৌঁছাল বেলুন। এই মাঠটাও বিশাল। রশির সিঁড়ি বেয়ে ইতোমধ্যে বেতের তৈরি রেইলিং ঘেরা বৃত্তাকার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে ডুয়েট। মোটা টাকার লোভে তাকে উদ্ধার করছে জার্মান মাফিয়া ডন মেনহ্যাম জয়েস, তার দু'জন ভাড়াটে গুণ্ডাকে বেলুনে সঙ্গী হিসেবে পেল সে। কিন্তু পালানোর এই অভিযান সব মিলিয়ে বিশ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলো না। টাওয়ারের একজন কয়েদী পালাচ্ছে, এটা টের পেয়ে মাঠ ধরে বেলুনটার পিছু নিল এক ঝাঁক জীপ ও ভ্যান। প্রথমে ফাঁকা গুলি করে ভয় দেখাল কারারক্ষীরা, হ্যান্ডমাইকে আদেশ দিল বেলুন নিয়ে নিচে নামতে। জবাবে মেনহ্যাম জয়েসের গুণ্ডারা পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। জেল সুপারের অনুমতি নিয়ে কারারক্ষীরা এবার রাইফেলের ট্রিগার টিপে ফুটো করে দিল প্রকাণ্ড বেলুনটা।

সব মিলিয়ে দশটা গুলি করা হলো। ছ'টা গুলি খেলো দুই গুণ্ডা। চারটে ফুটো নিয়ে অনেকটা অলস ভঙ্গিতেই মাঠে নেমে এলো বেলুন। কারারক্ষীরা ছুটে এসে দেখল বেতের রেইলিং ঘেরা ক্যারিজে শুয়ে বুক চেপে ধরে প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছে ডুয়েট। না,

তাকে কোন গুলি লাগেনি। অভিনয়? হতেও পারে! কারারক্ষীরা কড়া প্রহরায় জেল হাসপাতালে নিয়ে গেল তাকে ঠিকই, তবে যথেষ্ট দেরি করে। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি করার নির্দেশ দিলেন। জানা গেল অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি ডুয়েটের হার্ট অ্যাটাক করেছে। তৎক্ষণাৎ কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে জরুরী টেস্ট করাবার পর ডাক্তার জানালেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইপাস সার্জারি দরকার। জেল হাসপাতালে একটাই অপারেশন থিয়েটার, তখন সেখানে অন্য এক রোগীর অপারেশন মাত্র শুরু হয়েছে, কাজেই ডুয়েটকে অ্যামবুলেন্সে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হলো হোলি ফ্যামিলি হসপিটালে।

পালাতে গিয়ে ডুয়েট পুলিসের গুলি খেয়ে আহত হয়নি, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ায় হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, বাঁচে কী মরে ঠিক নেই, খবরের এই অংশটা অনেকের মনেই নির্দয় কৌতুকের সৃষ্টি করল। কেউ কেউ মন্তব্য করল, ঈশ্বর নিজে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই দুনিয়ার বুক থেকে তুলে নিতে যাচ্ছেন ওকে।

কে কী বলল সেটা বড়কথা নয়, তবে ডুয়েট কিন্তু সত্যি মারা গেল। হোলি ফ্যামিলির ইমার্জেন্সী বিভাগের ডাক্তাররা রোগীকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আর দশ মিনিট আগে এলে আমরা হয়তো শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে পারতাম।

ইমার্জেন্সীতে সারাক্ষণই রোগীর ভিড় লেগে থাকে। আজ যেন ভিড়টা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশিই। আরও আছে এক ঝাঁক ডাক্তার, অ্যানিসথেটিস্ট, নার্স, ওয়ার্ডবয়, লাশ নিতে আসা মর্গের লোকজন। সবাই খুব ব্যস্ত। ডাক্তাররা শুধু যে রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন, তা নয়, হাতের কাজ থামিয়ে ডেথ সার্টিফিকেটও লিখতে হচ্ছে। এতসব লোকের ভিড়ে সুযোগের সন্ধানে রয়েছে পাঁচজন লোক। তারা একটা লাশ চুরি করবে। পাঁচজনই ছদ্মবেশ নিয়ে আছে—একজন সেজেছে ডাক্তার, দু'জন

ওয়ার্ডবয়, দু'জন নার্স। শুধু ছদ্মবেশ নিয়ে আসেনি, সঙ্গে করে একটা অ্যামবুলেন্সও নিয়ে এসেছে। ছদ্মবেশ বা অ্যামবুলেন্স দেখে কারও বলবার সাধ্য নেই যে এগুলো হোলি ফ্যামিলি হসপিটালের নয়।

এই পাঁচজন বার্লিন আন্ডারওয়ার্ল্ডের তরুণ মাফিয়া ডন ওয়াজটেক হেলম্যানের একটা দক্ষ টীম। 'এক কথার মানুষ' খ্যাতি নিয়ে দ্রুত উত্থান ঘটেছে হেলম্যানের। পরিচয় গোপন রেখে এক লোক একটা লাশ চেয়েছে তার কাছে। বিনিময়ে অবিশ্বাস্য মোটা অঙ্কের টাকা দেয়া হবে, চাইলে এমনকী নগদ মার্কিন ডলারে। তবে কয়েকটা শর্ত আছে। যেমন–কাউকে খুন করে লাশ যোগাড় করা যাবে না, লাশ হতে হবে অক্ষত, বয়স হতে হবে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে, সাড়ে পাঁচফুটের বেশি লম্বা হওয়া চলবে না, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল হওয়া চাই ইত্যাদি। কাজে নেমে দেখা গেল যত সহজ মনে করা হয়েছিল শর্তগুলোর কারণে কাজটা ততটা সহজ নয়। অবশেষে একাধিক ক্লিনিক আর হাসপাতালে আলাদা আলাদা টীম পাঠাল হেলম্যান। সেগুলোর মধ্যে সফল হলো হোলি ফ্যামিলির টীমটা। কীভাবে?

উলরিখ ডুয়েট মারা গেছে, ডাক্তারেরা এ-কথা ঘোষণা করার পর ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের ভেতর কারারক্ষীদের থাকার আর কোন প্রয়োজন রইল না, কাজে অসুবিধে হওয়ায় নার্স আর ওয়ার্ড বয়রা তাদেরকে থাকতে দিলও না। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের বাইরে, ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষায় থাকল তারা কখন ডেথ সার্টিফিকেট সহ ডুয়েটের লাশ ফিরে পাবে। ইমার্জেন্সীতে অনেক লাশই রয়েছে, ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে দেরি হওয়ায় বা ওয়ার্ড বয়ের অভাবে বের করা যাচ্ছে না। হেলম্যানের টীম জানালা দিয়ে লক্ষ করল, সদ্য মৃত এক তরুণের ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হলেও, ওয়ার্ড বয়ের অভাবে লাশটা কামরা থেকে বের করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট ডাক্তার নিজের লেখা ডেথ সার্টিফিকেটটা বেডের গায়ে ঝুলন্ত

বোর্ডে পিন দিয়ে আটকে অন্য এক রোগীর জরুরী চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাঁচ ছদ্মবেশী এই সুযোগটাই দ্রুত কাজে লাগাল। কামরায় ঢুকে বোর্ডসহ ডেথ সার্টিফিকেট মৃত ডুয়েটের বেডে ঝুলিয়ে দিল। তারপর চাদর দিয়ে লাশ ঢেকে চাকা লাগানো বেডটা নিয়ে বেরিয়ে এলো করিডরে–ছুটছে পাঁচজনই, যেন মুমূর্ষু একজন রোগীকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না। কারারক্ষীরা কিছু টেরই পেল না, তাদের সামনে দিয়ে ডুয়েটের লাশ নিয়ে চলে গেল হেলম্যানের টীম।

নির্জন এক রাস্তায় অ্যামবুলেন্স থেকে একটা মাইক্রোবাসে তুলে দেয়া হলো ডুয়েটের লাশ। টাকা-পয়সার লেনদেনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারা হলো। আগেই বলে দেয়া হয়েছে, মাইক্রোবাসটাকে হেলম্যানের লোকজন ফলো করতে পারবে না।

ডুয়েটকে নিয়ে মাইক্রোবাস পৌঁছাল একজন ডেন্টিস্ট-এর চেম্বারে। ডেন্টিস্ট ভদ্রলোক আগে থেকেই তৈরি ছিলেন। যন্ত্রপাতির সাহায্যে লাশটার সবগুলো দাঁত একটা একটা করে তুলে ফেললেন তিনি। সব দাঁত তোলার পর নকল দুই প্রস্থ দাঁত লাশের মাঢ়িতে বসিয়ে দিলেন। এগুলো নকল দাঁত হলেও তা অবশ্য সহজে বোঝার কোন উপায় নেই। তাছাড়া তিনি যে নতুন ধরনের গ্লু বা আঠা ব্যবহার করেছেন, হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারলে দাঁতগুলোকে ভাঙা যাবে, কিন্তু মাঢ়ি থেকে আলগা করা যাবে না।

উলরিখ ডুয়েট বেঁচে নেই, থাকলে দেখতে পেত ডেন্টিস্ট ভদ্রলোকের চেম্বারে প্রায় ঢেঁকি আকৃতির অত্যাধুনিক একটা ডীপ ফ্রিজার রয়েছে।

সেন্ট্রাল জেল থেকে ডুয়েটের পালাতে গিয়ে ধরা পড়ার খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। হলি ফ্যামিলি হসপিটালের ইমার্জেন্সী থেকে তার দ্বিতীয়বার পালানোর খবরটা সাইক্লোনের মত শুধু দেশে নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। ডুয়েট মারা গেছে? নাহ্, পুলিস এ-কথা

বিশ্বাস করতে রাজি নয়। মারা গিয়ে থাকলে লাশ কোথায়? ডেথ সার্টিফিকেটই বা নেই কেন? লাশ চুরি গেছে? দূর-দূর, এরচেয়ে হাস্যকর কিছু হতে পারে না। ডুয়েটের মত কুখ্যাত একজন নরপিশাচের লাশ কী উদ্দেশে কারা চুরি করতে যাবে! না, ডুয়েট বেঁচে আছে। হার্ট অ্যাটাক হয় তার অভিনয় ছিল, কিংবা ধাক্কাটা একটু সামলে নেয়ার পর সুযোগ পেয়ে পালিয়েছে। সারা দেশের পুলিসকে সতর্ক করে দেয়া হলো, ডুয়েটকে ধরো। সীমান্তে শুরু হলো কড়া চেকিং, ভয়ঙ্কর লোকটা যাতে জার্মানী ছেড়ে পালাতে না পারে।

দুই

বার্লিন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মাউন্ট অলিম্পাস মোটর র‍্যালি। হোমস্টাড উলজেন পার্কের ভেতর চলছে ফর্মুলা রেসিং কার ড্রাইভারদের প্র্যাকটিস। প্রকাণ্ড আকারের এক ঝাঁক ট্র্যান্সপোর্টার প্রতিযোগী কোম্পানির কারগুলো বয়ে নিয়ে এসেছে, এখন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পিটগুলোর পিছনে। চারদিকে পেট্রল ট্যাংকার, ফায়ার টেন্ডার, অ্যাকসেসারিজ ম্যানুফ্যাকচারার আর টায়ার কোম্পানির পাঠানো ভেহিকেলের ছড়াছড়ি–সবগুলো চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল রঙ করা–যেন একটা বিশৃংখল কার্নিভাল শুরু হতে যাচ্ছে। এই সব যন্ত্রদানব আর হেলমেট পরা ফর্মুলা রেসিং কার-ড্রাইভারদের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা।

দু'একবার নয়, ফর্মুলা ওয়ান গ্রাঁ প্রি-তে ছয়বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ও, তবে সে অনেকদিন আগের কথা। অবশ্য যদি কোন

রেস বা র‍্যালিতে অংশ নেয়, ও-ই হবে প্রথম, এই আত্মবিশ্বাস আজও ওর চেতনায় অটুট রয়েছে।

বার্লিনে রানা ছোট্ট একটা কাজ নিয়ে এসেছে। তবে এটাকে ঠিক অফিশিয়াল কাজ বোধহয় বলা চলে না। বিসিআই চীফ রাহাত খানের ব্যক্তিগত বন্ধু কার্ল ব্রেডিয়াস মারা গেছেন, শোক ও সহানুভূতি জানিয়ে লেখা একটা চিঠি তাঁর স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। রাহাত খানের প্রতিনিধি হিসেবে কার্ল ব্রেডিয়াসের কবরে ফুলের একটা তোড়াও রেখে আসতে হবে রানাকে।

কিভাবে কী রাখতে হবে টেলিফোনে সব যখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন বস্, রানা তখন মনে মনে 'শালা বুড়োকে ভীমরতিতে ধরেছে' বলে গাল দিচ্ছে, ভাবছে-একটা কাজ সেরে সুইটজারল্যান্ডে এসেছি দু'দিন বিশ্রাম নিতে, অথচ উনি আমাকে পিয়নের কাজ দিয়ে বার্লিনে পাঠাচ্ছেন! তখনও রানা জানে না কে মারা গেছেন, কার কবরে ফুল দিয়ে আসতে হবে। ভূমিকা শেষ করে রানাকে ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। লজ্জায়, নিজের ওপর রাগে, প্রায় অসহায় বোধ করল রানা। কার্ল ব্রেডিয়াস মারা গেছেন, এটা ওর জন্যেও একটা দুঃসংবাদ। ভদ্রলোক জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর ছিলেন। শুধু রাহাত খানের বন্ধু নন, বিসিআই-এর একজন শুভাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন তিনি। কর্মজীবনে তাঁর ছদ্মনাম ছিল ব্র্যান্ট নজল্।

শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্বটা পালন করল রানা। ফ্রাউলিন ব্রেডিয়াসের হাতে রাহাত খানের চিঠিটা পৌঁছে দিল। তাজা ফুলের দুটো তোড়া কিনে সযত্নে রেখে এলো তাঁর স্বামীর কবরে। কাজ শেষ, কিন্তু মনটা বিষণ্ন, আবার প্লেন ধরে সুইটজারল্যান্ডে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না-যদিও মিষ্টি এক সুইস তরুণী বলে রেখেছে, তুমি ফিরলেই তোমাকে নিয়ে আল্পসের ঢালে স্কিইং করতে যাব।

তারপর মনে পড়ল ক'দিন পর বার্লিন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে

মাউন্ট অলিম্পাস মোটর কার র‍্যালি। বিখ্যাত সব ড্রাইভাররা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, জানা কথা; তবে রানা একসময় যাদেরকে বিখ্যাত হিসেবে চিনত তারা নিশ্চয়ই নয়। নতুনদেরকে পথ ছেড়ে দিয়ে পুরানোদেরকে সরে যেতে হয়, প্রকৃতিরই বিধান অনুসারে কে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। তবু একটা অমোঘ আকর্ষণ কৌতূহলী করে তুলল ওকে। পরিচিত কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়! ওরই মত কেউ যদি হঠাৎ চলে আসে পথ ভুলে?

যাঁকে সাংবাদিক হিসেবে চিনত রানা, সেই জেমস মিচেল মারা গেছেন। উনি আসলে ইন্টারপোলে ছিলেন, নারকোটিক্স সেকশনের চীফ। রানার ছোটবোন সেই জুলিয়া কোথায়, কোন খবর নেই। হ্যানসিঙ্গার আর ব্রনসন তো খাদে পড়ে মারাই গেল–ওদেরকে রানাই ফেলে দেয়। ওদের দু'জনের মত মার্কাস কাপলানও ছিল হেরোইন-এর ডিস্ট্রিবিউটর। আমস্টারডামে গ্রেফতার হয় সে। আদালতে মামলা শুরু হলে আশ্চর্য সব তথ্য বেরিয়ে আসে। কাপলান আসলে জার্মান, তবে পুরোপুরি নয়–তার শরীরে ইরাকী রক্ত বইছে, অর্থাৎ তার মা ছিলেন একজন ইরাকী। মার্কাস কাপলান ছাড়াও তার আরেকটা নাম ছিল–আসল নাম, মাহরুফ কামরান। তবে দেখতে সে পুরোপুরি একজন জার্মান। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মার্কাস কাপলান ওরফে মাহরুফ কামরান অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে যে সে আসলে ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হয়ে হ্যানসিঙ্গার আর ব্রনসনের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিল। যাই হোক, বহুদিন তারও কোন খবর রাখা হয়নি। রানা শুধু শুনেছে, ওর পর তিনটে গ্রাঁ প্রি-তে কাপলানই চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। হবারই কথা, ও থাকতে সে-ই তো প্রতিবার দ্বিতীয় হত।*

বিভিন্ন কোম্পানির পিটে একবার করে ঢুঁ মারল রানা।

---

* সতর্ক শয়তান দ্রষ্টব্য

পরিচিত কাউকে দেখছে না কোথাও। মেকানিকদের জন্যে পোর্টেবল বার আছে, তার একটায় ঢুকল। টুলে বসে বিয়ার নিয়েছে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছে কে যায় কে আসে।

দশ মিনিট পর কাউন্টারে কয়েকটা মার্ক রেখে টুল ছাড়ল, গ্লাস ভর্তি বিয়ার ছুঁয়েও দেখেনি। বার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, পিছনে দ্রুত খটখট আওয়াজ হলো। তারপর হাত পড়ল কাঁধে। 'মরিস? মরিস রেনার?'

স্থির হয়ে গেল রানা। ওর এই ইটালিয়ান নাম তো শুধু একবারই ব্যবহার করা হয়েছে—অনেকদিন আগের কয়েকটা গ্রাঁ প্রিতে। তারমানে ওর আশা পূরণ হয়েছে! সে সময়কার কেউ একজন ওরই মত পথ ভুলে চলে এসেছে এখানে, মাউন্ট অলিম্পাস র‍্যালির প্রস্তুতি দেখতে। নাকি অংশ নিতে? কিন্তু গলার আওয়াজটা ঠিক চিনতে পারা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে ঘুরল রানা।

এবং লোকটাকে ও চিনতে পারল না।

প্রথমেই চোখে পড়ল বাম বগলের নিচে একটা ক্রাচ। খয়েরি-সোনালি চুল মেয়েদের মত লম্বা, অযত্নে প্রায় জট পাকিয়ে গেছে। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। চোখদুটো গর্তে বসা, তারমধ্যে একটার ভেতর নীলচে কাঁচ। অক্ষত চোখের দৃষ্টিতে হতাশা আর ক্লান্তি। 'কে আপনি?' বিড়বিড় করল রানা। 'আমার নাম জানলেন কীভাবে?'

হেসে উঠল লোকটা, বগলে ভাল করে ক্রাচটা আটকে এক পায়ে একটু লাফিয়ে খানিকটা সামনে বাড়ল, তারপর রানার একটা বাহু খামচে ধরল, 'ঠাট্টা করছ, তাই না? নাকি মার্কাস কাপলানকে আজও ক্ষমা করতে পারোনি বলে চিনতে না পারার ভান করছ?'

'কে?' এইবার বিষম এক ধাক্কা খেলো রানা। 'বল কি! 'তুমি...কাপলান?'

মুখে বিষণ্ন এক চিলতে হাসি নিয়ে চুপ করে থাকল লোকটা।

রানা তার খয়েরি-বাদামী চুল-দাড়ির ভেতর মার্কাস কাপলানকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে। অনেকদিন আগের সেই চেনা মানুষটার আদল ধীরে ধীরে এই মানুষটার সঙ্গে মেলাতে পারল ও। ওর দৃষ্টি আবার ফিরে এলো ক্রাচটার ওপর। 'তোমার এই অবস্থা হলো কী করে?'

'এই পেশায় মাত্র দুটোই তো অভিশাপ–হয় অ্যাক্সিডেন্ট, নাহয় নার্ভাস ব্রেকডাউন।' কাঁধ ঝাঁকাল কাপলান। 'এ এমন এক নেশা, সময় থাকতে সরে যাওয়াও যায় না। তুমিই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম...'

'কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, শুনেছিলাম, আমি চলে যাবার পর পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছ তুমি...'

'তার পরের দশবার শুধু তৃতীয়, দ্বিতীয় আর চতুর্থ। আবার একবার প্রথম হতে হবে আমাকে, তার আগে অবসর নয়–এই জেদটাই সর্বনাশ করে ছাড়ল আমার। একদিন বাঁক ঘুরতে গিয়ে দেখি হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই–সেফটি ব্যারিয়ারে ধাক্কা খেল গাড়ি, আগুন ধরে গেল।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলো কোথাও গিয়ে বসি...'

'তোমাকে আল্লাহ পাইয়ে দিয়েছেন। কাজেই ভেবো না সহজে তুমি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে।'

মোবাইল বার থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। নির্ভেজাল, হুবহু একজন জার্মানের মত দেখতে কাপলানের মুখে আল্লাহ শুনে রানার মনে পড়ে গেল, ওর মা মুসলমান ছিলেন, ইরাকী।

হোমস্টাড উলজেন পার্ক থেকে বেরিয়ে ভিড় কম দেখে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। বসল পিছনদিকের এক কোণার টেবিলে। 'দু'বছর হাসপাতালে ছিলাম,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল কাপলান। 'বিপদ যে একের পর এক লাইন দিয়ে আসে, সে তো জানোই–আমার টাকা লিতসার অ্যাকাউন্টে রাখতাম, আমাকে পথের ভিখারি বানিয়ে সব নিয়ে পালিয়ে গেল ও।' রানা

জানে, লিতসা ছিল কাপলানেব স্ত্রী।

শুধু কাপলানের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা নয়, ওদের দু'জনেরই পরিচিত এমন অনেকের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করল ওরা। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাপলান জানতে চাইল ওর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার রায় সম্পর্কে রানা জানে কিনা।

'হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি,' বলল রানা। 'ওরা যে তোমাকে ব্ল্যাকমেইলিং করছিল, সেটা তুমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পেরেছিলে।'

'সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবার পর সবচেয়ে আগে খুঁজেছি তোমাকে,' বলল কাপলান। 'কারণ প্রাণের ওপর হুমকি থাকায় তখন তোমার বিরুদ্ধে ওদেরকে সাহায্য করতে হয়েছিল–' হঠাৎ রানার একটা হাত চেপে ধরল সে। 'আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ো, রেনর!'

কব্জি ছাড়িয়ে নিয়ে তার হাতটা চাপড়ে দিল রানা। 'আরে বোকা, কাগজে মামলার শুনানি পড়ে কবেই তো আমি জেনেছি যে তুমি ছিলে নির্দোষ। এ-সব প্রসঙ্গ বাদ দাও তো! আজকাল করছ কী? চলছে কীভাবে?'

জোর করে হাসল কাপলান। 'নির্দিষ্ট কিছু না, টুকটাক এটা-সেটা অনেক কিছুই করি। ভলই আছি।' মান-সম্মানের কথা ভেবে একজন সাবেক গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ান আরেকজন সাবেক গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ানের কাছে নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা স্বীকার করতে রাজি নয়।

তবে রানা অবশ্য ঠিকই বুঝতে পারল যে তার অবস্থা ভাল নয়। 'তা এখানে কেন এসেছ? কোনও কাজে?' প্রয়োজন হলে আর্থিক সাহায্য করতে রাজি ও, কিন্তু প্রসঙ্গটা তুলবে কীভাবে?

'হ্যাঁ,' বলে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে চারদিকটা দেখে নিল কাপলান। না, কেউ ওদের কথা শুনছে না। 'বিশেষ একটা জরুরী কাজে। তখন বললাম না, আল্লাহই পাইয়ে দিয়েছেন তোমাকে।'

'হ্যাঁ, বলেছ, কিন্তু অর্থটা বুঝিনি,' বলল রানা। 'তোমার যদি কোন ধরনের আর্থিক সংকট থেকে থাকে, তাহলে খুলে বলো...'

কাপলানের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'না, রেনর, হাত পাতার স্বভাব আমার কোনকালে ছিল না, কখনও হবেও না। আল্লাহ তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন, এর মানে হলো—আমি একজন ভাল ড্রাইভার খুঁজছিলাম, তোমাকে দেখে উপলব্ধি করলাম তুমিই আমার সেই ড্রাইভার।'

একটু সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। 'কিছুই কিন্তু বুঝলাম না, তবে এ-প্রসঙ্গ থাক...'

'থাকবে মানে! তোমাকে আমি পেলাম অথচ তুমি আমার কথা শুনবে না?' যেন এক ধরনের দাবি বা অধিকার নিয়ে কথা বলছে কাপলান।

'ঠিক আছে, বলো শুনি কী বলবে,' অগত্যা রাজি হলো রানা। 'তবে তার আগে শুনে রাখো, আমার পেশা কিন্তু ড্রাইভিং নয়।'

'আগে শোনো তো,' ওয়েটারকে আরেক প্রস্থ কফি দিতে বলে শুরু করল কাপলান। 'সব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হবার পর হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়েছি। তুমি সাহায্য করলে বিরাট ধনী বনে যাব আমি। এটাই বোধহয় আমার জীবনের শেষ সুযোগ। এক ভদ্রলোকের একটা কাজ করে দিতে হবে। টাকার অঙ্কটা শুনলে তুমি ঘাবড়ে যাবে, তাই এখুনি বলছি না।'

রানার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, যতই কৌতূহল বোধ করুক এর সঙ্গে জড়াবে না ও। তাই জানতেই চাইল না কাজটা কী। 'তুমি বলছিলে তোমার একজন ড্রাইভার দরকার। বার্লিনে বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ড্রাইভারের কোন অভাব নেই।'

মাথা নাড়ল কাপলান। 'আমি সত্যিকার একজন ড্রাইভারের কথা বোঝাতে চেয়েছি, যার সততা সম্পর্কে আমি শিওর, যাকে আমি শতকরা একশো ভাগ বিশ্বাস করতে পারি। বেশিরভাগ গ্রাঁ প্রি ড্রাইভাররা আসলে এখানে খেলা করতে আসে। কিন্তু

সত্যিকার পৌরুষ দেখাবার কাজটা করতে হয় র‍্যালি. ড্রাইভারদের। তোমাকে আমি পাহাড়ী এলাকায় র‍্যালির গাড়ি চালাতে দেখেছি। এরা উচিত পাবলিসিটি পায় না, তারপরও আমার সঙ্গে তোমাকে একমত হতে হবে যে, সত্যিকার ড্রাইভার এরাই।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। যে-কোন গ্রাঁ প্রি-র চেয়ে আলপাইন র‍্যালিতে ঝুঁকি অনেক বেশি নিতে হয়েছে আমাকে—চূড়ায় ওঠার সময় প্রায়ই হাজার ফুট গভীর খাদের কিনারায় ঝুলে পড়েছে গাড়ির পিছনটা।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি।' আবার দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল কাপলান। 'এবার তাহলে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি আমি?'

প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'ব্যাখ্যা? কিসের ব্যাখ্যা?'

'আমি তোমার সাহায্য চাইছি, রেনর,' বলল কাপলান। 'অনেকের জন্যে কাজটা কঠিন, প্রায় অসম্ভব, কিন্তু তোমার জন্যে সহজ। যদি করে দাও, বাকিটা জীবন আমি রাজার হালে কাটাতে পারব।'

এবার রানা জিজ্ঞেস না করে পারল না। 'কাজটা কী বলো তো?'

'তোমার জন্যে পানি,' বলল কাপলান। 'তোমাকে শুধু একটা মোটরকার নিয়ে গ্রিসের উত্তরে যেতে হবে। তবে কাজটা করতে হবে একটা সময়সীমার ভেতর।'

'কী রকম?'

'ম্যাক্সিমাম টাইম অ্যালাউন্স থারটি আওয়ারস। ত্রিশ ঘণ্টা যেতে, ত্রিশ ঘণ্টা আসতে।'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। ত্রিশ ঘণ্টায় কি সম্ভব? কত মাইল. হিসেব করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে?'

'ড্রাইভার হিসেবে তোমার যে কেপাবিলিটি, তাতে সম্ভব।

তোমার সঙ্গে আমরা তিনজন থাকব, তবে তোমাকে মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে হুইল ধরব আমি একা।'

রানা হাসল না। 'কেন ভাবছ তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি হব? শুধু কৌতূহল মেটাচ্ছি। চারজন মানে গাড়ি ভর্তি লোক। সঙ্গে কিছু থাকবে না?'

'শুধু একটা বাক্স,' বলল কাপলান। 'শক্ত কাঠের তৈরি ওটা, মাত্র দু'ফুট উঁচু।'

'কী আছে বাক্সটায়? হেরোইন?'

মাথা নাড়ল কাপলান। 'কী আছে জানি না। তবে জানি যিনি এই কাজটা আমাকে দিয়েছেন, তিনি জীবনে কখনও হেরোইনের ব্যবসা করেননি, করবেনও না।'

'এবার টাকার অঙ্কটা বলে ঘাবড়ে দাও দেখি আমাকে।'

'কাজটা পাঁচ মিলিয়ন ডলারের। তোমাকে আমি পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে পারব...'

'হোয়াট!'

মাথা ঝাঁকাল কাপলান। 'তারপরও আমার হাতে ওই একই পরিমাণ ডলার থাকবে। অর্থাৎ দশ মিলিয়ন ডলারের কাজ এটা, সব খরচ তাঁর।'

'কার?'

'আগে তুমি আমাকে কথা দাও সাহায্য করবে, তারপর তোমাকে আমি ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাব,' বলল কাপলান।

'সব মিলিয়ে দু'তিন হাজার মাইল গাড়ি চালিয়ে দু'জনে প্রত্যেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার করে পারিশ্রমিক পাব,' বলল রানা। 'এরকম কথা কেউ কোনদিন শুনেছে? এর মানে কাজটা নিশ্চয়ই বেআইনী।'

'রেনর, এই কাজে আমার ভূমিকা আয়োজকের। আমাকে সবকিছু ম্যানেজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যিনি আমাকে দায়িত্বটা দিয়েছেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান।

তবে তাঁর সম্পর্কে এই সার্টিফিকেট আমি দিতে পারি–তিনি অত্যন্ত সম্মানী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। কি বলছি বুঝতে পারছ আশা করি। তোমার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই কোন উত্তর দিতে পারব না, কারণ আমি নিজেও জানি না। এখন বলো, তুমি কি আমার এই উপকারটা করবে?'

মার্কাস কাপলানকে হ্যাঁ-না কিছু না বলে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির মার্সিডিজ নিয়ে নিজের হোটেলে ফিরছে রানা। চিন্তাটা আগেই মাথায় এসেছে, রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এই মুহূর্তে সেটা যাচাই করে দেখছে ও। পাবলিক ফোন বুদে ঢুকে মাস্টার কার্ড ব্যবহার করে ডায়াল করল সুইটজারল্যান্ডের একটা নম্বরে, জানে এই নম্বরে আরও অন্তত তিনদিন পাওয়া যাবে সোহেলকে। ওর ধারণা 'বুড়ো' নিশ্চয়ই কিছু জানেন। তবে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে সোহেলের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক কোন আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্তে রিসিভার তোলা হতে জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তরে বিশুদ্ধ বাংলায় গালিগালাজ শুরু করল সোহেল, 'নেংটি ইঁদুর কোথাকার! কোন্ আক্কেলে সাদা দিলের একটা মেয়েকে ফেলে রেখে গেছিস এখানে, কবে আসবে কবে আসবে করে জান আমার কাবাব বানিয়ে ফেলল! টেলিফোন করে বলে দে, তোর অভাব যেন আমাকে দিয়ে মিটিয়ে নেয়…'

রানা নিজের গলা যতটা পারা যায় বদলে আলাজিভ ব্যবহার করে জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি হের সোহেল আহমেদের সঙ্গে কথা বলছি?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সোহেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'জ্বী, হ্যাঁ, আমি সোহেল আহমেদই বলছি। কিন্তু আপনি আমার এই নম্বর পেলেন কোথায়? এটা শুধু একজনকেই দিয়েছি

আমি। কে আপনি?'

'আমি ব্র্যাক বোডেনডিক। এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। মার্কাস কাপলান নামে একজন প্রাক্তন গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ান আপনাদের হের মাসুদ রানাকে বলা যায় এক রকম বন্দিই করে রেখেছে। কাপলান চাইছে হের রানা কাঠের একটা বাক্স আর তিনজন আরোহী নিয়ে গ্রিসের উত্তরে যাবেন, তারপর আবার বার্লিনে ফিরে আসবেন। হের রানা জানতে চাইছেন, এ ব্যাপারে আপনারা কিছু জানেন কিনা।' কথা শেষ করে জার্মান ভঙ্গিতেই খুকখুক করে কাশল রানা।

'না, জানি না। কিন্তু হের রানাকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে?' সোহেল উৎকণ্ঠিত।

'বন্দি মানে ঠিক বেঁধে রাখা হয়নি, আপনি এটাকে বন্ধুত্বের বন্ধনও বলতে পারেন–এত খাতির করছে যে হের রানা বাইরে বেরিয়ে এসে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তাহলে তাঁকে গিয়ে বলি যে মার্কাস কাপলানের বার্লিন-টু-গ্রিস অ্যান্ড গ্রিস-টু-বার্লিন রোড অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, আমি অন্তত কিছু জানি না,' বলল সোহেল। 'আপনি যদি দয়া করে এক ঘণ্টা পর ফোন করেন, আমাদের চীফের কাছ থেকে জেনে নিয়ে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জবাব দিতে পারব...'

'কেমন উল্লুক বানালাম, বুদ্ধু?' হেসে উঠে বাংলায় বলল রানা। 'অ্যাই ব্যাটা, তোর সাহায্য নিতে হবে কেন, আমি বুড়োর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না? শোন্, উজবুক কাঁহিকে, আমার অভাব পূরণ করবার অনুমতি তোকে দেয়া হলো, কিন্তু সাদা মূষিকা কামড়ে দিলে আমার কোন দোষ নেই...'

'রানা, দাঁড়া, তোকে আমি...'

সোহেলকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। আধ মিনিট চিন্তা করল, তারপর আগের সিদ্ধান্ত

বহাল রেখে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়, সরাসরি বসের প্রাইভেট নাম্বারে ডায়াল করল আবার।

রিঙ বাজছে। রিসিভার তোলা হলো। 'হ্যাঁ, বলো।'

রানার বিষম খাবার অবস্থা। 'সার, আমি। আমি রানা...'

'জানি। আরেক লাইনে সোহেল রয়েছে। বলো।'

'তাহলে তো সব শুনেছেনই। এ সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'কিছুটা শুনলাম। তোমার মুখ থেকে পুরোটা শুনতে চাই।'

কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল রানা। সবশেষে কাপলানের একটা কথা বিশেষ জোর দিয়ে দ্বিতীয়বার শোনাল, 'সে বলছে, আমি যদি সত্যি তার উপকার করতে চাই, গাড়ি নিয়ে এই আসা-যাওয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারব না।'

অপরপ্রান্তে রাহাত খান দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রয়েছেন। এক সময় রানার সন্দেহ হলো লাইনে উনি আছেন কিনা।

'সার?' বাধ্য হয়ে তাগাদা দিতে হলো রানাকে।

'ডু ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু,' জবাব দিলেন বিসিআই চীফ। 'তোমার যদি মন টানে ওদের এই কাজটা তুমি করে দিতে পারো, এম.আর-নাইন।'

'এটা কেমন হলো, সার!' রানাকে প্রায় বিহ্বলই বলা যায়। 'আপনি আমাকে হুকুম করুন।'

'এর আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে, রানা—মনে করে দেখো,' বললেন রাহাত খান। 'আমি চেয়েছি কাজটা তুমি করো, কিন্তু হুকুম দিতে পারিনি। কেন পারিনি, সেটা উহ্যই থাক। এটাও সেরকম একটা ব্যাপার। এই কাজটায় আমি তোমাকে হুকুম দিতে পারি না। তবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি।'

'জ্বী!'

'বিসিআই এতদিন তোমাকে কী শিখিয়েছে? কোথাও কোন জুলুম হলে রুখে দাঁড়াওনি তুমি? অন্যায় যুদ্ধ আর দখলদারিত্বের

বিরুদ্ধে লড়োনি? অন্যায়ভাবে কাউকে যদি খুন করার জন্যে খোঁজা হয়, তাকে তুমি নিরাপদ আশ্রয় দাওনি?'

এ-সব প্রশ্ন আসলে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে রানার মনের আনাচে-কানাচে, ফলে নিজের অনেক প্রশ্নের জবাব নিজেই পেয়ে যাচ্ছে ও। 'জ্বী, সার, বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'তবে সাবধান,' প্রিয় শিষ্যকে হুঁশিয়ার করে দিলেন বিসিআই চীফ। 'কাউকে বিশ্বাস কোরো না।'

'সার, কাপলানের প্রস্তাবটা একটা ধাঁধার মত,' বলল রানা। 'আপনি যদি...'

'ধাঁধার সমাধান তুমি নিজেই বের করতে পারবে,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'গ্রিসের একটা ফোন নম্বর টুকে রাখো। তুমি ওখানে পৌঁছানোর পর এই নম্বরে ফোন কোরো...' জরুরী আরও দু'একটা নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলেন বস্।

বার্লিন স্টেডিয়ামের কাছাকাছি একটা বার-এ আবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা করল ওরা। লাঞ্চ ও আলাপ সেরে ওখান থেকে বেরিয়ে একটা পাবলিক ফোন বুদে ঢুকল কাপলান। কার সঙ্গে যেন সাত মিনিট ধরে কথা বলল সে। তারপর বেরিয়ে এসে রানার মার্সিডিজে চড়ার আগে ক্রাচটা দু'ভাঁজ করে সিটের পাশে রাখল। 'পরিস্থিতি তেতে উঠছে, হে,' রানাকে বলল সে। 'আমরা আজ সন্ধ্যার পরই রওনা হচ্ছি।'

'কিন্তু আমাকে না তোমার গাড়িটা দেখাবার কথা? এ-ধরনের একটা ড্রাইভের আগে সব কিছু ঠিকমত টেস্ট করে নিতে হবে। আমি নিশ্চয়ই কিছু মডিফিকেশন চাইব।'

কাপলান তার রোদে পোড়া তামাটে কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে আড়চোখে একবার তাকাল। 'আধ ঘণ্টা পর ডক্টর আল তাফ বিন ওয়াসির বাসরা-র সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমাদের।

ভদ্রলোকের বাড়ি ক্যাবান ডাফনে-তে। তাঁর সঙ্গে আলাপ সেরে গাড়িটা তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব।'

'ডক্টর আলতাফ বিন ওয়াসির বাসরা?'

'ডক্টর বাসরাই এই কাজে টাকা ঢালছেন। গাড়িটাও তিনিই যোগাড় করে রেখেছেন।'

ক্যাবান ডাফনে-তে পৌঁছে দেখা গেল বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটে ভেতর থেকে তালা দেয়া। মার্সিডিজ থেকে নেমে পাঁচিলের গায়ে বসানো একটা বোতামে চাপ দিল কাপলান। লাল অ্যাপ্রন পরা ছোটখাট এক আফ্রিকান কাফ্রী ছুটে এসে গেট খুলে দিল। বাড়ির ভেতরের পরিবেশে অস্বাভাবিক কী যেন একটা আছে। প্রতিটি আসবাব উন্নতমানের, জার্মান কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা, তবে দেখে মনে হলো না এই জায়গায় কেউ বসবাস করে। টেবিল-চেয়ার, কেবিনেট, আলমারি ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসই এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন জায়গা ভরানোই উদ্দেশ্য। ডক্টর বাসরা ওদের জন্যে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলেন। এখানে বড়সড় ফায়ার-প্লেসের সামনে তিনটে সেটী এমনভাবে ফেলা হয়েছে, তৈরি হয়েছে নিখুঁত একটা চতুষ্কোণ। রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল বসরাই গোলাপ আঁকা কার্পেটটা; অত্যন্ত পুরু, তুলোর মত নরম।

ডক্টর আলতাফ বিন ওয়াসির বাসরা দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাঁর বয়স রানা আন্দাজ করল পঞ্চাশের কম নয়। চশমার ফ্রেম শিঙের তৈরি, লেন্স বেশ পুরু, পরে আছেন ধূসর রঙের সুট। হাসার সময় ভদ্রলোকের মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ তৈরি হলো, কোন কোনটা অস্বাভাবিক গভীর। হাত বাড়িয়ে রানার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

কাপলান তখন বলছে, 'ডক্টর বাসরা, ও আমার বন্ধু, মরিস রেনর। রেনর, ইনি ডক্টর আলতাফ বিন ওয়াসির বাসরা।'

বাড়ানো হাতটা ধরল রানা—মাংসল, তবে শুকনো। 'মাই

প্লেজার,' বলল ও। 'আমার আরও একটা নাম আছে, মাসুদ রানা–এখানে আমি এই নামটাই ব্যবহার করতে চাই।'

'প্লেজার ইজ মাইন,' জোর দিয়ে বললেন ডক্টর বাসরা। 'নামে কিবা আসে যায়, মিস্টার মাসুদ রানা।'

ভদ্রলোকের পিছনে, ডানপাশে, আরেকজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, অপেক্ষায় আছে কখন পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। রানা লোকটার বয়স আন্দাজ করল ত্রিশ কী বত্রিশ। চেহারায় রগচটা, তিরিক্ষি একটা ভাব আছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা সামরিক? হতে পারে। আল্লাহই মালুম কোন দেশী! রানার চিন্তায় বাধা পড়ল–ডক্টর বাসরা ইঙ্গিতে একটা সেটী দেখিয়ে ওকে বসতে বলছেন।

বসল রানা। ড্রইংরুমে ঢোকার সময় আরও একজনের অস্তিত্ব টের পেয়েছে ও। এই মুহূর্তে মেয়েটি ওর পিছনের একটা সোফার হাতলে বসে আছে। পিছন ফিরে তাকানোটা অভদ্রতা হয়ে যায়, তাই তাকাচ্ছে না, তবে মেয়েটি বোরকা পড়ে আছে নাকি শুধু মাথাটা কালো স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রেখেছে জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে ও।

'মিস্টার মাসুদ রানা কি···মানে, এই কাজে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন?'

'জ্বী,' বলল কাপলান, নিচু একটা টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বসল সে। ক্রাচটা ভাঁজ না করে চেয়ারের গায়ে ঠেক দিয়ে রাখল।

'এবং তুমি ব্যক্তিগতভাবে ওঁর ব্যাপারে সুপারিশ করছ?'

'জ্বী, করছি। আপনাকে ফোনে যেমন বলেছি, ডক্টর বাসরা, রেনরকে আমি অনেক বছর হলো চিনি। পরপর কয়েকবার চাম্পিয়ন হয়েছিল, তারপর হঠাৎ গ্রাঁ প্রি ছেড়ে হারিয়ে যায় জনসমুদ্রে। কপাল গুণে পেয়ে গেছি ওকে আজ। ফর্মুলা এ গ্রাঁ প্রি

চ্যাম্পিয়ানদের সম্পর্কে ইন্টারনেটে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন ড্রাইভার হিসেবে ও কেমন।'

'নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার গুরুত্ব উনি অনুধাবন করেন?' প্রশ্ন করবার সময় কাপলানের দিকে নয়, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর বাসরা।

কাপলান মাথা ঝাঁকাল।

'শর্তগুলোও মেনে চলবেন? দশ মিলিয়ন ডলার তোমরা দু'জন ভাগ করে নেবে। এখন দেব পাঁচ। বাকি পাঁচ গ্রিস থেকে এখানে ফিরে আসবার পর। কোন প্রশ্ন করা যাবে না। সব ঠিক আছে, মিস্টার রানা?'

এবার রানাকেও মাথা ঝাঁকাতে হলো।

'আমি এখনই দু'জনের নামে আড়াই মিলিয়ন ডলারের দুটো চেক লিখে দিচ্ছি,' বললেন ডক্টর বাসরা। 'এই চেক আপনারা সুইটজারল্যান্ডের একটা ব্যাংক থেকে ক্যাশ করাতে পারবেন। তবে আপনাদের নামে ইউরোপের যে-কোন অ্যাকাউন্টে জমা দিলেও টাকাটা চলে আসবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল কাপলান।

'না,' বলল রানা। 'পাঁচ মিলিয়নের একটাই চেক কাটুন আপনি, ওর নামে।'

'কেন?' কাপলান জানতে চাইল।

'সেটা আমি পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব, কাপলান।' রানা ভাবছে, কাজটার বিনিময়ে ও কোন টাকা নেবে না শুনলে ডক্টর বাসরা না আবার কাপলানকে কম দিতে চান।

'এ-ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই,' বললেন ডক্টর বাসরা।

'ঠিক আছে, তাই কাটুন,' বিড় বিড় করে বলল কাপলান।

ডক্টর বাসরা চেক লিখছেন, রানা লক্ষ করল তাঁর পিছন থেকে ওর আর কাপলানের দিকে আশ্চর্য কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে

আড়ষ্ট লোকটা।

তবে ওই লোকের চেয়ে পিঠে অদৃশ্য মেয়েটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি অনুভব করে আরও বেশি অস্বস্তি বোধ করছে রানা, না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ওদের প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে, ওজন করছে।

'এবার বোধহয় মরিস রেনরের, থুড়ি, মাসুদ রানার সঙ্গে বাকি সবার পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত,' প্রস্তাব করল কাপলান।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে ঘাড় ফিরিয়ে আড়ষ্ট সামরিক অফিসারের দিকে একবার তাকালেন ডক্টর বাসরা। 'ও হলো...'

'সার,' বলে সামনে চলে এলো লোকটা, ডক্টর বাসরার সেটীর পাশে থেমে চিবুক উঁচু করে রানার দিকে তাকাল, 'এই অপারেশনে আমি আমার আসল নামটা ব্যবহার করতে চাই না।'

'উচিতও হবে না,' বলে গম্ভীর একটু হাসলেন ডক্টর বাসরা। 'মিস্টার রানা, আপনারা ওকে আলভী বলে ডাকবেন–ধরুন ওর নাম মুতাব্বির বিন আলভী।'

'মেজর। মেজর আলভী,' জোর দিয়ে উচ্চারণ করল আলভী, রানা যেন তার পদমর্যাদার কথাটা সবসময় মাথায় রাখে।

মুখে বন্ধুত্বের হাসি নিয়ে সেটী ছাড়ল রানা, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। মেজর সেটা ধরার জন্যে এক চুল নড়ল না। তবে পরিবেশটা চরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে ছোট্ট করে বো করল। তার নীলচে-কালো চোখ দুটোয় ধারাল ক্ষুরের দৃষ্টি। মুখটা একটু গোলগাল, গায়ের রঙ লালচে। পুরু ঠোঁট জোড়া অসন্তোষে বেঁকে ওঠার জন্যে সব সময় যেন তৈরি হয়ে আছে। লোকটার মধ্যে চাপা একটা ভাব লক্ষ করল রানা। স্থির, আড়ষ্ট ভঙ্গিটা মনে হলো পুরোপুরি কৃত্রিম। তবে ওর চোখকে ফাঁকি দেয়া গেল না, ও ঠিকই বুঝতে পারল যে এই লোক মুহূর্তের মধ্যে চিতার মত ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে সক্ষম।

পরিষ্কার বোঝা গেল, আরেকজনের সঙ্গে রানার পরিচয়

করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কী কারণে যেন বিব্রত বোধ করছেন ডক্টর বাসরা। তাঁকে অস্বস্তিতে ভুগতে দেখে কাপলান রানার পিছন দিকে তাকাল একবার। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালে অভদ্রতা হয় না, এটা ধরে নিয়ে রানাও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আগেই সন্দেহ করেছিল, তারপরও বিস্ময়ের ধাক্কাটা অনুভব করল। মেয়ে হোক বা মহিলা, তার সারা শরীর বোরকায় ঢাকা, শুধু দুধে-আলতা রঙের একজোড়া হাত আর চোখ দুটো বাদে। রানা ইতোমধ্যে প্রায় নিশ্চিত যে কাপলানও তার সঙ্গে এই প্রথম পরিচিত হতে যাচ্ছে। বোরকাটা কালো, ঢোলা সিল্ক। নাক-মুখ ঢেকে রেখেছে এমব্রয়ডারি করা দোপাট্টার একটা অংশ। স্যালোয়ার বা ঘাঘরার নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে রত্নখচিত দু'পাটি জুতো। রানার মনে হলো ফিনফিনে দোপাট্টার ভেতর থেকে দুনিয়ার সেরা চোখ জোড়া ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ বড় আকৃতির চোখ, একটু যেন কপালের দিকে কাত করা, গভীর কালো একজোড়া দীঘি, উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে, নীরব ভাষাটা রহস্যময়। দৃষ্টি অপলক; দোপাট্টার উপস্থিতিতে দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর। রানার এরকম একটা উদ্ভট ধারণা জন্মাল যে সম্মোহনী শক্তির সাহায্যে মেয়েটি ওকে নিজের চোখের কালো গভীরতায় টেনে নিতে পারে, সেখানে যেন দীঘির অতল জলে ডুবে মারা যাবে ও।

'আপনি আমার নাম বলুন তাজিন,' ডক্টর বাসরাকে বলল মেয়েটা, শুনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

'মিস্টার রানা। আপনাকে আমি তাজিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

সোফার হাতল ছেড়ে তাজিন দাঁড়াচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে লেগে মৃদু শব্দে বেজে উঠল গা-ভর্তি অলঙ্কার। সে এগিয়ে আসছে, দেখে সেটী ছেড়ে রানাও দাঁড়াল। মুখোমুখি হলো ওরা। ব্রেসলেটের মিষ্টি রিনিঝিনি শব্দ তুলে একটা হাত লম্বা করল

তাজিন। সেটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধরল রানা। ছোট্ট হাত, নরম, খুবই হালকা।

'হাউ ডু ইউ ডু, তাজিন?' এরকম পরিবেশে আনুষ্ঠানিক ছকবাঁধা বুলি কেমন যেন বিদঘুটে শোনাল, রানা অনুভব করল বিব্রত বোধ করায় ওর মুখ গরম হয়ে উঠছে।

তাজিন শুধু বলল: 'রানা।' সে যেন নামটা শিখে নিতে চেষ্টা করল, পরখ করে নিল নিজের উচ্চারণ। রানার মনে হলো, নিজের এই নাম জীবনে এই প্রথম শুনল। মেয়েটার ঠোঁটে এ এমন এক শব্দ, যেন এই মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

'আমি মাহরুফ কামরান,' কার্পেটের ওপর ক্রাচের মৃদু আওয়াজ তুলে এগিয়ে এলো সাবেক গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ান। 'তবে সবাই তোমরা আমাকে মার্কাস কাপলান বলেই ডেকো।' রানার ছেড়ে দেয়া তাজিনের হাতটা ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়াল সে। 'আশা করি এই জার্নির ধকলটা তুমি সামলে নিতে পারবে, তাজিন। জানো তো-পুরুষ, মানে আমাদেরই, কালঘাম ছুটে যাবে।'

'সেজন্যে আমি তৈরি হয়ে আছি,' ব্রিটিশ উচ্চারণে পরিষ্কার ইংরেজিতে জবাব দিল তাজিন। 'এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

ডক্টর বাসরা গলা পরিষ্কার করলেন, দেখে মনে হলো বিব্রতকর একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় ভারি খুশি। 'এবার তাহলে আমরা রওনা হবার সময় নিয়ে আলোচনা করতে পারি?' কাপলানকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমার ধারণা সন্ধের খানিক পর, এই আটটার দিকে হলেই ভাল হয়।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল কাপলান। 'আমি এখন আমার বন্ধুকে নিয়ে ওদিককার প্রস্তুতি শেষ করতে যাচ্ছি। আলভী আর তাজিনকে আমরা এখান থেকে তুলে নেব ঠিক আটটায়।'

'বাক্সটা সহ,' ডক্টর বাসরা শান্ত সুরে মনে করিয়ে দিলেন। 'ততক্ষণে ওটা এখানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।'

'হ্যাঁ, বাক্সটা সহ,' পুনরাবৃত্তি করল কাপলান, তার দৃষ্টি রানার চোখজোড়াকে এড়িয়ে গেল।

তিন

ক্যাবান ডাফনে থেকে মাইল তিনেক দূরে সারি সারি অনেকগুলো গ্যারেজের একটায় রাখা আছে গাড়িটা। রানাকে সারপ্রাইজ দেয়ার ইচ্ছে থাকায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকল কাপলান। মার্সিডিজ থেকে নেমে গ্যারেজের তালা খুলল, ক্রাচে ভর দিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

গ্যারেজের আবছা আলোয় ঝকমকে, মসৃণ, সরু একটা কাঠামো যেন দৌড় দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ওত পেতে রয়েছে। মেটালিক ব্লু রঙটাই যেন একটা আভার উৎস। বাম্পার, হেডল্যাম্প আর হুইল থেকে ঝিলিক দিচ্ছে ঝকমকে ক্রোম। লম্বা বনেট সামান্য উঁচু হয়ে উঠে গেছে প্রায় খাড়া উইন্ডস্ক্রীনের গোড়ায়। আরও সামনে গদি-মোড়া লেদার সিট দেখা যাচ্ছে। মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা। ফোর্ড ক্যাপ্রি, ল্যান্সিয়া, ব্লু অ্যাঞ্জেল বা ফেরারী আশা করেছিল ও। এটা ওর কাছে একদমই নতুন। ক্রীম দিয়ে সাজানো কেকের মত লাগছে গাড়িটাকে, মিলিওনেয়ার প্লেবয়দের মনোরঞ্জনের জন্যে তৈরি, নিখুঁত এঞ্জিনিয়ারিঙের চেয়ে বাইরের চেহারাটাই যাদের কাছে প্রথম বিবেচ্য।

'কেমন? কী মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কাপলান, এক রাশ প্রত্যাশা আর উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

'ইয়ে–' কয়েক পা পিছিয়ে এলো রানা, উত্তর দিতে সময় নিল। 'এই গাড়ি আগে কখনও দেখিনি আমি। কী এটা?

'একটা নতুন এসি ফোর-সিটার, তবে শুধু বডিটা ব্রিটেনে বানানো। এটা আসলে নতুন একটা সিরিজের প্রথম গাড়ি। বিদেশী এক মহাধনী ভদ্রমহিলার নির্দেশ অনুসারে এটার ডিজাইন করা হয়েছে।'

ঘুরে গাড়িটার পাশে চলে এলো রানা, ককপিট পরীক্ষা করছে। বেশিরভাগ এক্সপোর্ট মডেলের মত এটাও লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ। আপহোলস্টারী আরামদায়ক এবং বিলাসবহুল হলেও, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্ট অত্যাধুনিক জেট প্লেনের কন্ট্রোল প্যানেলের মত দেখতে। মাঝখানে নতুন কাউন্টার আর স্পীডোমিটার সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট কাঠের কিনারা বিশিষ্ট; স্টিয়ারিং হুইলের সামনে জড়ো করা, আলোর আভা থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে হুড পরানো। ঝাঁক ঝাঁক সুইচ নিয়ে কনসোলটা ডান দিকে। ওটার নিচে ঊর্ধ্ব-কমাসহ ইংরেজি U হরফ আকৃতির একটা কন্ট্রোল ইঙ্গিত করছে গাড়িটায় অটোমেটিক ট্র্যান্সমিশন সুবিধে যোগ করা হয়েছে। 'এবার বোধহয় বুঝতে পারছি এটা কী ধরনের গাড়ি,' বলল রানা। 'বলা উচিত, আমি জানি কোন গাড়ির উন্নত সংস্করণ এটা। একবার একটা শিলবী কোবরা চালিয়েছিলাম, সেই আমার সময়কার গ্রাঁ প্রি-তে। তখনকার দিনে ওটাকে পিছনে ফেলা মোটেও সহজ ছিল না।'

গাড়িটায় যে ফোর্ড গ্যালাক্সি সেভেন লিটার এঞ্জিন বসানো হয়েছে সেটা বনেট খুলে রানা দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না: জানে, রেসিং-এর জন্যে টিউন করা হলে সেভেন হানড্রেড-ব্রেক-হর্সপাওয়ার আদায় করা যাবে, এবং স্থির অবস্থা থেকে আট

সেকেন্ডের মধ্যে স্পীড তুলতে পারবে ঘণ্টায় একশো মাইল। রানার পালস্ একটু বাড়ল। আসন্ন লং ড্রাইভ হঠাৎ ওর জন্যে আরেক রকম অর্থবহ হয়ে উঠল।

'এটাকে আমি রাস্তায় চালিয়ে দেখতে চাই,' কাপলানকে বলল রানা। 'রেসিং কোবরার চেয়ে এটার সাইজ অনেক বড়। তুমি মার্সিডিজটা নিয়ে যাও, কাজ শেষে কোম্পানিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল কাপলান। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে তার আগে একটা কথা। তুমি কি একসঙ্গে পাঁচ মিলিয়ন পেলে না বলে টাকাটা নিলে না?'

'একসঙ্গে পাঁচ মিলিয়ন...আরে, না!' হেসে উঠল রানা। 'পরের পাঁচ মিলিয়নও তোমার, কাপলান। তুমি অনুরোধ করায়, তোমার উপকার হবে শুনে, কাজটা করে দিতে রাজি হয়েছি আমি–টাকা নেব কেন?'

'মানে?' কাপলান ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'বলতে চাইছ তুমি কোন টাকাই নেবে না?'

'তুমি আসলে আমার পরিচয়টা ভুলে গেছ,' বলল রানা। 'আমি একজন ব্যবসায়ী, প্রচুর টাকার মালিক। কার রেসিং-এ যোগ দিয়েছিলাম টাকা কামাতে নয়, শখে। এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি, কেমন?'

রানা চোখ সরাচ্ছে না দেখে বাধ্য হয়ে মাথা ঝাঁকাল কাপলান। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িটা টেস্ট করবে–আমাকে তোমার দরকার হবে?'

'না,' বলে বড় দরজাটা খুলল রানা, এটা দিয়ে সামনে বা পিছনে যে-কোন কমপার্টমেন্টেই ওঠা যায়। ঠিক হলো, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উসট্রিন বাড-এ কাপলানের ফ্ল্যাটের সামনে এসি নিয়ে পৌঁছবে রানা। মাঝখানের এই সময়ে গাড়িটা পরীক্ষা করে কিছু রদবদলের প্রয়োজন দেখলে সেরে ফেলবে ও, আর কাপলান

ম্যাপ সংগ্রহ করে রুট দাগিয়ে রাখবে, খোঁজ নেবে রাস্তাঘাটের সর্বশেষ পরিস্থিতি।

'ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র খুবই কম থাকবে,' রানাকে জানাল কাপলান। 'বুটের বেশিরভাগটাই দখল করে নেবে ওই বাক্স।'

প্রথমেই রানা এসি-র জার্মান ডিলার-এর সার্ভিস সেন্টারে চলে এলো। ডিলার আর তার টেকনিশিয়ানরা গাড়িটাকে এমন উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল যেন বোর্ডিং স্কুল থেকে পরিবারের প্রিয় সন্তানটি বাড়ি ফিরে এসেছে। গাড়িটা ওর হাতে পড়ল কীভাবে, এ-ধরনের প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে গেল রানা, সেই সঙ্গে ভান করল ও জানে ওরা কাকে 'হার এক্সলেন্সী' বলে সম্বোধন করছে। এরপর সবাই খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অল্পক্ষণেই জেনে গেল রানা, রেসের জন্যে তৈরি কোবরায় যে ধরনের বেসিক কয়েল-স্প্রিঙ চেসিস থাকে, এসিতেও তাই রয়েছে–চারটে হুইলেই পুরোপুরি ইনডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন সহ। আরও আছে বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা ডিভাইস, গতি বাড়াবার সময় গাড়ি যাতে ইতস্তত না করে বা ব্রেক করা সত্ত্বেও যাতে ছুটতে না পারে। সবগুলো ড্রাইভ শ্যাফট, সাসপেনশন, ইউনিভার্সেল জয়েন্ট ইত্যাদি হুবহু রেসিং কার-এর মত। ব্রেকও তাই। চেসিস বসানো হয়েছে ফোর-ইঞ্চ মেইন স্টীল টিউবের ওপর। ওদের কথা মত চেসিসের নিচে তাকিয়ে দেখল রানা এগজস্ট পাইপ সহ অন্যান্য অগজিলারিজ প্রকাণ্ড টিউব-গুলোর সঙ্গে একই লেভেলে নয়, খানিক ওপরে। খাল-খন্দ ভরা রাস্তা পেরোবার সময় গাড়ির তলা যদি সারফেসের সঙ্গে ঘষা খায়, তবু ওগুলোর কোন ক্ষতি হবে না।

সার্ভিস সেন্টার থেকে বেরিয়ে হোমস্টাড উলজেন পার্কের ভেতর ঢুকল রানা। আধ ঘণ্টা মোটরওয়েটা ব্যবহার করে এসির স্পীডটাও যাচাই করে নিল। তারপর খুঁজে বের করল পরিচিত

মেকানিক বুড়ো রুডলফ কোলমান-এর পুরানো গ্যারেজটা।

অনেকদিন পর দেখলেও কোলমান ঠিকই চিনতে পারল ওকে। মেকানিকদের ডেকে আঙুল তুলে দেখাল, 'রেসিং কার-এর হিরো, জাদুকর; দু'তিন বছর পর পর দেখতে আসে বুড়ো আজও বেঁচে আছে কিনা।'

কুশল বিনিময় শেষ হতে বুড়োকে রানা ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিল গাড়িটার কী-কী বদলাতে চায় আর নতুন কী-কী ইকুইপমেন্ট ওর দরকার।

কোলমানের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে ব্রিফকেস নিল রানা, বিল মেটাল, হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসে দৈনিক সান্ধ্য সংস্করণের ওপর চোখ রেখে সময়ের আগেই ডিনার সারল। পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউস থেকে দাবি করা হয়েছে, লাশ পাওয়া না গেলেও দুই পুত্র উদে আর কুশে সহ সাদ্দাম হোসেন নিহত হয়েছেন বলেই তাদের বিশ্বাস। আর ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, আজ হোক বা দশ বছর পর হোক পাওয়া ওগুলো যাবেই। আরেকটা খবরে রানার চোখ আটকে গেল। তাতে বলা হয়েছে, সিআইএ আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস দলত্যাগী ইরাকী ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের সহায়তা নিয়ে বেশ ক'টা টীম গঠন করেছে, এই টীমের কাজ হবে 'পরাজিত ইরাকী প্রেসিডেন্ট' সাদ্দাম হোসেন সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, মন্ত্রী ও মিত্রদের খুঁজে বের করা। সান্ধ্য দৈনিকটির সংবাদদাতা এ-ধরনের একটা টীমের নাম জানতে পেরেছেন—সার্চ পার্টি। তাঁর ভাষ্য অনুসারে, কোনও টীমে তিন ইন্টেলিজেন্সের লোকজনই আছে, আবার কোনটায় মাত্র একটার। গোপনীয়তার স্বার্থে এই সব টীমের নামও নাকি ঘন ঘন বদল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কোলমানের গ্যারেজে ফিরে রানা দেখল, চারটে সিট-বেল্টের শেষটা লাগানো হচ্ছে এসিতে। গাড়ির সামনে লাগানো একটা বার-এ অতিরিক্ত স্পট আর ফগ ল্যাম্প ফিট করা হয়েছে, এয়ার

ইনটেক-এর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে; এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটা রিভার্সিং ল্যাম্প দেখা গেল গাড়ির পিছনেও। ফ্রন্ট কমপার্টমেন্টে, ফ্লেক্সিবল্ স্টক-এর শেষ মাথায়. বসানো হয়েছে একটা নেভিগেটর'স ল্যাম্প। ড্রাইভারের পাশে বসা প্যাসেঞ্জারের দিকে মুখ করানো নতুন বোতাম দেখা গেল, টিপলে অতিরিক্ত একটা হর্ন বাজবে। চার আরোহীর মাথা থাকবে যেখানে, তার ওপর গাড়ির ছাদে রাবার ফোম-প্যাড। বুটে ভরা হয়েছে স্পেয়ার ছাড়াও বিশেষ কিছু ইকুইপমেন্ট, যেমন–একটা বেলচা, হাতলটা খুলে ফেলা যায়; পেট্রলের স্পেয়ার একটা ক্যান; দশ টন ব্রেকিং স্ট্রেইন সহ একটা হয়েস্ট বা জ্যাক, একজোড়া ম্যাট; তার, সাবান, চুইংগাম, চিমটা ইত্যাদিতে ভর্তি একটা বাক্স।

কোলমানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বিদায় নিল রানা, উসট্রিন বাড-এ কাপলানের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে। আপত্তি শুনল না, হাত ধরে জোর করে নিজের ছ'তলার ফ্ল্যাটে রানাকে তুলে আনল কাপলান। এক বেডরুমের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, তবে পরিপাটি করে সাজানো। ঘর ভর্তি শুধু অতীত গৌরবের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে–মেডেল, পুরস্কার, সার্টিফিকেট, উপহার, কাপ। এত সব মধুর স্মৃতি আর অহংকারের ভিড়ে কাপলান কী কারণে তিক্ত একটা বেদনাকে স্থান দিয়েছে, রানার মাথায় ঢুকল না। সে তার স্ত্রী লিতসার একটা বাঁধানো ফটো সযত্নে রেখে দিয়েছে টেবিলের ওপর। এই সেই লিতসা, যে ওর সারা জীবনের রোজগার ও সঞ্চয় মেরে দিয়ে পালিয়েছে। কাপলানের একটাই অপরাধ ছিল, নিজের সমস্ত টাকা লিতসার নামে জমা রেখেছিল ব্যাংকে।

প্রশ্নটা না করে রানা পারল না। 'ওর ছবি এখনও তুমি রেখে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু এতকিছুর পরেও ওকে আমি ভুলতে পারি না।'

অন্য একজন মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি পছন্দ করা বা না করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রসঙ্গটা এখানেই থেমে যেতে দিল রানা।

'হিসেব করে বের করেছি, আসা-যাওয়ায় আমাদেরকে কমবেশি তিন হাজার মাইল পার হতে হবে,' রানার হাতে ধূমায়িত একটা কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল কাপলান। 'কম কি বেশি নির্ভর করবে তুমি বরাবর মোটরওয়েতেই থাকবে, নাকি শর্ট-কাটও ব্যবহার করবে।'

'মোটরওয়েতেই থাকতে চাইব,' বলল রানা। 'পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধা না হলে ওখানে ঘণ্টায় একশো চল্লিশ মাইল স্পীড তুলতে পারব।'

'আমিও তাই ভেবেছি, বলে জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স আর দক্ষিণ-পুব ইউরোপের একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল কাপলান টেবিলের ওপর। 'এএ ট্যুরিং ডিপার্টমেন্ট থেকে রুট গাইড আর টাউন প্ল্যান যোগাড় করেছি। অস্ট্রিয়া আর স্লোভেনিয়ায় আমরা সাধারণ ট্রাঙ্ক রোড পাব, তবে সেগুলো খুব খারাপ হবার কথা নয়।'

'ফিরবও আমরা এই একই রুট ধরে?'

'আশা করি। তবে কোথাও যদি কোন বিপত্তি বা ঝামেলা দেখা দেয়, এবং সেটা যদি আমরা এড়াতে চাই, ইটালি হয়ে বিকল্প একটা রুট তো আছেই। তবে ওই রুটে আবার এড্রিয়াটিক ফেরি পেরুতে আট ঘণ্টা বেরিয়ে যাবে।'

'কী ধরনের বিপত্তি বা ঝামেলা দেখা দিতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

ভাঁজ করা ম্যাপ, টাউন প্ল্যান আর রুট নোটগুলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রাখছে কাপলান। 'অত জোরে গাড়ি চালালে পুলিস হয়তো দাঁড় করিয়ে বলতে চাইবে যে আমরা আইন ভেঙেছি।'

চার

কাপলান থামতেই ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর ক্রেডল থেকে নিয়ে কানে তুলল রিসিভারটা। রানা ভাব কথা শুনছে।

'জ্বী। বলছি। আপনি, সার, ডক্টর বাসরা?...না, আমাদের এদিক থেকে ইনফরমেশন লীক হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি বা মিস্টার রেন...রানা এ প্রসঙ্গে কারও সঙ্গে কোন রকম আলাপই করিনি।...ইশ্‌, খুব খারাপ হলো। কেউ আহত হয়েছে?...হ্যাঁ, খেলার শুরুতেই এ-ধরনের ঘটনা ঘটা অপ্রত্যাশিতই বলব আমি...সেক্ষেত্রে, সার, আপনার বাড়ির আশেপাশে আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।...আমি বলি কী—একটু চিন্তা করতে দিন, প্লিজ।...আচ্ছা, ওরা কি হোমস্টাড উলজেন পার্কের উত্তরে ফোয়ারার পাশের কার পার্কটা চিনবে, ফ্রাউ বেল ফ্লাইওভারের নিচে?'

ডক্টর বাসরা সময় নিচ্ছেন, সম্ভবত কারও সঙ্গে কথা বলে জেনে নিচ্ছেন কাপলানের প্রশ্নের উত্তরে কী বলবেন। রানার দিকে ফিরে খানিকটা সকৌতুক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কাপলান।

'চিনবে? ভালই হলো। সময়টা? আগেরটাই ঠিক থাকুক। আটটা। গাড়িটা চিনতে তো আর ওদের কোন অসুবিধে হবে না।...আমরা তো চেষ্টা করবই কেউ পিছু নিলেও যাতে খসাতে পারি, বলে দিন ওদেরকেও তাই করতে হবে।...কী? ও

বাক্সটা?...আজ রাতের ওই খবরের পর ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে গেছে বলছেন?...বেশ, তাই হবে, এটাই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়...ঠিক আছে, সার। গুডবাই, সার। আবার দেখা হবে আমরা ফিরে আসবার পর, জ্বী।' রিসিভার রেখে দিল কাপলান। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

রানা অপেক্ষা করছে।

'প্ল্যানটা যে বদলেছে তা তো তুমি ধরতেই পেরেছ,' ওকে বলল কাপলান। 'চলো, বিসমিল্লাহ বলে বেরিয়ে পড়ি। খুব সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যাতে পিছু না

'পরিস্থিতি যদি এরকমই হয়, বোরকা পরা একটা মেয়ে আরও বেশি সন্দেহ সৃষ্টি করবে না?'

হেসে উঠল মার্কাস কাপলান। 'এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না, রানা। ওটা কোন সমস্যাই নয়।'

ফ্রাউ বেল ফ্লাইওভারের নিচের কার পার্কিং-এর অ্যাটেনড্যান্টকে পাঁচ মার্ক দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেটের দিকে মুখ করে দাঁড় করাল এসিকে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। 'এখন অপেক্ষা?'

'হ্যাঁ।'

কার পার্কে চল্লিশ-পঞ্চাশটা খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও প্রচুর গাড়ি রাস্তায় রাস্তায়, প্রায় জ্যাম লাগার অবস্থা।

'ওগুলো কী উপকারে লাগবে?' ছাদে টেপ দিয়ে লাগানো ফোম-রাবারের প্যাডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কাপলান।

'গাড়ি হঠাৎ লাফ দিলে খুলি বাঁচবে। ঘটনাটা অন্ধকার রাস্তায় ফুলস্পীডে থাকার সময় ঘটলে ঘাড় ভাঙার ঝুঁকিও থাকবে না।'

'সিট-বেল্ট কি সত্যি দরকার ছিল? এমন কি ব্যাক সিটের জন্যেও?'

চোখে কৌতূহল নিয়ে কাপলানের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার মত অভিজ্ঞ একজন ড্রাইভারের কিন্তু জানা উচিত

আমাদের সামনে কী পড়বে না পড়বে।'

পার্কিং এরিয়ায় একটা গাড়ি ঢুকছে। হেডলাইট জ্বলছে না, ড্রাইভার ড্রাইভ করছে শুধু সাইড-লাইটের আলোয়। এসিকে পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে চলে গেল গাড়িটা, থামল প্রায় একশো গজ দূরে। কয়েক মিনিট কেউ সেটা থেকে নামল না।

'ওরা বোধহয় নিশ্চিত হতে চাইছে কেউ পিছু নিয়ে এসেছে কিনা,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল কাপলান। 'হ্যাঁ, তাই। ওই ওরা নামছে। রানা, তুমি তোমার এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারো।'

ইগনিশন কী-তে মোচড় দিল রানা। এঞ্জিন ফায়ার করল, শব্দটা কর্কশ--খানিকটা অনিয়মিত বা ছন্দবিহীন চাপা গর্জন। গোটা কাঠামোয় কাঁপুনি ধরে গেছে।

গাড়িটা থেকে দু'জনকে নেমে আসতে দেখল রানা। সুট বদলে কালো ট্রাউজার আর প্রায় গলা ঢাকা পুলওভার পরলেও, আলভীকে সহজেই চেনা গেল। তার সঙ্গের কাঠামোটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। রানা তাকে সতেরো বছরের এক কিশোর বলে ধরে নিল। তবে নড়াচড়ার মধ্যে কিছু একটা দেখতে পেয়ে আবার তার দিকে তাকাতে হলো ওকে।

'আলভীর সঙ্গে কে ও?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'তাজিনের কী হয়েছে?'

'ও-ই তাজিন।' রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়ায় কাপলানের কাঁচের চোখটা ঝিক করে উঠল। 'ওরে সব্বোনাশ! তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল সিল্ক স্তূপের ভেতর ভাল কিছু না থেকেই পারে না!

গাঢ় সবুজ ট্রাউজার-সুট পরেছে তাজিন, সঙ্গে একাধিক প্যাচ পকেট। গায়ে আঁটসাঁট হয়েছে সুটটা, কাটাও হয়েছে যেন পুরুষদের উপযোগী ধাঁচে, ফলে তার নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি মাত্রায় ফুটেছে। তাজিন তার লম্বা কালো চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে একটু তেরছাভাবে মাথায় পরা বেরেট বা ক্যাপ-এর ভেতর

ঢুকিয়ে নিয়েছে। বলাই বাহুল্য যে বোরকা বর্জন করা হয়েছে, আর তার ফলে যে রূপান্তর ঘটেছে সেটাকে পাগল করা না বলে উপায় নেই।

রানা শুধু দ্রুত একবার চোখ বুলাবার সুযোগ পেল। বগলে ক্রাচ ভরতে ভরতে গাড়ি থেকে হড়কে নেমে গেল কাপলান, ঘুরে নিজের সিটটাকে সামনের দিকে ঝোঁকাল, ওরা যাতে পিছনের কমপার্টমেন্টে উঠতে পারে। মাথা নিচু করে উঠল ওরা, দু'জনের হাতেই একটা করে ছোট ব্যাগ।

আলভী বলল, 'ভয় লাগছে কেউ বোধহয় আমাদের পিছু নিয়ে থাকতে পারে।'

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করার সময় 'শালার ভাগ্য' বলে গালি দিল কাপলান, তারপর জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'বাঁক নিয়ে এখানে ঢোকার ঠিক আগে আমাদের পিছনে একটা গাড়িকে দেখতে পাই আবার। প্রথমবার দেখি কয়েক মাইল পিছনে।'

'তাহলে খসাওনি কেন?' কাপলানের মেজাজ চড়ছে।

'চেষ্টা করেছি, তারপর দেখতেও পাইনি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জবাব দিল আলভী। 'খসেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে আরও সময় দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহলে আবার সময়মত এখানে পৌঁছানো যেত না। তবে পিছু নিয়ে এখানে গাড়িটা ঢোকেনি।'

'তার মানে এই নয়,' খেপে উঠে শুরু করলেও, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কাপলান। যাত্রা এখনও ভাল করে শুরু হয়নি, এখনই কাটগোঁয়ার টাইপের আলভীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। 'যাই হোক, আমার বিশ্বাস, আমরা বেশি দূর যাবার আগেই রানা ওটাকে খসাতে পারবে। বাক্সটা আমরা ডেলিভারি নিতে যাচ্ছি বার্লিন এয়ারপোর্টের কারপার্ক থেকে। আশা করি তোমরাও জানো।'

'বাক্সটা এখনও জারবর্গ রোডে রয়ে গেছে,' টান টান গলায়

বলল আলভী।

'এর মানে? ডক্টর বাসরা নিজে আমাকে বললেন-'

'পাওয়ার ফেইলিওরের একটা ঘটনা ঘটেছে,' রেগেমেগে কাপলানকে থামিয়ে দিল আলভী। 'ওরা সকেটে প্লাগ দিতেই সার্কিটে খুব বেশি লোড চলে আসে-'

'হয়েছে, থামো!' ভাল চোখটা দিয়ে চট করে একবার রানাকে দেখে নিল কাপলান। 'যা হবার হয়েছে, তা নিয়ে প্যাঁচাল পেড়ে লাভ নেই। এখন তাহলে গাড়ি নিয়ে জারবর্গ রোডে যেতে হবে। সন্দেহ নেই আমাদের কীর্তিকলাপ দেখবার জন্যে কয়েক হাজার চোখ থাকবে ওখানে।'

ড্রাইভিং-মিরর অ্যাডজাস্ট না করেই কাপলানের পিছনে বসা মেয়েটাকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা। কৃত্রিম আলোয় তার সব কিছুই বাড়-বাড়ন্ত লাগছে। নাক যেন দক্ষ রোমান শিল্পীর হাতে খোদাই করা। গায়ের রঙ দুধে আলতায়। ঠোঁট দুটো পুরুষ্টু, নরম, অথচ ঠোঁটের ওপর রেখাগুলো একাধারে সজীবতা ও আত্মবিশ্বাসের আভাস দিচ্ছে। মেয়েটার মুখের মূল্য, মাধুর্য ও তাৎপর্য নিরূপণ করছে এখনও সেই অপরূপ চোখ দুটো। সিটের এক কোণে আরাম করে বসে আছে সে, গাড়ির পরিবেশ আর কথাবার্তা সম্পর্কে তার মধ্যে দৃশ্যত কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আধো অন্ধকারে নাগালের বাইরেও রহস্যময় লাগছে তাকে, তিন সঙ্গীর সঙ্গে পুরোপুরি বেমানান। রানার দৃষ্টিতে, ওর আর কাপলানের কাঁধে এই অতিরিক্ত দায়িত্ব বা ঝক্কি না চাপলেই সবদিক থেকে ভাল হত। ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে, মেয়েটা যদি কার সিকনেসে না ভোগে।

আলভী বলছিল: 'লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। আমরা পিছনের উঠান দিয়ে ভেতরে ঢুকলে কেউ আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

'হুম!' করে একটা আওয়াজ ছেড়ে রানার দিকে তাকাল

কাপলান। 'জারবর্গ রোড চেনো, রানা, গোভনার স্ট্রার্টা-য়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এখান থেকে বেরুবার সময় কোন গাড়ি যদি ফলো করে, খসাতে পারবে তো?'

'তোমরা যদি অতিরিক্ত পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারো। প্রথমে ওদেরকে আমি হোমস্টাড উলজেন পার্কের ভেতর ঢোকাব, তারপর গোলকধাঁধায় ফেলে বেরিয়ে আসব।'

'পাঁচ মিনিট দেয়া যায়। পরে পুষিয়ে নিলেই হবে।'

ম্যানুয়াল সিলেক্টর টেনে ড্রাইভ পজিশনে নিয়ে এলো রানা, বৃষ্টির পানি ভর্তি খানা-খন্দের ওপর দিয়ে ছাড়ল এসিকে। অফিস কামরা থেকে নাইট অ্যাটেনড্যান্ট মুখ বের করে তাকাল, পৌঁছানোর পর এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়েছে।

কার পার্কিং থেকে বেরিয়ে গাড়ির মিছিলে যোগ দিল এসি। 'কী গাড়ি তোমাদের পিছু নিয়েছিল?' জানতে চাইল রানা।

'ফোর্ড মাস্টাঙ।'

রানা লক্ষ করেছে, ওরা কার পার্ক থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধার থেকে একটা কালো মাস্টাঙও রওনা হয়েছে।

আজ রাতের মত বন্ধ করে দেয়ায় পার্কের ভেতর ঢোকা গেল না। মিররে চোখ রেখে ওয়ান-ওয়ে সার্কিটের চারভাগের তিন ভাগ পেরুল রানা, তারপর ব্রাউবার্গ-এর দিকে ঘুরতে শুরু করে একেবারে শেষ মুহূর্তে উল্টোদিকে হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিল ডানে, যাচ্ছে কানট্রিয়া-র দিকে। মাস্টাঙের ড্রাইভার অনুসরণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাওয়াল গাড়িটাকে, ডুসেলডর্ফ লেখা সবুজ একটা বাসকে কড়া ব্রেক কষতে বাধ্য করল।

এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে কালো মাস্টাঙটা ওদেরকে অনুসরণ করছে। শুধু তাই নয়, ব্যাপারটাকে ড্রাইভার গোপন রাখারও কোন চেষ্টা করছে না।

এসির স্পীড চল্লিশের বেশি তুলছে না রানা। তারপর ডুয়াল

ক্যারিজওয়েতে পৌঁছে হঠাৎ ঘণ্টায় একশো মাইল তুলে ফেলল। যানবাহন আছে, তবে বেশ দূরে দূরে, ফলে ব্যবহারের জন্যে হাতে পাওয়া তিন প্রস্থ লেন-এর যে-কোনটায় ইচ্ছেমত যেতে-আসতে পারছে ও। একটা রাউন্ড-অ্যাবাউটে তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরল, ওর আরোহীরা হড়কে কাত হয়ে গেল একদিকে। সামনে অন্ধকারের বিস্তৃতি। আবার গাড়িটাকে স্বাধীনভাবে ছুটতে দিল রানা। এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা কর্কশ গোঁ-গোঁ আওয়াজ মনে করিয়ে দিচ্ছে উন্নত সংস্করণ হলেও, জাতে আসলে রেস খেলুড়ে। সেকেন্ড গিয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘণ্টায় স্পীড তুলল নব্বুই মাইলে। তারপরও গোঁয়ারের মত পিছু লেগে থাকল মাস্টাঙ। একটা হাত নামিয়ে লিভারটা এক চুল সামনে ঠেলে দিল রানা। এত স্পীডের মধ্যে আবার নতুন করে লাফ দিল এসি।

কিন্তু কয়েকশো গজ সামনে ট্র্যাফিক লাইট বদলে হলুদ হয়ে গেল। ব্রেক করল রানা, দেখল ক্রাচ আর একমাত্র পা ব্যবহার করে নিজেকে শক্ত করল কাপলান, উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে যাতে বাইরে ছিটকে না পড়ে। আসলে ভাঙবে না ওটা, আছাড় খাওয়ায় কাপলানের হাড়গোড় ভাঙবে।

অন্যান্য গাড়ির ব্রেক-লাইট জ্বলে উঠল, ইন্টারসেকশনে সামনের পজিশন পেতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ড্রাইভাররা। বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বামদিকের সর্বশেষ লেন-এ চলে এসে সামনের সারিতে এসিকে থামাল রানা। মিররে চোখ রেখে দেখল, দ্রুতগতিতে পৌঁছে আউটসাইড লেন-এ দাঁড়াল মাস্টাঙটা।

রানা ব্যাপারটা উপভোগ করছে। ওর গাড়িটা কাজের সময় কেমন করবে তা জানার ভাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।

'হলুদ,' বলল কাপলান। যে-সব সিগন্যাল সাইড রোডগুলোর গাড়ির মিছিলকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেগুলোর পরিবর্তন লক্ষ করছে সে।

রানা দেখে নিল আত্মহত্যাপ্রবণ কোন ড্রাইভার হলুদ আলো

দেখেই গাড়ি ছাড়তে যাচ্ছে কিনা। ম্যানুয়াল সিলেক্টরে রয়েছে এসি, আর দেখতে চায় ফুল থ্রটল-এ অটোমেটিক সিস্টেম কেমন কাজ করে। ওর বাঁ পা চওড়া ফুটব্রেক পেডালে রয়েছে, ডান পা এঞ্জিনের স্পীড বাড়িয়ে পনেরোশো রেভ-এ তুলে ফেলল। আলো বদলে যেতে ব্রেক থেকে পা তুলে নিল, চাপ দিয়ে অ্যাকসেলারেটর নামাল মেঝেতে। স্টার্টার'স ফ্ল্যাগ-এর পতন দেখে একটা গ্রাঁ প্রি মেশিন যেভাবে ছোটে, এসি ঠিক সেভাবে ছুটল। সাত সেকেন্ডে স্পীড উঠল ঘণ্টায় ষাট মাইল, এরপর দায়িত্ব চাপল সেকেন্ড গিয়ারের ওপর। পনেরো সেকেন্ড পর অটোমেটিক সিস্টেমে স্পীড দাঁড়াল ঘণ্টায় একশো মাইল। বাকি যানবাহনগুলোকে মনে হলো স্থির, যদিও পিছনে কোথায় যেন একটা হর্ন বিরতিহীন বাজছে, সেই সঙ্গে ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে একজোড়া হেড়লাইট। মাস্টাঙের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফ্যামিলি সেলুন।

পরবর্তী ইন্টারসেকশনে ব্রেকে দৃঢ় চাপ দিয়ে স্পীড অর্ধেকে কমিয়ে আনল রানা। এসি সাবলীল, অনুগত ভঙ্গিতে নিজেকে সামলে নিল, যেন ভেলভেটের দস্তানা পরা দৈত্যাকার একটা হাত পড়েছে ওটার ওপর। গাড়িকে বাঁ দিকে ঘোরাল রানা, মোটরওয়ে সাপের মত বেঁকে দীর্ঘ ফ্লাইওভারে উঠে পড়বার আগেই ওটা থেকে বেরিয়ে প্রায় চাকা আকৃতির তিনশো ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ট্র্যাফিকের শহরমুখী মিছিলে, রাউন্ড-অ্যাবাউট হয়ে ফিরছে গোভনার স্ট্রার্টার দিকে, গন্তব্য জারবর্গ রোড। কাপলানের দিকে ফিরে হাসল রানা। 'বোধহয় খসানো গেছে, কি বলো?'

মেঝেতে ক্রাচ আটকে এতক্ষণ ডান পায়ে ব্রেক করার ভঙ্গিতে গাড়ির মেঝে চেপে রেখেছিল কাপলান, ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল তার পেশীতে। শুধু মাথা ঝাঁকাল সে, এখনও নাক বরাবর অপলক সামনে তাকিয়ে আছে, যেন সম্মোহিত একজন মানুষ।

জারবর্গ-এ পৌঁছে আলভীর কথামত বিশাল এক উঠানে ঢুকল রানা, ওটার চারদিকে দোকান-পাট আর গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে। অনেক বাড়ির পিছন দিকের সিঁড়িও নেমে এসেছে এদিক সেদিক। এসি থামতে নেমে গেল আলভী, একটা গ্যারেজের দরজায় আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা দিল। কয়েক সেকেন্ড পর ঘর্ঘর শব্দ করে খুলে গেল দরজা। রানাকে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল আলভী। এসি নিয়ে ভেতরে ঢোকার পর রানা দেখল জায়গাটা খুব বড়, থামল একটা লম্বা রোলসরয়েসের পাশে। এঞ্জিন বন্ধ করতেই শুনতে পেল গ্যারেজের দরজা ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করল কাপলান, ভাল পা-টা এসি থেকে বের করে মেঝেতে ফেলল।

'নিচে, বেসমেন্টে। মোয়াক্কাস আর আমি বয়ে নিয়ে আসছি।'

যে লোকটা গ্যারেজের দরজা খুলেছে তাকে মাংসের পাহাড় বললেই হয়, মাথাটা প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালবশত জন্মসূত্রেই মুকুট আকৃতির। ঢাকনি তোলার জন্যে ঝুঁকে লোহার একটা আঙটা ধরল সে, দেখে মনে হলো ঢাকনির নিচটা সম্ভবত ইন্সপেকশন পিট। একটু পর দেখা গেল তা নয়, এক প্রস্থ সিঁড়ি; নেমে গেছে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে। ইঙ্গিতে মাংসের ডিপোটাকে সামনে থাকতে বলল আলভী, তার পিছু নিয়ে সে-ও অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানা ড্রাইভিং সিট ছেড়ে নড়েনি। পরিবেশটা এমন লাগছে, যেন হঠাৎ যে-কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। এসির সাইডল্যাম্পের অস্পষ্ট আভা আর কংক্রিটের মেঝেতে দৃশ্যমান চৌকো ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা আলোর শ্যাফট ছাড়া গ্যারেজটা অন্ধকার। দরজাটা প্রায় নিশ্ছিদ্র, রাস্তায় যানবাহনের মিছিল থাকলেও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অতি ক্ষীণ। পিছনের সিটে অটল

পাথুরে মূর্তির মত তাজিনের বসে থাকা সম্পর্কে রানা সচেতন, মিররে তার মুখ এখন শুধু কালো অন্ধকার ক্যানভাসের ওপর সাদাটে একটা ছোপ বা প্রলেপ। ক্রাচে ভর দিয়ে এসির পাশে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাপলান, তার হাবভাবে সন্দিগ্ধ সতর্কতা। ঘন ঘন মাথা ঘুরিয়ে গ্যারেজের প্রতিটি ছায়া এক চোখের কঠিন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে সে, যেন ভয় পাচ্ছে মুখোশ পরা ছায়ামূর্তিরা লাফিয়ে পড়বে তার ঘাড়ে।

তারপর সিঁড়িটার ধাপে পায়ের আওয়াজ হলো। ভারী একটা বোঝা টেনে তোলার সময় এভাবেই হাঁস-ফাঁস করে মানুষ, গোঙানো আর ফোঁপানোর মত শব্দ শুনে ভাবল রানা। চৌকো ফাঁকটায় প্রথমে আলভীর মাথা দেখা গেল, ওপর দিকে তির্যকভাবে তাক করা আলোয় পরিষ্কার চেনা গেল সেটা। কপালে খুদে মুক্তোদানার মত ঘাম দেখা যাচ্ছে। তারপর আলোয় উদ্ভাসিত হলো মুকুটটা। দু'জন মিলে যেটা ওরা তুলে আনছে সেটা যে অসম্ভব ভারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, দু'জনেই যেভাবে কুঁজো হয়ে আছে। জিনিসটা যত্ন করে তৈরি একটু লম্বাটে কাঠের একটা বাক্স। রানা আন্দাজ করল দু'ফুটের মত উঁচু হবে।

বাক্সটা যখন মেঝেতে তুলে আনছে, ওদের দু'জনের ছায়া আকারে বিশাল আর আকৃতিতে বিদঘুটে হয়ে গ্যারেজের ছাদে নড়াচড়া শুরু করল। দৃশ্যটায় এমন ভৌতিক গা ছমছমে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেন মনে হচ্ছে মিশরীয় ফেরাউনের সমাধি থেকে চোরেরা গুপ্তধন সরাচ্ছে। সম্ভবত এই অবাস্তব কল্পনার প্রতিক্রিয়াই এরপর যা ঘটল তার পুরো তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বাধা দিল রানাকে।

ঘটনাটা ঘটতে লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড, ওর স্মৃতিতে রয়ে গেল শুধু কিছু শব্দ আর ছায়া: ছাল ওঠা কংক্রিটে বাক্সের কর্কশ ঘষা খাওয়া, চৌকো ফাঁকটায় দৈত্যাকার লোকটার কাঁধ উঠে

আসার সময় তার নত করা মাথা, অকস্মাৎ শুরু হওয়া আলভীর ক্ষিপ্র তৎপরতা, হাতের কিনারা দিয়ে মারা কোপ, উঠতে শুরু করা লোকটার ঘাড়ে লাগা আঘাতটার শব্দ, গোঙানি, গোড়া কাটা মহীরুহের মত কাত হয়ে তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাবার সময় ভারী ধপ্-ধপ্ আওয়াজ। সবশেষে শোনা গেল প্রতিধ্বনি তোলা কর্কশ শব্দটা, কংক্রিটের ঢাকনি চৌকো ফাঁকটা ঢেকে দেয়ার সময়। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল গ্যারেজ।

কয়েক সেকেন্ড কোন শব্দ নেই।

তারপর কাপলানের গলা শোনা গেল। 'রানা, আলোটা জ্বালবে?'

হেডল্যাম্প জ্বালল রানা। আলভীর দিকে হাঁটতে দেখা গেল কাপলানকে। আলভী বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কিনারা ডলছে।

'তোমার এই কীর্তিটা কোন্ উপকারে আসবে?'

'সিকিউরিটির।' বাক্সটা বয়ে নিয়ে আসায় এখনও হাঁপাচ্ছে আলভী। 'এখানকার কেউ একজন বড় বেশি বকবক করছিল।'

কাপলানের ভাল চোখটা আলভীকে পরীক্ষা করার সময় সরু হয়ে গেল। ওকে ওখানে কে কবে দেখতে পাবে তার ঠিক কী?'

'কালই ওর খোঁজ পড়বে। আর খোঁজার জায়গা তো ওই একটাই। ততক্ষণে জার্মানী থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। ঝুঁকি নেয়া আমাদের সাজে না। এসো, বাক্সটা ধরাধরি করে গাড়িতে তুলি।'

একটা ঘোরের মধ্যে থেকে এখনও ভাবছে স্বপ্ন দেখছে কি না, এসি থেকে বেরিয়ে এসে বুট খুলল রানা, কোলমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ইকুইপমেন্টগুলো এক পাশে সরিয়ে বাক্সটার জন্যে জায়গা তৈরি করছে। ল্যাঙড়া কাপলানের এক হাতের সাহায্য নিয়ে বাক্সটা আলভী প্রায় একাই বুটের ভেতর তুলে

ফেলল। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে। এতক্ষণে রানা লক্ষ করল বাক্সটার গায়ে এক ইঞ্চি চওড়া অনেকগুলো স্টীল-এর ফিতে ব পাত জড়ানো রয়েছে, ওয়াইন ব্যবসায়ীরা তাদের বোতল ভর্তি বাক্সে যেমন জড়ায়। বাক্সটার গায়ে টাইপ করা একটা তালিক সাঁটা।

'স্পেয়ার পার্টসের একটা ক্রেট,' শুকনো গলায় রানাকে বলল কাপলান। 'কাস্টমস অফিসাররা জানতে চাইতে পারে, তাই কী কী আছে তার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে।'

বুটের মাঝখানে বাক্সটা রাখার পর কোন রকমে অন্যান্য জিনিসের জায়গা হলো, তারমধ্যে প্যাসেঞ্জারদের ব্যক্তিগত লাগেজও আছে। বুটের ঢাকনি বন্ধ করার সময় রানা নিশ্চিতভাবে ধরে নিল এসির লাগেজ স্পেস-এর নির্দিষ্ট মাপ নিয়েই বাক্সটা তৈরি করা হয়েছে।

আলভী গ্যারেজের দরজা খুলতে চলে গেল। রানা উঠে বসল স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে। ইগনিশনে চাবি ঘোরাবার আগে সংক্ষিপ্ত ভায়োলেন্সের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেখবার জন্যে তাজিনের দিকে একবার তাকাল ও। তার চোখ-মুখের কোথাও এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। চারজনের মধ্যে যেন একা ওর নিজের মনেই সন্দেহ জেগেছে যে একটু আগে ওদের চোখের সামনে অন্যায় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। বেসমেন্টে এখন যদি কোন শব্দ হয়ও, ভারী ট্র্যাপ-ডোর সব চাপা দিয়ে রাখছে।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে বার্লিনকে পিছনে ফেলে আসতে সাড়ে আটটা বেজে গেল ওদের। শহরের ভেতর সাবধানে গাড়ি চালিয়েছে রানা, স্পীড লিমিটের চেয়ে দশ মাইলের বেশি তোলেনি।

সাড়ে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়ির ভেতর তেমন কোন কথা হয়নি। হাইওয়েতে একশো বিশ মাইল স্পীড তুলতে পারল রানা। সামনে রাইন নদী। ওদেরকে ফেরি পার হয়ে বন-এ

পৌঁছাতে হবে। তারপর বেলজিয়াম সীমান্ত।

ডকে ঢোকার মুখে, যেখান থেকে ক্রস-চ্যানেল ছাড়ে, দুটো পুলিস কার পার্ক করা রয়েছে। জেটির দিকে যাবার আগে প্রতিটি যানবাহন চেক করছে অফিসাররা।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল আলভী।

'কোন রকম উত্তেজনা নয়,' কাপলান সাবধান করে দিল। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

থেমে থেমে, শম্বুকগতিতে এগোল ওরা, চারজোড়া চোখ লক্ষ করছে পুলিস অফিসাররা কীভাবে সামনের গাড়িগুলো পরীক্ষা করছে, টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে আরোহীদের চেহারা। হাত তুলে কয়েকটা সুইচ অন করল রানা, ইলেকট্রিক উইন্ডোগুলোর কাঁচ নিচে নামল। এবার এসির পালা। ড্রাইভিং-মিররে রানা দেখল আলভী ঘামছে।

'ইভিনিং, সার,' জার্মান ভাষায় রানাকে বলল চেক-পয়েন্টের লীডার, একজন সার্জেন্ট। তিন প্যাসেঞ্জারের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। 'আপনারা সবাই একই পার্টি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা আপনাদের বুটটা পরীক্ষা করতে পারি, প্লিজ?'

এঞ্জিন বন্ধ করে চাবির গোছাটা বের করে নিল রানা।

'আমি দেখাচ্ছি,' শান্ত গলায় বলে গোছাটা নিজের হাতে নিল কাপলান। গাড়ি থেকে প্রথমে বেরুল ক্রাচ, তারপর একমাত্র পা, শেষে শরীর; সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে নিরীহ ভালমানুষের হাসি হাসছে। বুটের তালায় চাবি ঢোকাল। 'ভেতরটা একটু আগোছাল হয়ে আছে,' বলে ঢাকনি তুলল। 'মাউন্ট অলিম্পাস র‍্যালির সঙ্গে রয়েছি আমরা। মেইনটেন্যান্স ক্রু, সার্জেন্ট।'

'ও, তাই?' টর্চের আলো ফেলে বুটের ভেতরটা দেখছে সার্জেন্ট, একটু ঝুঁকে বাক্সের গায়ে সাঁটা টাইপ করা কাগজটা পড়ল। 'সব ঠিক আছে, সার। ধন্যবাদ।'

বুটের ঢাকনি বন্ধ করে তালা লাগাল কাপলান। 'এখানে আসলে কী ঘটছে বলুন তো?' তার শরীরে ইরাকী রক্ত বইলেও, জার্মান তার প্রথম ভাষা।

'পলাতক কয়েদীর কথা শোনেননি? ওই যে, নরাধম উলরিখ ডুয়েট। কী পয়েন্টগুলোয় নজর রাখছি আমরা। সন্দেহ করা হচ্ছে দেশ ছেড়ে পালাবে সে।'

'উলরিখ ডুয়েট?' কাপলান যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কিন্তু আমি তো শুনেছি জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে পটল তুলেছে সে।'

'ওটা তো বাসী খবর, সার। ধারণা করা হচ্ছে ডুয়েট কোন মেডিসিনের সাহায্যে মরার অভিনয় করছিল। হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে। সবার সন্দেহ তিনি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।'

'তাই যদি ঘটে থাকে, এত বড় একজন ক্রিমিন্যাল এখনও ধরা না পড়াটা সত্যি খুব ভয়ের কথা।'

'না-না, ভয় পাবেন না, সার!' আশ্বস্ত করল সার্জেন্ট। 'ধরা তাকে পড়তেই হবে। অন্তত এই ক্রিমিন্যালকে আমরা পালিয়ে যেতে দেব না। সে যেখানেই যাবে, নিষ্পাপ শিশুকন্যাদের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না।'

'ধরুন ব্যাটাকে। তারপর মেরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে সেলে ভরে রাখুন।' ক্রাচের শব্দ তুলে এসির পাশে চলে এলো কাপলান। 'ধন্যবাদ। সার্জেন্ট,' বলে রানার পাশে বসে ভাঁজ করল ক্রাচটা।

খানিক সামনে কাগজ-পত্র ইত্যাদি চেক করা হলো। ফেরিতে ওঠার পর কাপলান রানাকে জানাল, আড়াআড়ি নদীপথ ধরে বন-এ পৌঁছাতে চার ঘণ্টা লাগবে ওদের। আলভী ওদেরকে জানাল, এই চারঘণ্টা গাড়ি ছেড়ে নড়বে না সে। কথাটা শুনে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না কাপলান। ওরা তিনজন প্যাসেঞ্জার ডেকে বেরিয়ে এলো।

সরু সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার সময় পিছন থেকে তাজিনের দেহসৌষ্ঠবের নজরকাড়া তরঙ্গ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না রানা। আপার ডেকে মেয়েটা ভিড়ের ভেতর দিয়ে নিজের পথ করে নিল এক ধরনের দৃঢ় কর্তৃত্বের সঙ্গে, এত সব লোকজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সে যেন তেমন সচেতন নয়।

বার-এর এক কোণে তিনটে সিট খালি পেল ওরা। পুলিস সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলবার পর থেকে একদম চুপচাপ কাপলান, অর্ডার দিল ডাবল হুইস্কি। কফি হবে কিনা জানতে চাইল তাজিন, তার ইংরেজি ওয়েটার ভাল করে বুঝতে পারছে না দেখে কাপলান দোভাষীর ভূমিকা পালন করল। রানাকে গাড়ি চালাতে হবে, তাই সে-ও কফি নিল।

নিজের সিটে হেলান দিল তাজিন, ভাবটা যেন দু'জন সঙ্গীর সান্নিধ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। বার-এর উপস্থিত প্রতিটি পুরুষের দৃষ্টি তার দিকে ফিরে ফিরে আসছে, তবে কারও মাইলখানেকের মধ্যেও থাকল না সে যে চোখাচোখি হবে।

কফি পৌঁছাতে নিজের কাপটা ধরে একটু উঁচু করল রানা তাজিনকে নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায়। 'ওয়েল, হ্যাপী ল্যান্ডিংস।'

নিজের কাপে চুমুক দেয়া ছাড়া তাজিনের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো কাপলানের, ভাল চোখটা একবার বন্ধ করে কী ইঙ্গিত করতে চাইল সে-ই জানে। রানা তাকে বলল, 'ফেরি ঘাটে ভিড়বে পাঁচটার দিকে। নিচে গিয়ে দেখি ঘুমোবার জন্যে কোন বার্থ পাই কিনা।'

'ঠিক আছে,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো কাপলান, রানা তার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে ভেবে ভারী খুশি। 'তুমি যাও, আমি তাজিনকে দেখে রাখব।'

ফেরি পারাপারের সময় কাপলান যাই করে থাকুক, যে প্রস্তাবই

দিক, পরিষ্কার বোঝা গেল সে-সব তাজিনের অনুমোদন পায়নি। লাউডস্পীকারে যখন ঘোষণা করা হলো প্যাসেঞ্জাররা এবার যে-যার গাড়িতে ফিরতে পারে, দেখা গেল দু'জনের সম্পর্ক যেন বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কাপলানকে মনে হলো তিরস্কৃত, নিজেকে নিয়ে কিছুটা লজ্জিতও। একটানা চার ঘণ্টা গাড়ি ছেড়ে নড়েনি আলভী, আড়ষ্ট একটা যান্ত্রিক পুতুলের মত বসে থাকল সে। কাপলানের সঙ্গে সময়ের হিসেব করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, এখুনি টয়লেটে না গিয়ে অপেক্ষা করবে সে, কারণ ভোর হবার আগেই বেলজিয়াম সীমান্ত পেরুতে হলে সময়ের অপচয় করা চলে না। ফেরি থেকে নেমে এলো এসি, প্রথম লেন ধরে ছুটল সীমান্তের দিকে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় জার্মান সিকিউরিটি আর কাস্টমস অফিসারদের হাবভাব একটু ঢিলেঢালাই মনে হলো রানার। চোখে ঘুমই হয়তো কারণ। তারা এসির প্যাসেঞ্জারদের ওপর চোখ বুলাল, পাসপোর্টও দেখল, তবে কোন প্রশ্ন করল না। গাড়িটাও সার্চ করল না। রানার একটু সন্দেহ হলো, জার্মানরা কি চাইছে ডুয়েট সীমান্ত পেরিয়ে বেলজিয়ামে পালাতে পারলে পালাক? আপদ বিদায় হলেই বরং তারা খুশি হয়?

এদিকের কাজ তিন-চার মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল, ফলে ইচ্ছে থাকলেও টয়লেটে যাওয়া হলো না আলভীর। আর ওদিকে, বেলজিয়ামে পৌঁছে দেখা গেল পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্য রকম। চারদিক এখনও অন্ধকার, হালকা কুয়াশার ভেতর হেলমেট পরা সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আড়ষ্ট আর উদ্বিগ্ন ভাব চাপা থাকছে না। রানার মনে হলো, এদের কাছে সম্ভবত খবর আছে উলরিখ ডুয়েট সীমান্ত পেরিয়ে বেলজিয়ামে ঢুকে পড়তে পারে।

এসির বিলাসবহুল চেহারা কাস্টমস অফিসারদের সন্দেহ যেন আরও বাড়িয়ে দিল। রক্ষীদের অনুমতি নিয়ে টয়লেট ব্যবহার

করতে গেছে আলভী। গেছে তো গেছেই, তার আর ফেরার নাম নেই। বাকি তিনজনকে সাদা কাপড় পরা এক লোক গাড়ি থেকে নামাল। ওদেরকে নয়, গাড়ির ভেতরটা সার্চ করছে সে।

'আলভীটা গেল কোথায়?' রাগে বেসুরো হয়ে গেল কাপলানের গলার স্বর। 'এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কেটে পড়তে চাই আমি।' বেলজিয়ান কাস্টমসের লোকটার কাঁধে টোকা দিল সে। 'আমরা এবার গাড়িতে উঠতে পারি, জনাব? এখানে খুব ঠাণ্ডা লাগছে।'

পাঁচ

কাজটা কাপলান ভাল করেনি। কাস্টমসের লোকটা গাড়ির ভেতর থেকে মাথা বের করে সিধে হলো, ঘুরল, কাপলানের দিকে কটমট করে তাকাল। 'না, এখুনি নয়,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সে। 'তার আগে বুটটা খুলুন, প্লিজ।'

বুট খুলে মুখস্থ করা বুলির মত মাউন্ট অলিম্পাস র‍্যালির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথাটা ব্যাখ্যা করল কাপলান।

'কিন্তু র‍্যালির সব গাড়ি তো সাত-আট ঘণ্টা আগেই পার হয়ে গেল।'

'জানি। আমরা মেইনটেন্যান্স ক্রু, তাই স্পেয়ার পার্টস নিয়ে পিছনে থাকছি, যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে সাহায্য করব।'

'আপনাদের এই বাক্সে স্পেয়ার পার্টস আছে?'

'হ্যাঁ। তাকিয়ে দেখুন না, গায়ে একটা তালিকাও সাঁটা আছে।'

'স্পেয়ার পার্টসগুলো আমি তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই। দয়া করে বাক্সটা আপনি বের করবেন?'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে? জিনিসটা আসলে বেশ ভারী।'

'কিন্তু আপনারা তো তিনজন, তাই না?' লোকটা বলল, চোখ-ধাঁধানো রূপ আর স্মার্ট ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাজিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল চট করে।

কাপলান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে দেখে মনে হলো কাস্টমস্ কর্মচারীর নির্দেশ অমান্য করার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

'কী হলো, কাপলান?' সামনে বাড়ল রানা। 'ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলো।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাপলান। 'আমি একটা পঙ্গু মানুষ। ভারী কোন জিনিস ছোঁয়াই আমার নিষেধ।' লোকটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'চীফ কাস্টমস্ অফিসার কোথায়?'

ঠিক এই সময় তাজিন হঠাৎ যেন বুঝতে পারল কী ঘটছে। দ্রুত সামনে এগোল সে। 'আমি সাহায্য করব,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল। 'এসো, দু'জন মিলে কাজটা করি।'

'তোমার জন্যে অত্যন্ত ভারী জিনিসটা...' শুরু করল রানা।

সরাসরি ওর চোখে তাকাল তাজিন। পরিচয়ের পর এবারই প্রথম এভাবে তাকাল সে। তার দৃষ্টির মধ্যে একাধারে কর্তৃত্ব আর অনুরোধ দেখতে পেয়ে নিজের আপত্তি প্রত্যাহার করে নিল রানা। দেখল তাজিন এরইমধ্যে বাক্সের নিচের কিনারার ভেতর সযত্নে ম্যানিকিওর করা আঙুলের নখ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

রানা অপর দিকটা ধরল, তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাক্সটা ধীরে ধীরে ওপরে তুলল যতক্ষণ না বুটের কিনারায় তলাটা ঠেকাতে পারল। জেদ আর গোয়ার্তুমির ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

লোকটা, তবে চেহারায় সামান্য একটু লজ্জার ছায়াও পড়েছে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার তুমি কি নিচে নামাতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল তাজিন, দাঁতে দাঁত চেপে দু'জন মিলে বুটের কিনারা থেকে বাক্সটা তুলে ফেলল। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, এই ভার সহ্য করবার শক্তি তাজিনের নেই। চেষ্টা করল, কিন্তু শেষমুহূর্তে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে-অসম্ভব ভারী বাক্সটা সরাসরি তার পায়ের ওপর পড়ে গেল।

আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল তাজিন, সিধে হলো, ব্যথায় নীল হয়ে উঠল ফর্সা মুখ। তারপর, কেউ তার নাগাল পাবার আগেই, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল তার, ঢলে পড়ল মাটিতে। লাফ দিয়ে এগোল রানা, কিন্তু ধরতে পারল না। নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে কাস্টমসের লোকটার দিকে তাকাল কাপলান। আর ঠিক এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো আলভী।

'কী হলো? কী হলো? তাজিনের কী হয়েছে?'

'এই ভদ্রলোক,' প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করছে কাপলান, 'বুট থেকে স্পেয়ার পার্টসের বাক্সটা বের করতে বাধ্য করেছেন আমাদের। ওটা তাজিনের পায়ের ওপর পড়ে গেছে। আমার ধারণা সিরিয়াস চোট পেয়েছে ও।'

কাস্টমসের লোকটাকে ভাল করে একবার দেখে নিল আলভী। তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় শুরু করল। আর ফ্রেঞ্চ বিশুদ্ধ, অনর্গল। কণ্ঠস্বর শান্ত, মার্জিত। শব্দগুলো ধারাল অভিযোগের বিরতিহীন প্রবাহ হয়ে বেচারা বেলজিয়ানকে কাত করে ফেলছে, কুঁকড়ে ছোট করে দিচ্ছে। ভ্রমণবিলাসীদের ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল, স্থির হয়ে থাকা অপরূপ সুন্দরী তাজিন আর অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে পালা করে তাকাচ্ছে তারা। রানার কোলের ওপর মাথা, তাজিনের মুখ প্রচণ্ড ব্যথায় এখনও নীল।

আলভীর বক্তৃতায় উপস্থিত লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে দু'জন বেলজিয়ান পোর্টার ধরাধরি করে বাক্সটা তুলে বুটের ভেতর সাবধানে নামিয়ে রাখল। রানার কোলের ওপর তাজিনের মাথা একটু নড়ল, তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। ইতোমধ্যে কেউ একজন চীফ কাস্টমস অফিসারকে খবর দিয়েছিল, তিনি পৌঁছাতেই উপস্থিত জনতা নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করল। ব্যাপারটা এখন শুধু অফিশিয়াল থাকল না, দর্শকদের গণতন্ত্র চর্চার একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াল–গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রায়ই যেটা ঘটতে দেখা যায়। মতামত নিতে গিয়ে চীফ কাস্টমস্ অফিসার দেখলেন, মেয়েটা আহত হওয়ায় উপস্থিত সবাই একবাক্যে কর্মচারীটিকে দায়ী করছে। লোকটার নির্বাক আচরণ প্রমাণ করল যে সে-ও নিজেকে অপরাধী বলে মেনে নিচ্ছে।

এরপর অ্যামবুলেন্স, ডাক্তার, হাসপাতাল ইত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হতে শুনে কাপলান বুঝতে পারল এই ধারার চিন্তা-ভাবনাকে বেশি বাড়তে দেয়া ঠিক হবে না। 'মঁশিয়ে তো শুধু তাঁর কর্তব্য পালন করছিলেন,' চীফ কাস্টমস অফিসারকে বলল সে। 'আনাড়িপনার জন্যে দায়ী আমরাই। যা সাধারণত ঘটে আর কী, দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝি। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমরা মাদমোয়াজেলকে তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি।'

কাস্টমস কর্মকর্তা ইতস্তত করছেন। অধস্তন কর্মচারীর দিকে তাকালেন তিনি, তাকালেন অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকা অসন্তুষ্ট ভিড়টার দিকে, সবশেষে চোখ রাখলেন তাজিনের দিকে–এই মুহূর্তে রানার ভাঁজ করা দুই হাতের মাঝখানে রয়েছে সে, শরীরটা অলস ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে। এত সব দেখে সিদ্ধান্ত সূচক কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, কাঠের বাক্সে চক দিয়ে আঁক কাটলেন, তারপর ঘুরে নিজের অফিসে ফিরে গেলেন।

'দারুণ দেখিয়েছ, তাজিন, দারুণ!' কাস্টমস পিছনে ফেলে মেইন রোডে উঠে এলো এসি, পিছনদিকে তাকিয়ে কথাটা বলল কাপলান। 'তোমার কি সত্যি ডাক্তারখানায় যাবার দরকার আছে?'

'আমার কিছু হয়নি,' জবাব দিল তাজিন। 'ওটা অভিনয় ছিল।'

আয়নার দিকে তাকাল রানা, মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে তাজিনের চোখে চোখ রাখার সুযোগ পেল। এখনও মেয়েটার অস্তিত্ব ও ভার অনুভব করতে পারছে ও, মাটি থেকে দু'হাতে তুলে নেয়ার পর ওর বুকে মোচড় খাচ্ছিল দেহটা। আর ওই বাক্সটা–ছুঁতেই ঠাণ্ডা ছ্যাকা খেয়েছে। ইস্পাতের পাতগুলোয় বিন্দু বিন্দু পানি জমে থাকতে দেখেছে ও, কোল্ড ড্রিঙ্ক ভর্তি গ্লাসে যেমন দেখা যায়।

সীমান্ত থেকে ব্রাসেলস্ ইফাইভ অটোস্ট্রাডে হলো পুরোদস্তুর দুই প্রস্থ মোটর হাইওয়ে। এই পথের দু'পাশে সাধারণত খেত-খামার আর ঘন বনভূমি দেখা গেলেও, আজ সকালে মনে হলো ওরা যেন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে, কুয়াশার ভেতর ফগ-ল্যাম্প-এর বীম দিয়ে তৈরি। দৃষ্টিসীমা এক থেকে দুশো গজের মধ্যে। এসির স্পীড ঘণ্টায় নব্বুই মাইল নিরাপদ মনে করছে রানা, সামনে অন্য কোন গাড়ির টেইল ল্যাম্প দেখতে পেলে ব্রেক করার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে।

'আমরা মাউন্ট অলিম্পাস র‍্যালিকে অনুসরণ করছি,' রানাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুরে বলল কাপলান। 'সেজন্যেই জার্মানী থেকে সরাসরি অস্ট্রিয়ায় ঢোকার সুযোগ থাকলেও সেটা আমরা নিইনি। এরপর ফ্রান্স আর সুইটজারল্যান্ডে যাব আমরা, তারপর অস্ট্রিয়া।'

'ইউরোপের প্রায় সব হাইওয়েই আমার চেনা,' বলল রানা। 'তবে শর্টকাট ধরতে হলে ম্যাপের সাহায্য দরকার হবে।'

অকস্মাৎ 'রাস্তা বন্ধ' লেখা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে

বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে মিড্‌ল লেন-এ চলে এলো রানা, পরমুহূর্তে সামনে বাধা হিসেবে পেল ছোট একটা ট্রাক, নোংরা আর ঝাপসা টেইল-লাইটসহ। কষে ব্রেক করল ও। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে লেগে থেঁতো হয়ে যাবার ঠিক এক সেকেন্ড আগে দু'হাত তুলে মুখটা ঢাকতে পারল কাপলান। আলভী সামনের সিটের ওপর দিয়ে উড়ে প্রায় কাপলানের ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সেফটি হারনেস শক্ত করে আটকে রেখেছে রানাকে, অনুভব করল তাজিনের হাত দুটো আঘাত করল ওর দুই কাঁধে, কানের পাশে শুনতে পেল কামড়ে ধরা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা ব্যথায় কাতর বিস্ময়ধ্বনি।

ট্রাকটাকে নিরাপদে পাশ কাটিয়ে এলো রানা, কিন্তু স্পীড আর বাড়াল না; বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। 'এবার আশা করি বুঝতে পারছ কেন বলেছিলাম সিট-বেল্ট দরকার,' কাপলানকে বলল ও।

'হুম!' কাপলান গম্ভীর, বিরক্ত। 'এই কুয়াশা আমাদেরকে ডোবাবে। এরই মধ্যে আমরা শেডিউলের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছি।'

'সাড়ে ছ'টা বাজে,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'সীমান্ত পার হবার পর প্যারিস, তারপর সুইটজারল্যান্ডের বার্ন পর্যন্ত যেতে অন্তত বারোশো কিলোমিটার মেইন হাইওয়ে ফাঁকা পাব, আশা করা যায় রোদ উঠলে কুয়াশাও থাকবে না।'

রানার মত কাপলানও জানে, ওরা একটা মোটরওয়ের জগতে প্রবেশ করেছে–অটোস্ট্রাডে, অটোরুট, অটোপুট, অটোস্ট্রাডা, অটোবান–যেখানে আট হাজার মাইল ডিউয়াল অর্থাৎ পরস্পর সঙ্গী একজোড়া ক্যারিজওয়ে ধু-ধু খোলা প্রান্তর, বিশাল বনভূমি, আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী, ছোটবড় অসংখ্য নদী আর সুগভীর গিরিখাদ দিয়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাবে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে।

সত্তর মাইল স্পীডে বেলজিয়াম-ফ্রান্স সীমান্তে পৌঁছাল ওরা।

এখানে কাস্টমস চেকিং স্রেফ নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। ওদের তিনজনের কাছে জার্মান পাসপোর্ট রয়েছে, রানার সঙ্গে রয়েছে ব্রিটিশ: ভিসা ছাড়াই ইউরোপের যে-কোন দেশে ঢুকতে কারও কোন সমস্যা নেই।

প্যারিসে পৌঁছে রোদের দেখা পাওয়া গেল। সকাল সাড়ে আটটা। এসিকে পাগলা ঘোড়া বানিয়ে ছাড়ল রানা। চারশো কিলোমিটার ছুটে আসার পর তাজিনের অনুরোধে ছোট এক ফ্রেঞ্চ শহরে যাত্রাবিরতি। দুটো রেস্তোরাঁ, একটা পার্ক, কয়েকটা ফিলিং স্টেশন, দু'তিনটে দোকান-ব্যস। একটা পেট্রল পাম্পে ঢুকে থামল রানা। চাবি ঘুরিয়ে ইগনিশন অফ করল, সেফটি-বেল্টের ক্লিপ খুলল, অ্যাটেনড্যান্টকে সঙ্কেত দিল ট্যাংকটা ভরে দিতে। তারপর ওর রহস্যময় আরোহীদ্বয় এবং আরোহিণীকে বলল, 'সময় মাত্র দশ মিনিট। রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসো তোমরা। ট্যাংক ভরা শেষ হলে আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

'মাত্র দশ মিনিট,' নিচু গলায় অভিযোগ করল আলভী। 'খুব কম সময় হয়ে গেল।'

'দশ মিনিট মানে ষোলো মাইল রাস্তা,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'প্রতি এক মিনিট থামার মানে আমার গড় কমে যাওয়া।'

আলভী আর কাপলান গাড়ি থেকে নামছে, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা–শরীরের সমস্ত জয়েন্ট আর পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সিধে হয়ে দাঁড়াতে রীতিমত কাতরাতে হলো ব্যথায়। দুজনকেই দোমড়ানো-মোচড়ানো পুতুল মনে হচ্ছে। ট্রাউজার ঘামে ভিজে পায়ের পিছনে সেঁটে থাকায় হাঁটতেও কষ্ট পাচ্ছে।

ট্যাংক অর্ধেক মাত্র খালি হয়েছে। সাদা, পরিচ্ছন্ন ওভারঅল পরা কয়েকজন ফরাসী দ্রুত যত্ন নিল এসির। উইন্ডস্ক্রীন থেকে পোকা-মাকড়, গাছের পাতা, ধুলো-বালি পরিষ্কার করল একজন। আরেকজন চাকা থেকে কাদা পরিষ্কার করল, কাঁচ মুছল ফগল্যাম্প আর হেডল্যাম্পের। নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল

রানা, তারপর চাকার টেমপারেচার পরীক্ষা করে ধীর পায়ে ঢুকল অফিসে। কত হয়েছে জেনে নিয়ে বিল মেটাল, পরে চেয়ে নেবে কাপলানের কাছ থেকে। বাথরূমে ঢোকার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে স্যাঁৎ করে সেঁধোল ফোন বুদে।

রানার ধারণা ছিল কাছাকাছি, অর্থাৎ সুইটজারল্যান্ডে আছে সোহেল। কিন্তু বার্নে তাকে না পেয়ে আবার ডায়াল করল বসের দেয়া নম্বরে। এটা গ্রিসের নম্বর।

বোঝা গেল রানার ফোন পাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সোহেল। সে এতই ব্যস্ত যে কুশল বিনিময়েও আগ্রহ দেখাল না। বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা তাকে নির্দেশ দিয়েছে জরুরী কয়েকটা তথ্য রানাকে জানাতে হবে, সে সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে গেল। সব ঠিকমত মনে না-ও থাকতে পারে, তাই কয়েকটা জায়গা আর প্রতিষ্ঠানের নাম দ্বিতীয়বার জানতে চাইল রানা। সবশেষে আরেকবার জেনে নিল, এই নম্বরে কখন তাকে পাওয়া যাবে। তবে এই সড়ক অভিযানের উদ্দেশ্য, বাক্স রহস্য, আরোহীরা কে কার প্রতিনিধিত্ব করছে ইত্যাদি প্রতিটি প্রসঙ্গে সোহেল ওকে পুরোপুরি হতাশ করল; সে নাকি সত্যি কিছু জানে না। তারপর রানাকে অবাক করে দিয়ে একজন গ্রিক মুসলমান এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করল। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক এসির বুটে রাখা বাক্সটা সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে গেলেন।

বাথরূম সেরে গাড়ির কাছে ফিরে এসে রানা দেখল নিজের দিকের দরজা খুলে নিচে পা ফেলেছে তাজিন। বাম দিকে ফিরে ড্রাইভিং সিটে বসল রানা, পা দুটো বাইরে। সামনে একটু ঝুঁকে দেখল তাজিন তার চকচকে কালো লেদার বুট দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে কংক্রিটের স্পর্শ নিতে চেষ্টা করছে।

'আমি বোধহয় দাঁড়াতে পারব না,' বলল সে।

'শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে বুঝি? এরকম হয়। আরও নাহয়

ক'মিনিট পর রওনা হব আমরা, তুমি সময় নিয়ে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করো।'

'না। সমস্যা শুধু আমার পায়ে। যেখানে বাক্সটা পড়েছিল।'

ঝট করে মুখ তুলল রানা। তাজিনকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, নিচের ঠোঁট কামড়ে সহ্য করছে ব্যথাটা।

'কষ্ট পাচ্ছ তা আগে জানাওনি কেন?'

'দপ্-দপ্ করছিল, ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে কমে যাবে। কিন্তু নিচে পা ফেলতে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যথা লাগছে...পা বোধহয় ফুলেও গেছে। খুব আঁটো লাগছে বুট।'

'কাপলান,' জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকল রানা। 'এদিকে সমস্যা হয়েছে।'

সার্ভিসিং শেষ হতে রেস্তোরাঁর সামনে পার্কিং স্পেসে চলে এলো রানা গাড়ি নিয়ে। গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করা হলো তাজিনকে, কাপলান আর আলভীর কাঁধে ভর দিয়ে টেরেসে উঠে এসে ছাতার নিচে টেবিলে বসল। টেরেস পর্যন্ত ওয়েটার আসবে না, স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে যেতে হলো আলভীকে। এই ফাঁকে তাজিনের পা নিয়ে আলাপ করল ওরা। রানা বলল, 'বুটটা খুলে পাটা একবার দেখতে হবে।'

পায়ের চারপাশে বুটটা এতই আঁট হয়ে গেছে, রানা সাবধানে খুলতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল তাজিন।

'একমাত্র সমাধান হলো কেটে ফেলা,' বলল কাপলান। 'তোমার সঙ্গে ছুরি-টুরি আছে কিছু?'

'গাড়ির পেছনে একটা বাক্সে এটা-সেটা অনেক কিছু আছে, ওটায় পাবে।'

ধীরে ধীরে, সাবধানে একটা দিক কেটে ফুলে ওঠা পা থেকে পালিস করা বুট বের করে আনল রানা। 'ভেতরটা রক্তে ভরা!' তাজিনের দিকে চোখ তুলল ও, দৃষ্টিতে অভিযোগ। এভাবে মুখ বুজে সহ্য করা একদম উচিত হয়নি।'

এখন ভাল লাগছে, বুটটা খুলে নেয়ায়।'

'একটা ফার্স্ট-এইড কিট আছে না? দাঁড়াও নিয়ে আসি।' দ্রুত আবার টেরেস থেকে নেমে গেল কাপলান।

তাজিনের ট্রাউজারের পা গুটিয়ে মোজাটা টেনে খুলতে চেষ্টা করল রানা।

'এভাবে হবে না,' বলল তাজিন, রানার আনাড়িপনা লক্ষ করে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটে। 'ওগুলো টাইটস্। কেটে ফেলো, আমি কিছু মনে করব না।'

একজন তরুণীর পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে নাইলন স্টকিংটা কেটে ধীরে ধীরে পা থেকে খুলে আনল রানা। তাজিনের পায়ের ওপর আঙুল থেকে দু'ইঞ্চি ওপরে বড়সড় একটা ক্ষত দেখা গেল, ছেঁড়া শিরা থেকে এখন আবার নতুন করে রক্ত বেরুচ্ছে।

'একজন ডাক্তারকে না দেখালেই নয়,' বলল রানা। 'এটা বোধহয় সেলাই করতে হবে।'

মাথা নাড়ল তাজিন। 'তার কোন দরকার নেই। ডিজইনফেকট্যান্ট ব্যবহার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেই সেরে যাবে। তোমার ফার্স্ট-এইড কিটে কী আছে দেখতে পারি, প্লিজ?'

ট্রেতে করে স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে এলো আলভী। তখনি আবার তাকে ভিক্ষা, ধার বা চুরি করে আনতে পাঠানো হলো গরম এক গামলা পানি আর একটা তোয়ালে। তাজিনের নির্দেশনায় রানা আর কাপলান ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার করল। ডিজইনফেকট্যান্ট ব্যবহার করতে রানা ইতস্তত করছে দেখে বোতলটা নিয়ে তাজিন নিজেই ক্ষতের ওপর ঢালল, ঠোঁট কামড়ে সহ্য করল জ্বালাটা। ড্রেসিং-এর পর ব্যান্ডেজ করছে রানা, প্রয়োজন না থাকলেও দু'একটা পরামর্শ দিল তাজিন।

'এ-সব ব্যাপারে তোমার দেখা যাচ্ছে ভালই অভিজ্ঞতা আছে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। আমার ট্রেনিং নেয়া আছে।'

সব মিলিয়ে এখানে আধঘণ্টা অপচয় হলো ওদের। বার্ন এখনও দুশো আশি কিলোমিটার, অর্থাৎ একশো চুয়াত্তর মাইল দূরে। রানার জেদ, এই দূরত্ব দেড় ঘণ্টায় পার হবে। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে স্পীড তুলল ঘণ্টায় দুশো বিশ কিলোমিটার।

সূর্য আরও উঠে আসায় গাড়ির ভেতরটা এক সময় গরম হয়ে উঠল।

'তোমার পা এখন কেমন, তাজিন?'

'আগের চেয়ে ভাল, বেশ আরাম লাগছে। ধন্যবাদ।'

ছোট্ট সঙ্কটটা রানা আর কাপলানের কাছ থেকে তাজিনের দূরত্ব অনেকটাই কমাতে সাহায্য করেছে, কিন্তু তারপরও মৃদু একটা অনুভূতি যেন ইঙ্গিত করছে দল আসলে এখনও সেই দুটোই। একটা সামনে, একটা পিছনে।

'তুমি চাও আমি কিছুক্ষণ চালাই?' জিজ্ঞেস করল কাপলান।

'ধন্যবাদ, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। গড় একটু ওপরে না তুলে হুইল ছাড়ছি না।' কাপলানের দিকে চট করে একবার তাকাল রানা। 'এক পা দিয়ে গাড়ি চালাতে তোমার সমস্যা হয় না?'

হাসল কাপলান। 'ক্রাচটাকে কী মনে করো তুমি? এটা আমার এমন একটা পা, হাত দিয়ে অপারেট করতে পারি–ফলে তোমাদের পায়ের চেয়ে এটার দক্ষতা অনেক বেশি, বিলিভ মি।'

সীমান্ত দেড়শো মাইল দূরে থাকতে দুর্ঘটনাটা দেখতে পেল ওরা। ঘটনাটা ওদের আধমাইল সামনের রাস্তায় ঘটল। উল্টোদিক থেকে আসা একটা গাড়ির চাকা খুলে গেল, ধাক্কা খেলো জোড়া ক্যারিজওয়েকে আলাদা করা ব্যারিয়ারে, ফুটবলের মত ছিটকে এসে পড়ল দ্রুতগতি একটা ওপেল র‍্যালি ক্যাডেট-এর সামনে। ওপেলের ড্রাইভার ওটাকে এড়াতে গিয়ে ধাক্কা মারল একটা ফোক্সওয়াগেনকে–ওটাকে সে ওভারটেক করতে যাচ্ছিল।

ওপেল আর ফোক্সওয়াগেন নিয়ন্ত্রণবিহীন হড়কাতে শুরু করল। ওপেলের গতি ঘণ্টায় একশো মাইল, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেলো, নিচে পড়ল চিৎ হয়ে–অর্ধেকটা ফাস্ট লেনে, বাকিটা সেফটি ব্যারিয়ারে। বড় একটা মার্সিডিজ সেলুন পিছন থেকে এসে গুঁতো মারল সেটাকে। লাটিমের মত ঘুরন্ত ফোক্সওয়াগেনকে এড়াতে ব্যর্থ হয়ে বিশ টনী একটা লরির ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারাল। লরির পিছনের অংশে ট্রেইলারটা যেন খেপে উঠল, ট্র্যাক্টরসহ লরিটাকে পাক খাইয়ে পৌঁছে দিল রাস্তার নরম কিনারায়। প্রকাণ্ড যন্ত্রদানব বিপজ্জনক ভঙ্গিতে উল্টে গেল, তারপর আর নড়ল না।

নির্যাতিত রাবারের ককানো, ধাতব পদার্থের গা রি-রি করা সংঘর্ষের আওয়াজ, মানুষজনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, পরিষ্কার ভেসে এলো এসির আরোহীদের কানে। আয়নায় চোখ রেখে পিছনটা দেখে নিয়ে গাড়ির স্পীড দ্রুত কমিয়ে আনল রানা। ওর সামনে অন্যান্য গাড়ির ব্রেকলাইট জ্বলজ্বল করছে, প্রত্যেক ড্রাইভার চেষ্টা করছে সদ্য তৈরি ধ্বংসস্তূপে ধাক্কা খাবার আগেই যাতে থামতে পারে। ডান দিকের স্লো লেনে চলে এলো রানা, স্পীড কমে আসা গাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে এগোল। অকুস্থলের কাছাকাছি এসে ওরা দেখল ওপেলের ড্রাইভার উড়ে এসে রাস্তায় পড়েছে। সিট-বেল্ট না থাকায় মার্সিডিজের দু'জন ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ছিটকে পড়েছে বাইরে। রাস্তার কিনারায় কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ফোক্সওয়াগেন, একটা চাকা নেই; ভেতরে কোন শব্দ বা নড়াচড়াও নেই। রাস্তায় পড়ে থাকা একজন লোকও বেঁচে আছে বলে মনে হলো না রানার। শুধু প্রকাণ্ড লরির ড্রাইভারকে দেখা গেল ক্রল করে ক্যাব থেকে বেরিয়ে আসছে।

'থামতে হবে,' এসির ভেতর নিস্তব্ধতা ভাঙল তাজিন। 'ওদের সাহায্য দরকার।'

'না,' কাপলানের কণ্ঠস্বর প্রায় কর্কশ শোনাল। 'ফরাসীরা

যেভাবে হোক সামলাবে। থামলেই দেরি করিয়ে দেবে পুলিস, সাক্ষ্য দিতেও বলতে পারে। পাশ কাটাতে পারবে, রানা?'

'দেখি।'

'গুড।'

সাবধানে চালাচ্ছে রানা, ভাঙাচোরা শরীর আর দোমড়ানো-মোচড়ানো ইস্পাতের দিকে তাকাচ্ছে না। রাস্তার ওপর ধাতব আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে, ঝাঁকি খাচ্ছে এসি। তারপর সামনেটা পরিষ্কার। মাইল দুয়েক এগোবার পর একটা পাহাড়ের ফোলা অংশ পিছনের মর্মান্তিক দৃশ্যটা ঢেকে দিল। এরপর রানা পাইনের ছায়ায় ঢাকা একটা লে-বাই দেখে গাড়ি থামাল।

'আ মিক্সড গ্রিল,' বলল কাপলান–ভাষাটা যাই হোক, কণ্ঠস্বরে কাতরতা আছে। 'দেখে অভ্যস্ত না হলে এ ধরনের দৃশ্য পেটের ভেতর সবকিছু উল্টে দেবে। কী ব্যাপার? পেচ্ছাব করবে নাকি?'

'না,' বলল রানা, একটা পা দরজার বাইরে। 'টায়ারগুলো ড্যামেজ হয়েছে কিনা দেখতে চাই।'

ঘুরে ঘুরে চাকাগুলো দেখল রানা। চোখের মাপ দিয়ে আন্দাজ করল, পিছনে টায়ারের প্রেশার বত্রিশ আর সামনে আটাশ। দেখে ভালই মনে হচ্ছে। খাঁজ কাটা টায়ারগুলোয় হাত বুলাল, আটকে থাকা কাঁচের কিছু টুকরো সরাল।

জানালার ভেতর আলভীর মুখ কেমন হলদেটে-সবুজ লাগছে, সেফটি-হারনেসের স্ট্র্যাপ ধরে টানছে সে।

'ঠিক আছে সব?' জিজ্ঞেস করল কাপলান, দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছে।

'মনে হয়। অন্তত সামনের চাকাগুলো ভালই দেখছি; ওগুলোর গুরুত্বই বেশি। তবে খুলে একজন টায়ার স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারলে খুশি হতাম। পরবর্তী বড় শহর বার্ন; ওখানে সম্ভবত একটা অ্যাভন এজেন্সি পাওয়া যাবে।'

'তারমানে দাঁড়াবে সুপার হাইওয়ে থেকে সরে যাওয়া, শহরের ভেতর ঢুকে ট্র্যাফিকের মিছিলে সামিল হওয়া–ওই সময় সম্ভবত লাঞ্চ সেরে আবার সবাই অফিসে ফিরবে। আমাদের আঙুল গলে বেরিয়ে যাবে এক থেকে দু'ঘণ্টা। অথচ সময়ের হিসেবে এখনই আমরা পিছিয়ে আছি।'

কাপলানের কনুই ধরে গাড়ির কাছ থেকে খানিক সরে এলো রানা। 'ঘড়ির কাঁটা ধরে পৌঁছানো কতটা জরুরী? তুমি এমন সুরে কথা বলছ, এর সঙ্গে যেন জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত।'

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল কাপলান। 'এর সঙ্গে মৃত্যুর একটা ব্যাপার তো আছেই।'

'স্পেয়ার পার্টসের ওই বাক্সটা, কাপলান। ব্যাপারটা তুমি খেয়াল করেছ?'

'কী ব্যাপার?'

'ঠাণ্ডা–বরফ। তাকালেই দেখতে পারে গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। বাক্সটায় কী আছে বলো তো?'

'স্পেয়ার পার্টস...'

রানাকে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল কাপলান। 'কে কাকে বোকা বানাচ্ছে, কাপলান? তুমি আমাকে, না ওরা তোমাকে? তাজিন জানে, তাই না?' মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ির দিকটা দেখাল রানা। 'সেজন্যেই অভিনয়টা করে ও, ইচ্ছে করে বাক্সটা ফেলে দেয় নিজের পায়ের ওপর। আসলে ব্যাপারটা অভিনয় ছিল না। বাক্সটা খোলা হবে, এই ভয়ে মরে যাচ্ছিল।'

'আমি তো তোমাকে রওনা হবার আগেই কথাটা বলে নিয়েছি, রানা। গাড়িটা চালিয়ে তুমি আমার একটা মস্ত উপকার করছ। আমাদের উদ্দেশ্য বা বাক্সে কী আছে না আছে, এ-সব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সংক্ষেপে, তুমি কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। যদি এমন পরিস্থিতি–'

'থামলে কেন রানা?'

'নাহ্, ভুলে যাও। চলো, রওনা হই।'

গরম মেজাজ আর হতাশা দ্রুত গাড়ি চালানোর জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুপার হাইওয়েতে গাড়ি তুলে সীমান্তের দিকে রওনা হলো এসি। বিশ মাইল যেতে না যেতে এই প্রথম ওদের ওপর নজর পড়ল পুলিসের। একটা ব্রিজ পেরুবার পর রাস্তা পাহাড় চূড়ায় উঠে আবার নিচে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। দূরের পাহাড় থেকে ট্র্যাফিক পুলিসরা শক্তিশালী ফিল্ড-গ্লাসের সাহায্যে গাড়িগুলোর আচরণ লক্ষ করছিল। পিছনে চলে আসা পুলিস কারটাকে হঠাৎই দেখতে পেল রানা, স্পীড কমাতে শুরু করে ভাবল কপালে সম্ভবত ভোগান্তি আছে। পাহাড়ের চূড়াটা ঘণ্টায় একশো ত্রিশ মাইল স্পীডে পেরিয়েছে ও।

ট্র্যাফিক পুলিসম্যানের সিগন্যাল দেখতে পেয়ে সার্ভিস লেনে এসি থামাল রানা।

'আমরা কেউ ফ্রেঞ্চ জানি না,' থমথমে গলায় বলল কাপলান। 'এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। ফাইন করুক, খেসারত দিয়ে পার পেয়ে যাই।'

কিন্তু ট্র্যাফিক পুলিস খুব ভাল করে জানে সুপার হাইওয়ে যারা ব্যবহার করে তাদের কাছে দু'পাঁচশো ফ্রাঙ্কের কোনই দাম নেই, দাম হলো সময়ের। গাড়ি থেকে লোক দু'জন নামলই গদাইলশকরী চালে। তারপর সব বুঝেও না বোঝার ভান শুরু হলো। পাগল করা ধীর ভঙ্গিতে প্রত্যেকের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল তারা। মাঝখানে কাজটা অসমাপ্ত রেখে ঘুরে ঘুরে এসির প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করল।

কেউ ফ্রেঞ্চ জানে না, এই কৌশল প্রত্যাশিত সুফল দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। তারপর গোটা ব্যাপারটা একেবারে অন্য আরেক দিকে মোড় নিল। দুই পুলিসের আলাপ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। ওর ধারণা, কাপলান সহ বাকি দু'জন আসলেও ফ্রেঞ্চ জানে না। জানলে এতক্ষণ এভাবে চুপ করে বসে থাকতে

পারত না।

পুলিস দু'জন গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়ে তাজিনের শারীরিক কাঠামো নিয়ে রসাত্মক আলাপ করছে, তিনজন পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে তার অবাধ যৌন সম্পর্ক নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করতেও ছাড়ছে না। রানার মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। বিস্ফোরণ একটা ঘটতে যাচ্ছিল, তবে তার আগে তাজিন নিজেই বিস্ফোরিত হলো। শুধু বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ নয়, অভিজাত মহলে প্রচলিত বিশেষ বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে পুলিস দু'জনকে তাজিন প্রশ্ন করল, সারা পৃথিবীর লোক জানে ফরাসীরা জাতি হিসেবে অতি ভদ্র, মার্জিত আর নম্র—এই কি তার প্রমাণ?

প্রথমে বোবা বনে গেল অফিসাররা। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু তাজিন আর কথা বলছে না—যা করার সব চোখ দিয়ে সারছে। অফিসাররা টের পেল, ইউনিফর্মে সাঁটা তাদের নাম, কাঁধে সাঁটা নম্বর, গলার কাছে খোলা বোতাম ইত্যাদি মনের পর্দায় টুকে রাখছে ডানাকাটা পরীটা। তারপর একটা আঙুল তুলে শাসাল সে, বলল, 'তোমাদের সব আমার মনে থাকবে। ট্যুরিজম মিনিস্টারের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি নিজে কথা বলব।' তারপর রানার উদ্দেশে বলল, 'মঁশিয়ে, প্লিজ, গাড়ি ছাড়ুন। এই লোকগুলোর সঙ্গে আমি আর কোন কথা বলব না।'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। তবে আয়নায় চোখ রেখে দেখছে পুলিস কার পিছু নিচ্ছে কিনা।

পিছু নেবে কী, মাথার ক্যাপ পিছনদিকে ঠেলে দিয়ে দু'জনের একজন এসির ওপর চোখ রেখে রীতিমত স্যালুট করল। অপর লোকটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছছে।

'তাজিন, আবার তুমি দারুণ দেখালে!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কাপলান। 'এত সুন্দর ফ্রেঞ্চ তুমি শিখলে কোথায়?'

'আমি সুইটজারল্যান্ডের একটা স্কুলে লেখাপড়া করেছি,'

বলল তাজিন। তার হাবভাব পুলিসের প্রতি যেমন দেখা গেছে, কাপলানের প্রতিও সেই একই রকম। 'ওখানে আমাদেরকে জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইটালিয়ান শেখানো হত।'

'তারমানে তুমি চারটে ভাষা জানো, ইংরেজি নিয়ে?'

'পাঁচটা,' শুধরে দিল তাজিন। 'তুমি যদি আমার মাতৃভাষাটাকে ধরো।'

'সেটা কী?'

উত্তর দেয়ার আগে একটু ইতস্তত করল তাজিন। 'অ্যারাবিক।'

ছয়

ওপেলের হুইল রিম-এ হোঁচট খাওয়া টায়ারটা ঠিক যেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় দুশো কিলোমিটার টিকে থাকল। সীমান্ত পেরিয়ে সুইটজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে পৌঁছাল এসি; মনে মনে একটা হিসাব কষে কাপলানকে রানা জানাল জার্মানী ত্যাগ করার পর গড়ে ঘণ্টায় দেড়শো কিলোমিটার এগোতে পেরেছে ওরা, এতসব জায়গায় দেরি আর থামার পরেও। সবশেষে বলল, লাঞ্চের আগেই ছয়শো মাইল পূরণ করতে পারবে বলে আশা রাখে। ঠিক এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

অ্যাক্সিডেন্টের ফলে রাস্তায় যে ধাতব আবর্জনা জমেছিল, সেগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে টায়ারের ভেতর দিকটার ক্ষতি হয়। হুইলটা যে শুধু অ্যালাইনমেন্ট থেকে সামান্য সরে এসেছে, তা নয়, টায়ারের প্রেশারও এখন কমতে শুরু করেছে। এসি ঘণ্টায়

দুশো কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে, এই সময় পিছনের ডান চাকাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

চোখের পলকে ভয়ানক একটা ঘূর্ণিতে পরিণত হলো গাড়িটা।

কী ঘটছে তা শুধু রানা জানে। এ-ধরনের সংকটে আগেও ওকে পড়তে হয়েছে। বাকি তিনজনের মনে হলো, বার্নের জিয়োগ্রাফি কোন পাগল মন্ত্রবলে বদলে দিচ্ছে। দিগন্ত বলে কিছু থাকল না থাকল না উত্তর-দক্ষিণ-পুব বা পশ্চিম,। টায়ারগুলো কর্কশ প্রতিবাদ জানাচ্ছে, গাড়ি লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে রাস্তা ধরে ছুটছে। একা শুধু কাপলান বুঝতে পারল রানা এখনও এসিকে চালাচ্ছে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠা একটা শক্তিকে যেভাবেই হোক জোর-জবরদস্তি করে শৃংখলায় বেঁধে রাখতে পারছে, যে শক্তি হুকুম পালনে অভ্যস্ত একটা মেশিনকে উন্মত্ত দানব বানিয়ে ছেড়েছে। কীভাবে যেন ওটাকে রাস্তায় ধরে রাখতে পারল রানা, কীভাবে যেন সিত্রোঁ সাফারিকে কয়েক ইঞ্চির জন্যে এড়াতে পারল—ওটাকে সবেমাত্র ওভারটেক করতে যাচ্ছিল ও—এবং কীভাবে যেন কাত হওয়া গাড়িটার পুরো ভার বিধ্বস্ত হুইলের ওপর চেপে বসার প্রবণতা ঠেকিয়ে রাখল। গাড়ি থামাতে পারল রানা, রাস্তার ভেতর দিকের কিনারার কাছাকাছি, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে মুখ করে। চারশো গজ পিছন থেকে কংক্রিটের চওড়া ফালির ওপর কালো রাবারের খেপাটে দাগ আতঙ্কময় কয়েক সেকেন্ডের স্বাক্ষর বহন করছে।

ইগনিশন অফ করল রানা। একটা বোতামে চাপ দিয়ে সেফটি-বেল্ট থেকে মুক্ত করল নিজেকে। ঘাড় ফিরিয়ে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকাল, জানে শুধু ওর অভিজ্ঞতা, বিদ্যুৎগতি রিফ্লেক্স আর পালকের মত নরম ছোঁয়া ওদের জীবন বাঁচিয়েছে।

অনেক আগেই চোখ বুজে ফেলেছে কাপলান, এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। আলভী যে অসুস্থ হয়ে

পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, প্রশ্ন হলো সময়মত গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে কিনা। তাজিনকে ম্লান দেখাচ্ছে, তবে রানার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, যেন দুর্বোধ্য একটা ধাঁধা দেখে প্রবল আগ্রহ বোধ করছে।

রানা বলল: 'টায়ারগুলো আমাদের চেক করানো উচিত ছিল।'

'আল্লাহ মেহেরবান,' ফিসফিস করল কাপলান। মৃত্যু আমাদেরকে ছুঁয়েও ছোঁয়নি...'

সেফটি-হারনেস থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলল আলভী, হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার ওপর কিছুটা হাঁটল। পিছনের চাকার পাশ থেকে তার বমির শব্দ শুনতে পেল ওরা।

সিত্রোঁ সাফারি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়িমরি করে ছুটে এলো আরোহীরা। অন্যান্য গাড়িও স্পীড কমাচ্ছে বা থামছে।

'ফর গড'স সেক!' দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো রানার। 'হাত নেড়ে সবাইকে যে-যার পথে চলে যেতে বলো। জানাও আমরা ভাল আছি। তা না হলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে।'

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেল কাপলান।

খানিকটা ঘুরল রানা, চোখাচোখি হতে তাজিনকে বলল, 'দুঃখিত, আমারই ভুল। কোথাও থেমে টায়ার প্রেশার চেক করিয়ে নেয়া উচিত ছিল।'

'ধন্যবাদ,' এমন সুরে বলল, তাজিন যেন রানার কথার জবাব দিচ্ছে না, শুধু নিজের কথা বলে যাচ্ছে। 'ধন্যবাদ আমাদের সবার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

অন্যান্য গাড়ি বিদায় হতে কাপলানকে নিয়ে হুইল বদলানোর কাজে হাত দিল রানা। রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর বসে আছে আলভী, মুখের রঙ সবুজাভ দেখাচ্ছে, আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় মরে যাচ্ছে লজ্জায়। আহত পায়ের ওপর ভর দিয়ে

কয়েক পা হাঁটতে চেষ্টা করল তাজিন, দেখল ওটা তার ওজন বহন করতে পারছে।

স্পেয়ার হুইলের নাগাল পাবার জন্যে বুটের সমস্ত জিনিস প্রথমে বের করতে হয়েছে। সুটকেস, টুল কিটস, পেট্রল ক্যান ইত্যাদির ছোট একটা স্তূপ তৈরি হলো রাস্তার ধারে। বমি থামলেও, আলভী এখনও সুস্থ হতে পারেনি, কাজেই বাক্সটা বুট থেকে নামাতে রানাকে সাহায্য করল কাপলান আর তাজিন। ওটাকে মাটিতে নামাবার সময় রানা ও কাপলান দৃষ্টি বিনিময় করল। এখনও বরফের মত ঠাণ্ডা।

ওটার ওপর বসে ওদেরকে হুইল বদলাতে দেখছে তাজিন।

'টাইম শেডিউল ঠিক থাক বা না থাক,' বলল রানা, রওনা হবার আগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছে, 'প্রথম সুযোগেই আমি হুইল-অ্যালাইনমেন্ট চেক করাব। একটা সাইনবোর্ডে দেখেছি, দশ কিলোমিটার সামনে সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ আছে। গাড়িটা ওখানে রেখে ওই সুযোগে আমরা লাঞ্চটাও সেরে নিতে পারব।'

'কতটা সময় নষ্ট হলো?' জানতে চাইল তাজিন।

'বিশ মিনিটের মত,' জবাব দিল কাপলান। 'এখন সাড়ে বারোটা বাজে।'

পাঁচ মিনিট পর সার্ভিস এরিয়ায় এসি থামাল রানা। কী কী করতে হবে তার নির্দেশ সহ সার্ভিস স্টেশনের ফোরম্যানের হাতে গাড়ি তুলে দিল ও। রিঙ থেকে বুটের চাবি খুলে নিল কাপলান, তারপর গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ওটায় তালা লাগাল।

'স্পেয়ার হুইল বের করার জন্যে চাবিটা ওদের দরকার হবে,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করার পর স্পেয়ার হুইলে নতুন একটা টায়ার চেয়েছি আমি।'

কাপলান ইতস্তত করছে। বোঝাই যায়, বুটটাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে কোথাও যেতে রাজি নয় সে।

'আমি গাড়িতে থাকি,' তাড়াতাড়ি বলল আলভী।

‘কেন, তুমি কিছু খাবে না?’

‘না।’ আলভীকে এখনও ম্লান ও নার্ভাস লাগছে। ‘আমার খিদে নেই।’

তাজিন এরইমধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেয়েদের টয়লেটে গিয়ে ঢুকেছে। রানা আর কাপলান হেঁটে এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা টেবিল খালি পেল। অতিরিক্ত একটা চেয়ার টেনে নিল রানা, তাজিন এসে যাতে বসতে পারে। স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিল কাপলান।

‘বার্লিন থেকে রওনা হবার পর এই প্রথম নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছি,’ বলল রানা।

কাপলান ওর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল, যেন এই সুযোগটাকে ভাল চোখে দেখছে না সে।

‘প্রথমে ওই মাস্টাঙ প্রসঙ্গ। কারা ছিল ওটায়? তারা আমাদেরকে ফলো করছিল কেন? জার্মান পুলিস মাস্টাঙ ব্যবহার করে না।’

‘ও, ওই ব্যাপারটা। কিছু না, বলতে পারো ওটা স্রেফ একটা সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপার ছিল,’ হালকা সুরে বলল কাপলান। ‘আমরা চাইনি রওনা হবার সময় কেউ আমাদের সম্পর্কে খুব বেশি আগ্রহ দেখাক।’

‘অর্থাৎ চাওনি বাক্সটা গাড়িতে তোলবার সময় কেউ তা দেখে ফেলুক? আমি তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না, কাপলান, তবে শুধু এই একটা প্রশ্ন। তুমি জানো বাক্সটায় কী আছে?’

দীর্ঘ এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগে জবাব দিল কাপলান, ‘হ্যাঁ, জানি।’

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, যানবাহনের মিছিলের ওপর চোখ। ‘আলভী আর তাজিন?’ জিজ্ঞেস করল ও। ‘ওরাও কী জানে?’

‘তা আমি তোমাকে বলতে পারি না।’

'পারো না, নাকি বলবে না? ঠিক আছে, বাদ দাও। আমার বিশ্বাস তাজিন অন্তত জানে। ও কি কোন বাদশার মেয়ে? কিংবা কোন ধনকুবের শেখ বা আমীরের? নাকি বোরকাও পরে, আবার বেলী ডান্সও নাচে?'

'এই সিটটা কি আমার জন্যে?' রানার পিছন থেকে একটা গলা ভেসে এলো। হাসি গোপন করতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল কাপলান। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে পিছনে তাজিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, দুই কান লাল হয়ে উঠল রানার।

'জার্নির বিপজ্জনক অংশটা সামনে,' বলল কাপলান, মুখভর্তি স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে। অতিরিক্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে বসেছে তাজিন, চেহারা বা হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই রানার মন্তব্য সে শুনে ফেলেছে কিনা। 'অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে। পাহাড়ী পথ, প্রচুর বাঁক আর মোচড়। তারপর স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া আর হার্জেগোভিনা হয়ে যুগোস্লাভিয়া। অটোপুট-এ পৌঁছানোর আগে প্রায় একশো মাইল বিপদসঙ্কুল রাস্তা। খুব ভাল হয় এতসব ঝামেলা আমরা যদি রাত নামার আগেই পেছনে ফেলতে পারি। তুমি কি ড্রাইভিং সিটটা কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়বে?'

'তার দরকার হবে না। আমি ক্লান্ত নই। জাগরেব পার হয়ে অটোপুটে পৌঁছাই, তারপর নাহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেয়া যাবে।'

'আলভী কোথায়?' জানতে চাইল তাজিন।

'বলল গাড়ি ছেড়ে নড়বে না। তার নাকি খিদে নেই। তোমার কি মনে হয়, অসুস্থ?' জানতে চাইল রানা।

'না, অসুস্থ নয়,' বলল তাজিন। 'গাড়ি হড়কাবার সময় খুব বেশি ভয় পেয়েছিল, তাই এখন লজ্জা পাচ্ছে। দু'জন বিদেশীর কাছে নিজের মুখ রক্ষা করতে পারেনি, এটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আর কী। তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'তোমরা

দু'জনেই দেখা যাচ্ছে অ্যাকশন-প্রিয় মানুষ।'

রানা আর কাপলান চেহারায় বিনয়ী একটা ভাব আনবার চেষ্টা করল। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে তাজিনের দৃষ্টি চলে গেল জানালা দিয়ে বাইরে। 'ওর নিজের ঢঙে আলভীও কিন্তু...কী বলব, আ ম্যান অভ অ্যাকশন।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকিয়ে রানা দেখল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে আলভী। তবে গাড়ির দিকে ফিরছে না, সে রেস্তোরাঁর দিকেও আসছে না—সোজা একটা ফোন বুদে গিয়ে ঢুকল। ব্যাপারটা তাজিনও লক্ষ করল, তবে কিছু বলল না।

সুইস সার্ভিস ক্রুরা এসির কাজ দ্রুতই শেষ করে ফেলল, বাকি থাকল শুধু বুট আবার নতুন করে ভরা। স্পেয়ার ভর্তি ভারী বাক্সটা বুটে তোলার জন্যে মানা করা সত্ত্বেও সাহায্য করল ফোরম্যান। বাক্সটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। স্টীল ব্যান্ড-এর গায়ে আঙুল ছোঁয়াল একবার। ভিজে গেল আঙুলের ডগা।

লোকটা চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানা ও কাপলানের দিকে তাকাল, তবে কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না। বিল মেটাল কাপলান, সেই সঙ্গে মোটা বকশিশও দিল। ফোরম্যান স্যালুট ঠুকল, বিড় বিড় করে ধন্যবাদ দিল, বকশিশের টাকা সেই মুহূর্তে অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে গুঁজে দিল।

লোকটা দূরে সরে যেতে কাপলানের কাঁধে হাত রাখল আলভী। 'মাস্টাঙটা দেখেছ তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'কোন্ মাস্টাঙ?'

'তোমরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছিলে, কার পার্কে কালো একটা মাস্টাঙ ঢুকেছে। আমি মনে করেছি তোমরা দেখেছ।'

ভুরু কুঁচকে কার পার্কের দিকে তাকাল কাপলান। 'কালো মাস্টাঙ নিশ্চয় শয়ে শয়ে আছে। ওটার প্লেট কি জার্মান?'

'তা আমি দেখতে পাইনি,' বলল আলভী। 'তবে ওটা রাইট

হ্যান্ড ড্রাইভ।'

'কিন্তু ফেরিতে আমাদের সঙ্গে কোন মাস্টাঙ ছিল না।' কাপলান তার একচোখ দিয়ে অটোবান-এর দিকে তাকিয়ে কাঁচ লাগানো চোখের চারপাশটা চুলকাচ্ছে। 'আমার জানা আছে, কারণ ফেরির প্রতিটি গাড়ি আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। তাছাড়া, যে স্পীডে আমরা এগোচ্ছি, কারও পক্ষে ফলো করা প্রায় অসম্ভব...'

'পথে আমাদের থামতে হয়েছে সব মিলিয়ে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট,' যুক্তি দেখাল আলভী। 'দূরত্বের হিসেবে এটা দুশো কিলোমিটার। এ হিসেব আমার নয়, মিস্টার মাসুদ রানার।'

আলভী আমাকে পছন্দ করতে পারছে না, ভাবল রানা। কারণটা কী?

'তোমার কী ধারণা, এসিকে ওরা দেখতে পেয়েছে?' জানতে চাইল কাপলান।

'মনে হয় না। আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

কাপলান আর আলভীকে একবার করে দেখল রানা। তাজিন বরাবরের মত নিরুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ।

কাপলান আর আলভী চিন্তিতভাবে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর হেসে উঠল কাপলান। 'এ স্রেফ কাকতালীয় একটা ব্যাপার। রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ সহ কালো একটা মাস্টাঙ। এরকম ডজন ডজন পাওয়া যাবে চারদিকে। যাই হোক, চলো, রওনা হই আবার।'

রানা গাড়ি ছাড়ল একটার কিছু পরে। 'চেষ্টা করে দেখা যাক বিবিসি পরিষ্কার পাই কিনা। খবরের শেষ দিকটা এখনও শোনা যাবে।'

রেডিও অন করল কাপলান। সুইচ টিপে গাড়ির বাইরে এরিয়াল লম্বা করল রানা, আরেকটা বোতামে চাপ দিতে রেডিও নিজেই বিবিসিকে খুঁজে নিল। বিশ্ব জুড়ে একটাই তো খবর: ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনী গায়ের জোরে ইরাক দখল করে নিয়েছে

এখন চলছে গোটা দেশ জুড়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, মার্কিন স্বার্থে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থাপনা, আর সাদ্দাম হোসেন, তাঁর সহযোগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর দুই সন্তানের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশী। হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের ধারণা পাল্টাচ্ছে–এই বলছে সাদ্দাম ইরাকেই আছেন, আবার বলছে জর্দান বা ইরানে পালিয়ে গেছেন। সর্বশেষ খবর হলো, সাদ্দামের খোঁজে ইরাকের বাইরে কয়েকটা টীম পাঠিয়েছে সিআইএ, সে-সব টীমে ইরাকী ইন্টেলিজেন্সের দলত্যাগী এজেন্টরাও আছে। তারপর বিবিসির একজন সংবাদ বিশ্লেষক বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে নিজের ধারণা ব্যাখ্যা করলেন–সাদ্দাম হোসেন বোকার মত অবশ্যই কোন মুসলিমপ্রধান দেশে আশ্রয় নেবেন না বা ওই সব দেশও তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহসী হবে না; তিনি আশ্রয় পেতে পারেন ল্যাটিন আমেরিকার কোনও দেশে, তবে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ইউরোপে কোথাও।

সীমান্ত পেরিয়ে অস্ট্রিয়ায় ঢুকল ওরা, হাইওয়ে না পাওয়া সত্ত্বেও নষ্ট হওয়া সময় পুষিয়ে নেয়ার জন্যে স্পীড খুব একটা কমাল না রানা। এদিকের শহরগুলো সব ফাঁকা, লোকজন খুবই কম, রাস্তায় তাই যানবাহনও হঠাৎ দু'একটা চোখে পড়ল। তারপর বাম দিকে একটা লেক দেখা গেল। ডান দিকে পাহাড়ী ঢাল, উঠে গেছে আধ মাইল ওপরের চূড়ায়। নৈসর্গিক দৃশ্য ভারী সুন্দর, মনটা প্রশান্তিতে ভরে দেয়।

নিরিবিলি শান্ত ভাব একটু কি বেশি?

সামনের রাস্তায় একটা কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিন দাঁড়িয়ে আছে, ওটার পিছনে থেমেছে একটা প্রাইভেট কার। হর্ন বাজিয়ে সাবধান করল রানা, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তারপরই সজোরে ব্রেক করল। কংক্রিট-মিকশ্চারের ড্রাইভার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো হাত দেখিয়ে ওকে থামানোর জন্যে। কাঠের একটা ভঙ্গুর ব্যারিয়ারও দেখা গেল রাস্তার ওপর

কোনরকমে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিনের পাশে এসি থামাল রানা। 'কী বলছে ও?' কাঁধের ওপর দিকে তাকিয়ে তাজিনকে জিজ্ঞেস করল।

'রাস্তা বন্ধ। ওরা আরও সামনের দিকে বিস্ফোরকের সাহায্যে পাহাড় থেকে পাথর খসাচ্ছে।'

কাপলান জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধ মানে? কতক্ষণের জন্যে?'

'লোকটাকে আমার জানালায় আসতে বলো,' বলল রানা।

তাজিনের কথামত ড্রাইভার লোকটা রানার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

'রাস্তা খুলবে কখন?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা তো বলতে পারব না। এই তো মাত্র কয়েক মিনিট হলো বন্ধ করা হয়েছে।'

'এরকম পরিস্থিতিতে কতক্ষণ বন্ধ থাকে?'

'বলা মুশকিল। কখনও বিশ মিনিট, কখনও দু'এক ঘণ্টা। নির্ভর করে রাস্তার ওপর কী পরিমাণ পাথর পড়বে তার ওপর। সব আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হয়।'

ওদিকে যাবার অন্য কোন পথ আছে?'

ড্রাইভার মাথা চুলকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আছে, কিন্তু পাহাড়ী পথ—একশো বিশ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। পাহাড়ের মাথাগুলোয় বরফ জমে থাকলে যেতে পারবেন না, নেমে আসতে হবে। আপনাদের বুঝি খুব তাড়া আছে?'

'অফিসার কেউ নেই তোমাদের এখানে?' জানতে চাইল রানা। 'ব্যারিয়ারটা এখানে দিল কে?'

ব্যারিয়ার যেই দিয়ে থাকুক, মোটরসাইকেল নিয়ে ব্লাস্টিং অপারেশন দেখতে চলে গেছে সে।

গাড়ি সরিয়ে এনে কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিনের সামনে থামাল রানা, রাস্তা খোলার পর যাতে লাইনের মাথায় থাকে ওরা।

প্রাইভেট কার-এর আরোহীরা ব্যাপারটা ধরতে পেরে রানার দিকে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল। পিছন থেকে আরও গাড়ি দৃষ্টিপথে চলে আসছে, স্পীড কমিয়ে এনে লাইনে থামছে।

এঞ্জিন বন্ধ করে বেল্ট খুলল রানা, তারপর দরজাটাও। 'সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, পা দুটোকে একটু হাঁটিয়ে নিই।'

'ধরো, ঝুঁকিটা যদি নিই আমরা?' বলল কাপলান, সুরটা পরামর্শ চাওয়ার। 'বলছে এইমাত্র রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে, তারমানে ধরে নেয়া যায় বিস্ফোরণ ঘটতে কিছুটা দেরি আছে এখনও।'

'আমরা চাই না একশো টন ওই জিনিস মাথায় এসে পড়ুক,' মাথা ঝাঁকিয়ে পাহাড় চূড়া দেখাল রানা, রাস্তার ওপর ঝুলে আছে। রাস্তার কোন কোন অংশ পিছিয়ে যাওয়া পাহাড়-প্রাচীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। 'বাঁকের মাথা পর্যন্ত হেঁটে দেখে আসি কী ঘটছে।'

গাড়ির আড়ষ্ট পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসাটা আপাতত পালিয়ে বাঁচা বলে মনে হলো রানার। কাপলান ওর সঙ্গে না আসায় খুশি হয়েছে ও। প্রচণ্ড গতি, একটানা যান্ত্রিক গর্জন, মগ্ন হয়ে গাড়ি চালানোর পর নিস্তব্ধতার ভেতর একা একা এই অলস হাঁটার মধ্যে আশ্চর্য একটা স্বস্তি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে ওর পাশ থেকে বিস্তৃত লেকের নিস্তরঙ্গ সারফেস দেখে মনটা ভরে উঠছে কী এক সুখময় আনন্দে।

বাঁকটার মুখে চলে এলো রানা। রাস্তা এখন পুরোপুরি খালি, লেকের আঁকাবাঁকা তীর ধরে এগিয়েছে, আলিঙ্গন করে আছে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়া। কোথাও কোন নড়াচড়া বা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না, তবে সামনে কোথাও থেকে নিউম্যাটিক ড্রিল-এর ভেসে আসা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। পানিতে লেগে শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলছে, ফলে আন্দাজ করা কঠিন কত দূর থেকে আসছে।

রানার পিছনে শিঙায় দু'বার মৃদু ফুঁ দেয়ার মত শব্দ করে এসির হর্ন বেজে উঠল। কাপলান ডাকছে ওকে।

তিনজনই ওরা খুব কাছাকাছি জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে, কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিনের সামনে।

'কী ব্যাপার?' ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মাত্র লাইনে এসে দাঁড়াল কালো একটা মাস্টাঙ,' বলল কাপলান। 'আলভী বলছে, আমরা লাঞ্চ খাবার সময় ও যেটাকে দেখেছিল, এটা সেটাই।'

'তাতে কী? এই মাস্টাঙকে নিয়ে তোমাদের এত কিসের চিন্তা?' আলভীর দিকে তাকাল রানা। সে যে খুব ভয় পেয়েছে তা মনে হলো না, তবে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে–যেন তার সারা শরীরে অ্যাড্রেনালিন পাম্প করা হচ্ছে। হঠাৎ করে নয়, বেশ অনেক আগে থেকেই একটা ব্যাপারে খুঁতখুঁত করছে ওর মনটা। সেই বার্লিন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে, অথচ এখন পর্যন্ত কোনও হামলা হয়নি। চাইলে ওরা অবশ্যই হামলা করতে পারত, বা এখনও পারে। কারণটা কী? শত্রুপক্ষ হয়তো ওদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে চাইছে, সেখানে কী ঘটবে তা জানার পর আসবে আক্রমণ? অথবা এসিতে ওদের একজন এজেন্ট আছে?

কে হতে পারে সেই এজেন্ট? তাজিন? না কি আলভী?

'না, মানে, আমরা আসলে চাই না আমাদের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাক কেউ,' বলল কাপলান, নিজেও জানে খোঁড়া অজুহাত হয়ে যাচ্ছে। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ, আলভী, কি করছে ওরা?'

কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিনের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল আলভী। 'ওদের একজন নিচে নেমেছে। সম্ভবত কী কারণে রাস্তা বন্ধ জানার জন্যেই এদিকে আসছে লোকটা।'

'এসিকে এখনও ওরা দেখতে পায়নি,' বলল কাপলান, সে তার সোনালি-খয়েরি গোঁফের প্রান্ত দু'আঙুলে মোচড়াচ্ছে। 'রানা,

বাঁকের ওদিকে তুমি কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'না, কিছু দেখিনি। তবে নিউম্যাটিক ড্রিল-এর শব্দ পেয়েছি।'

'এখনও ড্রিল করার মানে হলো বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি নয় ওরা। আমি বলি, চলো যাই। তুমি কী বলো, আলভী?'

মাথা তুলে প্রথমে পাহাড়-প্রাচীর, তারপর একশো গজ দূরে দাঁড়ানো কালো মাস্টাঙকে আরেকবার দেখে নিল আলভী। সে যেন বোঝার চেষ্টা করছে দুটোর মধ্যে কোনটা কম অশুভ। 'আমি রাজি। আমার ধারণা ওরা আমাদেরকে দেখেছে। ড্রাইভার তার গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে।'

'তাজিন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এসির দিকে পা বাড়াল তাজিন।

'তাহলে যাওয়াই স্থির হলো,' বলল কাপলান। 'রানা, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

রানার মুখের ভেতরটা হঠাৎ শুকনো লাগল। ড্রাইভিং সিটে বসাটাই ওর জবাব। 'সিট-বেল্ট খুব টাইট করে বাঁধো সবাই।' একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি আসবে না। ফলে রাস্তার বিপজ্জনক অংশটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিছনে ফেলতে চেষ্টা করবে ও।

স্টার্ট নেয়ার সময় এসির এঞ্জিন এমন ঝেড়ে কাশল, পাহাড়-প্রাচীর আর লেকের পানিতে লেগে জোরাল প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল অনেক দূর পর্যন্ত। কংক্রিট-মিকশ্চার মেশিনের ড্রাইভার চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল, তারপর ছুটে এলো, গলা ফাটিয়ে নিষেধ করছে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, নাক প্রথম বাঁকের দিকে তাক করা।

বাঁকটা নিতে যাচ্ছে এসি, ব্যাকসিট থেকে তাজিন বলল, 'লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে মাস্টাঙ। পিছু নিচ্ছে আমাদের।'

শুরু হলো পলায়ন আর ধাওয়া। রানার ড্রাইভিং দেখে মনে হলো যেন গ্রাঁ প্রি-র শেষ ল্যাপ পার হচ্ছে। প্রথম বাঁকে এসির

পিছনটা চওড়া একটা জায়গা নিয়ে হড়কাল, লেকের কিনারার সঙ্গে সেঁটে থাকার জন্যে যুঝল টায়ারগুলো। একবার মনে হলো এসির বনেট সরাসরি নিরেট পাথুরে পাঁচিলের দিকে তাক করা হয়েছে। পরমুহূর্তে রাস্তার মাঝখানে চলে এলো গাড়ি। পরবর্তী বাঁক বাঁ দিকে, খোলা; ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়েছে, স্পীড না কমিয়ে পার হওয়া গেল। এরপর ছোট্ট একটা সরল বিস্তৃতি। এতক্ষণ সেকেন্ড গিয়ারে ছুটেছে রানা, পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে এসির পিছনটা মাত্র এক গজ দূরে ছিল।

সরল বিস্তৃতি টপ গিয়ারে পেরুচ্ছে। পরের বাঁক কাছে চলে আসছে। আবার সেকেন্ড গিয়ার! এটা ডান হাতি, খোলাও নয়—অর্থাৎ বাঁকের ওদিকটা দেখতে পাচ্ছে না। গাড়ি নিয়ে ঘুরছে রানা, এবড়োখেবড়ো কর্কশ গ্র্যানিট বামে ওর থেকে এক ফুট দূর দিয়ে ঝাপসা চেহারা নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে; ওর নির্ভরতা রাস্তার পুরোটা প্রস্থের ওপর, জানে বাঁক থেকে বেরোবার সময় গাড়ির পিছনটাকে চওড়া একটা জায়গা দিতে পারবে হড়কে যাবার। পরক্ষণে ওর হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে এলো। বাঁকের পরপরই রাস্তা লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ছোট একটা টানেলে। কিছু করার কোন সময়ই পাওয়া গেল না, প্রায় অন্ধকার লক্ষ্য করে লাফ দিল এসি।

চিৎকার করে কী যেন বলল কাপলান, কিন্তু ছোট্ট জায়গার ভেতর এঞ্জিনের গর্জন বাকি সব শব্দকে চাপা দিয়ে রাখল।

আবার দিনের আলোয় বেরিয়ে এলো এসি। রাস্তা সোজাই, সামান্য বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে এগিয়েছে। সেকেন্ড গিয়ারে থাকার জন্যে ম্যানুয়াল হোল্ড ব্যবহার করছে রানা। কাউন্টারে দেখা যাচ্ছে চার হাজার পাঁচশো রেভ প্রতি মিনিটে।

'কী করো, রানা!' আবার চিৎকার করল কাপলান। 'আল্লার দোহাই, স্পীড কমাও!'

রানা কৌতূহলী হয়ে ভাবছে, ষষ্ঠইন্দ্রিয় কী কারণে যেন ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি সেকেন্ড এখন মূল্যবান! তারপরও স্পীড

সামান্য একটু কমাল ও। সামনের রাস্তা থেকে চোখ তুলে ড্রাইভিং-মিররে তাকাতে ইচ্ছুক নয়, জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টাঙটা কোথায়?'

'এইমাত্র টানেল থেকে বেরুচ্ছে,' এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল আলভীর জবাব।

তিনশো গজ পিছনে। এখনই ওটাকে খসানোর সময়, পরিত্যক্ত নির্জন এই বিস্তৃতির ওপর। ঠিক সময় মত ব্যারিয়ারটা দেখতে পাবার জন্যে সজাগ থাকতে হবে ওকে, যে ব্যারিয়ার চিহ্নিত করবে বন্ধ রাস্তার শেষ মাথাটা। ওরা ইতোমধ্যে আধ মাইল পেরিয়ে এসেছে।

সামনে বাঁক, কাজেই ব্রেক করতে হচ্ছে। বাঁকের কাছে রাস্তা বাম দিকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাথুরে কাঁধের আড়ালে। স্রেফ সাবধানের মার নেই ভেবে হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে ওর অ্যালপাইন হর্ন বাজাল দীর্ঘ দুই সেকেন্ড একটানা। যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে কম তীক্ষ্ণ বাঁকটা, সামনে দেখা গেল কয়েক প্রস্থ খোলা রাস্তার হাতছানি, তরোয়ালের মত বাঁকা। দ্রুত ওগুলো পেরুল রানা, রাস্তার চওড়া দিকটার সবটুকু ব্যবহার করছে–এসি দ্রুত একবার এদিকে একবার ওদিকে দোল খাচ্ছে। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স গাড়ির ভর ঘন ঘন স্থানান্তর করছে, সেটাই কারণ।

তারপর হঠাৎ ডান আর ওপর দিকটায় পাথরের গায়ে তাজা ক্ষত দেখতে পেল রানা। একই সময়ে ঠিকাদারদের এক ঝাঁক ভেহিকেল, লরি, বুলডোজার আর কয়েকটা প্রাইভেট কারকে পাশ কাটিয়ে এল–পাথুরে গুহার ভেতর লে-বাইতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওগুলো। আরও একশো গজ সামনে টিনের হেলমেট পরা একদল লোক ঝুল-পাথরের নিচের আশ্রয়ে জড়ো হয়েছে। এসিকে তীর বেগে ছুটতে দেখে তাদের একজন দাঁড়াল, উন্মত্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। তার সতর্ক করা চিৎকার কোন রকমে শুনতে পেল ওরা।

শোনার চেয়ে রানা বরং বিস্ফোরণের ধাক্কাটাই আগে অনুভব করল। একটু সামনে, অনেক ওপরে, নিরেট পাথরকে নড়ে উঠতে দেখল ও, যেন অদৃশ্য একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে ওখানে। তারপর বিশাল আকারের ভাঙা পাথর রাশি রাশি নেমে আসতে দেখা গেল রাস্তার দিকে।

সেই মুহূর্ত থেকে যেন একটা অলৌকিক মন্থরতায় সব কিছু বাঁধা পড়ল। রানা উপলব্ধি করল, কী সিদ্ধান্ত নেবে তা স্থির করার জন্যে প্রচুর সময় পাচ্ছে ও, ফলে সমস্ত দিক বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। ও যদি হার্ড ব্রেক করে, এসি থামবে ল্যান্ডস্লাইড-এর পথে। পাথর ধসটা এখন আরও গতি পেয়েছে, আকারেও বড় হয়েছে, রাস্তার ওপর নেমে আসছে যেন একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপ। আর যদি এসি ছুটতেই থাকে, ভাগ্য বিরূপ না হলে পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড আকারের বোল্ডারকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয়া হয়তো সম্ভব। বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়ের মাথা থেকে ঢাল বেয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নেমে আসছে ওগুলো: কখনও লাফিয়ে, কখনও ঝাঁপিয়ে, কখনও গড়িয়ে, কখনও হড়কে।

সময় পেলেও সিদ্ধান্ত নিতে সিকি সেকেন্ডের বেশি লাগল না রানার। এসি তুফান হয়ে উঠছে, তারওপর আরও স্পীড বাড়াল। ম্যাক্সিমাম রেভস-এ গর্জে উঠল এঞ্জিন। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর ব্রেক করার বা পাশ কাটানোর প্রশ্ন নেই। এসির গতিই কেবল রক্ষা করতে পারে ওদেরকে।

সামনে তাকিয়ে প্রথম বোল্ডারটাকে দেখতে পেল রানা, প্রকাণ্ড একটনী দৈত্য, ওপরের রিজ থেকে উড়াল দিল ঠিক যেন একজন স্কি-জাম্পার। পরমুহূর্তে এসির ছাদ দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করল ওটাকে। পরবর্তী একশো গজ নরকযন্ত্রণায় কাটল রানার, কারণ জানে বোল্ডারটা ঠিক ওদের মাথার ওপর রয়েছে, এসিকে ডিমের খোসার মত গুঁড়ো করার জন্যে উদ্যত। রেভ-কাউন্টারের কাঁটা লাল হয়ে উঠল। সামনে ঝুলে রয়েছে আরেকটা

বাঁক। তবে ওই সমস্যা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।

পিছন থেকে ভেসে এলো মাটি কাঁপানো পতনের শব্দ, বাতাসের প্রবল ঝাপটা গাড়িটাকে জোর একটা ঝাঁকি দিল। বোল্ডারটা এসির দশ ফুট পিছনের রাস্তায় পড়ে গভীর গর্ত তৈরি করেছে, সেই গর্তে এসে পড়ছে ওটার পিছু নেয়া বাকি ছোট বোল্ডারগুলো।

রানা জানে একটা বিপদ এড়িয়েছে শুধু আরেকটা বিপদের সামনে পড়বার জন্যে। এসির যে স্পীড তুলেছে ও, বাস্তবে এই স্পীড নিয়ে সামনের বাঁকটা ঘোরা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র উপায়টাই কাজে লাগাতে হলো ওকে। ইচ্ছে করেই এসিকে লাটিমের মত ঘুরিয়ে দিল, প্রার্থনা করছে যেন পাথরের সঙ্গে বাড়ি না খায় বা লাফ দিয়ে লেকে না পড়ে।

শক্তি ক্ষয় করে, ঝোঁক দমিয়ে এসি একশো গজ দূরে এসে শক্ত হয়ে থামল, রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়েছে।

সাত

কেউ কথা বলবার আগে একমিনিট পার হয়ে গেল। পিছন দিকে তাকিয়ে একটা জায়গায় ধুলোর মেঘ দেখল ওরা, ওখানে একশো টনের বেশি-তো-কম-নয় পাথর ও মাটি এখনও স্রোতের মত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। বোল্ডারগুলো আরও কাছে দেখা যাচ্ছে, গর্তের বাইরেও ছিটকে পড়েছে কয়েকটা।

রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'মাস্টাঙটা কোথায়?'

'আল্লাহ রে, ওটার কথা আমি তো ভুলেই গেছি!' কী কারণে

বলা মুশকিল ফিসফিস করে উঠল কাপলান। তারপর আলভীর দিকে ফিরে সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি দেখেছ, ওটা আমাদের কতটা পিছনে ছিল?'

আলভী জবাব দিল না। হয় সে কালা বা বোবা হয়ে গেছে, নয়তো একাগ্রমনে প্রার্থনা করছে। তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না।

চোখ খুলল তাজিন, কথা বলবার সময় হাঁপাল। 'মাস্টাঙটা? ওটা কয়েকশো গজ পিছনে ছিল, যখন...'

'এখন ওটাকে দেখা যাচ্ছে না। হয় চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, নয়তো আবর্জনার ভেতর ডুবে আছে। তোমরা ঠিক জানো, নিরীহ সাধারণ আরোহী নিয়ে সাধারণ একটা গাড়ি ছিল না ওটা?'

'নিরীহ হলে আমাদের পিছু নেবে কেন?'

'অধৈর্য হয়েও কাজটা করে থাকতে পারে,' বলল রানা। 'আমরা রওনা হচ্ছি দেখে ধরে নেয় রাস্তা পরিষ্কার। তা যদি হয়ে থাকে, অন্তত দু'জন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমরা। পিছনে গিয়ে দেখা দরকার আমাদের কিছু করবার আছে কিনা।'

'না,' বলল কাপলান। 'সামনে চলো।'

দীর্ঘ তিন সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর গাড়ি সোজা করে নিয়ে ধীরগতিতে একটা বাঁক পেরুল। পিছনের ল্যান্ডস্লাইড যখন দেখা যাচ্ছে না, রাস্তার পাশে এসি থামিয়ে ফুটো থেকে ইগনিশন কী বের করে নিল। 'এসো, কাপলান। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' দরজা খুলে নিচে নামল ও।

সিট-বেল্ট খোলবার কোন চেষ্টা নেই, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল কাপলান। 'কী জানতে চাও তুমি, রানা?'

'জানতে চাই গোটা ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে। কোন প্রশ্ন করা যাবে না, তোমার এই কথা আমি মেনে নিয়েছিলাম; কিন্তু খানিক আগে পিছনে যে ঘটনাটা ঘটল, তারপর আর এই ব্লাইন্ড মিশন নিয়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাল করেই

জানো, স্রেফ ছাতু হতে হতে বেঁচে গেছি আমরা। এখনও বলতে পারব না কীভাবে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে পেরেছি।'

'তুমি...'

'এ-ধরনের ঝুঁকি আমি নিতে চাইছি না, ব্যাপারটা তা নয়,' কাপলানের বাধা রানা মানছে না, 'আমাকে জানতে হবে কেন, কিসের বিনিময়ে এ-ধরনের ঝুঁকি আমি নিচ্ছি...'

'আমার বেলায় কিসের বিনিময়ে, সেটা তোমাকে আমি আগেই জানিয়েছি–টাকার,' বলল কাপলান। 'তোমার বেলাও তাই হবার কথা, কিন্তু তুমি টাকা নিতে রাজি হওনি। সেটা কি...'

'টাকা নিলেই কি আমি কোন অন্যায়-অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত হব? আমার সম্পর্কে এই তোমার ধারণা?'

'ঠিক আছে, শুনি, কী জানতে চাও তুমি।'

'তোমাদের এই মিশনের সঙ্গে বাক্সটার একটা সম্পর্ক আছে। আমি জানতে চাই কী আছে ওটার ভেতর।'

এক মুহূর্ত বিবেচনা করল কাপলান, তারপর সেফটি-ক্যাচের রিলিজে চাপ দিল। 'হ্যাঁ, তোমার জানার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি,' বলে রাস্তায় পা রাখল সে। 'এসো, একটু হাঁটি।'

গাড়ির বাইরে বেরিয়ে কাপলান ক্রাচটায় ভর দিয়ে সিধে হয়েছে কি হয়নি, সিট সামনে ঠেলে দিয়ে তার পিছু নিল আলভী। 'এক মিনিট, কাপলান। তোমার সঙ্গে রানা একা কোন আলাপ করতে পারবে না।'

রাস্তার ওপর ক্রাচের খট্-খট্ আওয়াজ তুলে ঘুরল কাপলান। পঙ্গু হলেও, ছয় ফুট লম্বা সে; বুকটা টান টান করে বিবর্ণ আলভীর দিকে তাকাল। আলভীর ঠোঁট জোড়া শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। 'কী বললে তুমি?'

'বললাম তুমি আর রানা আমাদের আড়ালে কোন আলাপ করতে পারবে না।'

'আমি কার সঙ্গে কথা বলব না বলব, সেটা আমার ব্যাপার। তোমার বাধা আমি শুনব কেন?'

'আমি দুঃখিত, কাপলান। আমরা আগেই একমত হয়েছিলাম, সম্ভাব্য একজন ড্রাইভারকে ঠিক কতটুকু কী জানানো যাবে।'

'তখনকার কথা বাদ দাও,' বলল কাপলান। 'এখন আমরা ফিল্ডে রয়েছি, আর ফিল্ডের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বললেও কিছু বলা হয় না। আমি মনে করি রানাকে সব বলা উচিত। অন্তত যতটুকু আমি জানি ততটুকু ওরও জানার অধিকার আছে। আশ্চর্য! ও আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে—একবার নয়, দুই-দুইবার!'

'প্রথমেই তো বলে নেয়া হয়েছিল যে কাজটায় ঝুঁকি আছে। সেজন্যেই তো অবিশ্বাস্য মোটা টাকা দেয়া হচ্ছে।'

'টাকার কথা কেন তুলছ বলো তো? তুমি জানো রানা আমার একটা উপকার করে দিচ্ছে, তাই কোন টাকা নিচ্ছে না।'

ওর এই টাকা না নেয়াটা সন্দেহজনক নয়? পাঁচ মিলিয়ন ডলার কি মুখের কথা?'

'দেখে রাখো নির্লোভ মানুষ দেখতে কী রকম হয়,' বলে রানার একটা হাত ধরে টান দিল কাপলান। 'বিনা পয়সায় কেউ কারও উপকার করে, এটা ওকে বোঝানো যাবে না। এসো, রানা।' দু'জন আলভীর দিকে পিছন ফিরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। 'হ্যাঁ, বলো, কী জিজ্ঞেস করছিলে?'

দশ গজ এগিয়েছে ওরা, আলভী ডাকল। এবার তার কণ্ঠস্বর অন্যরকম। 'কাপলান!'

রানা আর কাপলান ঘুরল। আলভীর হাতে একটা অটোমেটিক বেরিয়ে এসেছে। ধীর পায়ে, সাবধানে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তার চেহারায় নার্ভাস একটা ভাব, যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হলো রানার।

'কাপলান, ডক্টর বাসরা তোমাকে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি সেগুলো মেনে চলবে বলে কথাও দিয়েছ। মেনে চলো কিনা দেখবার জন্যেই এখানে আমি আছি। তুমি জানো, এই মিশনের তুলনায় আমাদের কারও জীবনেরই কোনও মূল্য নেই। সিকিউরিটি বিঘ্নিত করার অনুমতি আমি তোমাকে দিতে পারি না।'

দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য, পিস্তলটার দিকে তাকাল কাপলান। 'ওটা দেখিয়ে তুমি আমাকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে?'

'দেখিয়ে নয়, ব্যবহার করে। ভুল কোরো না, প্রয়োজনে সত্যি আমি গুলি করব।'

'হ্যাঁ, তা তুমি করবে!' বলল কাপলান। 'তবে খানিক আগের ঘটনাটা দেখার পর তোমার হাত এখনও রীতিমত কাঁপছে। কিন্তু আমাকে বা আমাদেরকে গুলি করবার পর তোমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?'

'আমার আপত্তি গ্রাহ্য না করে তোমাকে আর রানাকে এই মিশনে নেয়া হয়েছে। আমি বরাবর বলে এসেছি, আমাদের নিজেদের লোকজনকে দায়িত্ব দেয়া হোক।'

রানার কাছে এমন অদ্ভুত লাগছে দৃশ্যটা, যেন বাস্তবে এটা ঘটছে না। কয়েক ঘণ্টা আগে প্রচণ্ড ভয়ে বমি করছিল লোকটা, অথচ এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় এমন একজনকে গুলি করতে চাইছে যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে!

নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আলভীর ওপর সতর্ক নজর রাখছে ওরা। ওদের পিছু নিয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে সে, খুব ভাল করেই শেখা আছে হ্যান্ড-গান নিয়ে টার্গেটের খুব কাছে যেতে নেই। ওদের পাশ থেকে লেকটা চলে গেছে বহুদূর, অপর পারের পাহাড়সারির দিকে। বাঁকটার ওদিক থেকে ভেসে এলো বুলডোজার স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ, শুরু হলো রাস্তায় খসে পড়া পাথর সরাবার কাজ।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছে তাজিন, এমন কী এরকম একটা সংকটময় মুহূর্তেও নিজের চেহারায় বা আচরণে উত্তেজনা, উদ্বেগ বা আবেগ খুব কমই প্রকাশ পেতে দিল। 'আলভী,' ডাকল সে।

মাথাটা আংশিক ঘোরাল আলভী, রানা আর কাপলানের ওপর থেকে চোখ সরায়নি।

'পিস্তলটা আমাকে দাও।' একটু খোঁড়াচ্ছে, তবে আলভী আর ওদের দু'জনের মাঝখানে না পৌঁছে থামল না তাজিন। পিস্তলের মাজল তার বুক থেকে মাত্র ছ'ইঞ্চি দূরে। শান্ত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ব্যারেলটা ধরল সে। এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকল আলভী, তারপর ছেড়ে দিল পিস্তল। হাতে পেয়ে ওটা ঘুরিয়ে নিল তাজিন, দক্ষতার সঙ্গে সেফটি ক্যাচ অন করল। 'এখন থেকে সব দায়-দায়িত্ব আমার,' কথাটা নিচু গলায় আলভীকে বলল। তারপর কাপলানের দিকে ফিরল। 'তোমার বন্ধু একটা প্রশ্ন করেছে। আমিও মনে করি উত্তর পাবার অধিকার ওর আছে। বলো ওকে।'

আলভীর দিকে একবার তাকাল কাপলান; দেখল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগের সঙ্গে ওদের দিকে পিছন ফিরল সে।

'বাক্সটায় একটা লাশ আছে–একজন মানুষের লাশ।'

এসির ওভারহিটেট সিস্টেম ঠাণ্ডা হতে শুরু করায় একটা ধাতব ঢেঁকুর তুলল। ওরা এখানে থামবার অনেক আগে লেক দিয়ে ছুটে গেছে একটা মোটর-বোট, তীর ঘেঁষা ডুবো পাথরে সেটার তৈরি ঢেউ আছড়ে পড়ায় ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

বার কয়েক চোখ পিট পিট করল রানা। আগ্রহের সঙ্গে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে তাজিন।

'কিন্তু ওটায় তো কোন মানুষের জায়গা হবার কথা নয়,' রানা মানতে পারছে না।

'মাত্র দু'ফুট উঁচু, এজন্যে বলছ?' কাপলান হাসছে।

'লম্বাও তো চারফুটের বেশি নয়!' প্রতিবাদ করল রানা।

'ভাঁজ করার পদ্ধতিটা জানলে এই বাক্সে ছ'ফুট লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান মানুষকেও ভরা যাবে,' বলল কাপলান। 'আর আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করছি সে একটু ছোটখাটই ছিল।'

রানার শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা একটা কম্পন সৃষ্টি হলো। 'লাশটা...কোন বাচ্চার লাশ নয় তো?'

'না।'

'তুমি কি...তোমার পরিচিত কেউ? মানে, লাশটা কার তুমি জানো?'

'জানি। এটা উলরিখ ডুয়েট নামে একজন ক্রিমিন্যালের লাশ। খবরে তার কথা শুনেছ তুমি। একটা পিশাচ। রেপ করে মেরে ফেলত, শুধু শিশু...'

বাকিটা আর শুনতে না চেয়ে ঘুরে লেকের কিনারায় হেঁটে এলো রানা। রাস্তা আর লেকের মাঝখানে নিচু একটা পাঁচিল রয়েছে। পাঁচিলের মাথায় উঠে বসল। একটা নুড়ি পাথর তুলে ছুঁড়ল পানিতে। বাকি সবাই ওর দিকে তাকিয়ে।

'আমি শুনেছিলাম, লোকটা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। কে তাকে খুন করল?'

'কেউ তাকে খুন করেনি!' জবাব দিল আলভী। 'প্রথম খবরে বলা হয়েছিল সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, সেটাই সত্যি। ডেথ সার্টিফিকেট তখনও লেখা হয়নি, তার আগেই লাশটা চুরি যায়–তাই এরকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।'

'লাশটা তোমরা চুরি করো?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে আলভী জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আমরা মানে, আমাদের পার্টি। পার্টি প্রফেশন্যালদের দিয়ে কাজটা করায়।'

'নিহত কোন শিশুর বাবা প্রতিশোধ নিতে চাইছে?'

মাথা নাড়ল আলভী। 'না। এরমধ্যে কোন প্রতিশোধ নেই। তুমি একটা প্রশ্ন করেছিলে। তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গের

এখানেই ইতি।'

'প্ল্যানটা সম্ভবত ডক্টর বাসরার। যে-কোন কারণেই হোক ডুয়েটের লাশ দরকার ছিল তাঁর, অন্য একটা দেশে পাচার করবার জন্যে।'

'হতে পারে। সেটা তোমার বা আমার মাথাব্যথা নয়,' বলল কাপলান।

এখানেই তুমি ভুল করছ, বন্ধু–ভাবল রানা। তুমি জানো না, তবে বিসিআই এটাকে নিজেদের মাথাব্যথা বলেই গ্রহণ করেছে। 'বেশ, এটা একটা লাশ পাচারের মিশন। আর তাড়াহুড়ো করার কারণ ডীপ ফ্রিজের ঠাণ্ডা কমে গেলে লাশটা পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে?'

'ঠিক ধরেছ। ডীপ ফ্রিজ ঘণ্টা ত্রিশেক ওটাকে পচতে দেবে না।'

পানিতে আরও পাঁচ-সাতটা নুড়ি ছুঁড়ল রানা, বৃত্তাকার খুদে ঢেউগুলোকে বড় হতে দেখল। 'যে বাক্সটা আবার আমাদের ফিরিয়ে আনবার কথা। তখন কি সেটায় আরেকটা লাশ থাকবে?'

জবাবটা কী হবে জানবার জন্যে আলভীর দিকে তাকাল কাপলান। আলভী তাকাল তাজিনের দিকে।

তাজিন লেকের দিকে, বহুদূরে তাকিয়ে আছে; মৃদুমন্দ বাতাস তার চুল নিয়ে এক-আধটু খেলছে। অন্য যে-কোন সময়ের চেয়ে এখন তার চেহারা অনেক বেশি রহস্যময়, চোখের ভাষা আরও দুর্বোধ্য। আধ মিনিট সে কোন কথাই বলল না।

তারপর তাজিন তার অসাধারণ তীব্র দৃষ্টি পুরোপুরি রানার দিকে হানল। 'না। তবে তিনি হবেন জীবিত একজন মানুষ।'

আট

কাপলান যেমন বলেছিল, অস্ট্রিয়া ত্যাগ করার আগে থেকেই রাস্তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করল। কোন উপায় নেই, বাধ্য হয়ে স্পীড কমিয়ে আনতে হয়েছে রানাকে।

লেকের পাশ থেকে রওনা হবার পর খুব কম কথা বলছে ওরা। তাজিনের শেষ মন্তব্যটাকে রানা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। পাগল ছাড়া কে বিশ্বাস করবে এত ছোট একটা ডীপ ফ্রিজারে জ্যান্ত একজন মানুষ আঁটবে? আর শুধু আঁটাটাই কি যথেষ্ট? তাকে অক্সিজেন দিতে হবে না? তার কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করতে হবে না?

লেইজেন পার হয়ে এলো ওরা। ভাল রাস্তার খোঁজে ম্যাপে চোখ রেখে রানাকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে কাপলান। গিরিখাদের ভেতর দিয়ে আড়াই মাইল পেরিয়ে গ্রাজ-এ পৌঁছাল এসি, এরপর থেকে রাস্তা ভাল। চোদ্দ মাইল আর পনেরো মিনিট পর, ড্যাশবোর্ড ক্লকে যখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, কাপলান বলল, 'আমরা অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি—আটশো মাইল। আমার হিসেবে থেসালোনিকা পর্যন্ত সর্বমোট দূরত্ব ষোলোশো মাইলই হবে।'

সন্ধ্যার উজ্জ্বল রোদে গ্রাজকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, মনোরম শহর লাগছে। কোথাও থেমে গলা ভেজানো, মুখ-হাত ধোয়া, তারপর ভাল ভাল খাবার নিয়ে বসবার ঝোঁকটা তীব্র হয়ে উঠল। সামনে, বাম পাশে, হোটেল ডানিয়েল দেখা যাচ্ছে। 'ফাইভ বা

সিক্স কোর্স ডিনারের জন্যে থামব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা, কারও মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে সোহেলকে একটা ফোন করার সুযোগও পেতে চাইছে। 'বিশেষ করে তাজিনের কথা ভেবে বলছি।'

'আমরা আগে যুগোস্লাভিয়ায় পৌঁছাই, তারপর খাব,' বলল কাপলান। 'এখনও তো ছ'টাই বাজেনি।'

'এ-কথা ভুলো না যে সেন্ট্রাল ইউরোপের সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে,' বলল আলভী। 'স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া আর যুগোস্লাভিয়ায় এখন প্রায় সাতটা বাজে।' আধ ঘণ্টা যুঝে কার-সিকনেস অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে সে।

কাপলান নতুন সমস্যা দেখতে পেল। 'ইস্, একদম মনে পড়েনি! এর মানে হলো যেভাবেই হোক এই একটা ঘণ্টা আমাদেরকে পুষিয়ে নিতে হবে।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। সামনের আকাশে ভয়ঙ্করদর্শন কালো মেঘ জমছে। একটা ফিলিং স্টেশনে থামল ও। রুটিন চেক চলছে, পেশী শিথিল করার জন্যে এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি শুরু করল। গাড়ি থেকে নেমে তাজিন চলে গেল ফিলিং স্টেশনের পাশের রেস্তোরাঁয়। আলভীকে ঢুকতে দেখা গেল একটা ফার্মেসিতে। তাজিনের পিছু নিয়ে কাপলান ঢুকল রেস্তোরাঁয়। এই সুযোগে ফোন বুদে ঢুকে সোহেলকে ফোন করল রানা। ওর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে খুব বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোহেল। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স বলছে, তোর খুব বিপদ,' উদ্বেগে তার গলার আওয়াজ প্রায় ভেঙে যাচ্ছে। 'তোদের পিছনে লেগে গেছে সার্চ কমিটি। তোর সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে সার্চ কমিটি যোগাযোগ করতে চাইছে, এরকম খবরও পাচ্ছি আমরা...'

'কারা এই সার্চ কমিটি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'টেলিফোনে তাদের নাম বলা যাবে না,' জবাব দিল সোহেল।

'সারা দুনিয়ায় দানব তো এখন একটাই, সার্চ কমিটির সদস্যরা ওই দানবটার পা চাটা কুকুর।'

'ইন্টেলিজেন্ট কুকুর?' রানার দৃষ্টি বাইরে, দেখল, ফার্মেসিতে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলছে আলভী। তারপর হঠাৎই খেয়াল করল, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আলভীকে ফার্মেসিতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে তাজিন।

'হ্যাঁ, ইন্টেলিজেন্ট কুকুর।'

'আমি জানতে পেরেছি,' বলল রানা, 'বাক্সের ভেতর ডুয়েট।'

'ওহ্, গড!' সোহেলকে উৎফুল্ল মনে হলো। 'মিলে যাচ্ছে!'

'তোরা কী জানলি? কী মিলে যাচ্ছে?'

'ডুয়েট–জীবিত?'

'মরা।' আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোরা কী জানতে পারলি?'

'অনেক কিছুই জেনেছি, তবে টেলিফোনে বলা যাচ্ছে না, দোস্ত।'

'গ্রিসে পৌঁছে আমি তাহলে কী করব?'

'তোর দুলাভাই যা বলবে তুই তাই করবি–বুঝলি, হাঁদারাম? গ্রিসে পৌঁছেই ফোন করবি। তখন অনেক কিছু জানতে পারবি। এখন যেমন আছিস, আর যেমন ছিলি চিরকাল, তেমনি গাধা বনে থাক।' একটু থেমে আবার বলল সোহেল, 'ওদের প্ল্যান কেঁচে গেছে, তবু যতটা সম্ভব সেটাকেই অটুট রাখতে চাই আমরা। আর নতুন একটা ফোন নম্বর লিখে নে, এটা মোবাইল–সাহায্য দরকার হলেই যোগাযোগ করবি। বাই।'

গাড়ির কাছে ফিরে এসে রানা দেখল ব্যাকসিটে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে আলভী, মনে হলো একটা হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে আছে। তাজিন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো, পানি ছিটানোয় মুখটা এখনও ভেজা। একটু পর রেস্তোরাঁ থেকে বেরুল কাপলান, হাতে কাগজের ব্যাগে ভরা স্যান্ডউইচ আর চিলড বিয়ারের

কয়েকটা ক্যান। ওগুলো দেখে অন্যদিকে ফিরল আলভী, তার মুখের মাংসপেশীতে দু'একবার খিঁচুনি উঠে থেমে গেল।

সীমান্ত পেরিয়ে শ্লোভেনিয়ায় ঢুকতে কোন সমস্যা হলো না। তবে কাস্টমস চেকিঙের সময় অফিসারদের কথাবার্তা শুনে জানা গেল বিরাট ল্যান্ডস্লাইডের কারণে অলিম্পাস মোটর র‍্যালি রুট বদলেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়াকে এড়িয়ে ক্রোয়েশিয়া থেকে সরাসরি যুগোশ্লাভিয়ায় যাচ্ছে প্রতিযোগীরা।

ক্রোয়েশিয়া-যুগোশ্লাভিয়া সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়, এই সময় একটা সাইড স্ট্রীট থেকে একজোড়া ফোর্ড এসকর্টকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, এসিকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল। স্পট ল্যাম্পের ব্যাটারি, স্পেয়ার হুইল ইত্যাদি বহন করছে ওগুলো, বনেট উজ্জ্বল রঙে রাঙানো–সন্দেহ নেই, অলিম্পাস র‍্যালিকে অনুসরণ করছে।

'ওগুলোর পিছনে থাকো,' বলল কাপলান। 'সীমান্ত কাছে চলে এসেছে, ভাল কাভার দেবে। শ্লাভরা মুসলমানদের খুব খারাপ চোখে দেখে।'

সীমান্তে পৌঁছে দেখা গেল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কাউকে কোন ছাড় দিচ্ছে না। ফলে গাড়ির বেশ লম্বা একটা লাইন তৈরি হয়েছে। প্রতিবার কয়েক ফুট করে এগোবার সময় কথাটা মাথায় জাগতে তলপেটে চঞ্চল প্রজাপতির অস্তিত্ব অনুভব করল রানা। যুগোশ্লাভ পুলিস অবশ্যই বাক্সটায় কী আছে দেখতে চাইবে। ওদের সামনের একটা গাড়িকে, ফ্রেঞ্চ রেনাও, আঙুল নেড়ে এক পাশে সরিয়ে নেয়া হলো। কাস্টমসের লোকজন সমস্ত ব্যাগ-ব্যাগেজ আর আরোহীদের সবাইকে নিচে নামিয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গিতে তল্লাশী শুরু করল।

আয়নায় তাকাতে তাজিনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। বরাবরের মত শান্ত, নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা সে। অসাধারণ, ঠিক যেন ইস্পাতের তৈরি নার্ভ মেয়েটার। 'পা কেমন?' জিজ্ঞেস করল ও।

ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসি, তাজিন বলল, 'ভালই বোধহয়। ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?'

গাড়ি থেকে নেমে ফোর্ড এসকর্ট দুটোর দিকে এগোল রানা, ক্রুদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। এমন একটা ভাব তৈরি করতে চাইছে, সবাই যাতে মনে করে তিনটে ব্রিটিশ গাড়ি নিয়ে একটাই দল ওরা। আলাপ জমে উঠতে কয়েকটা জোক শুনিয়ে ক্রুদের গলা ছেড়ে হাসাল, নিজেও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। তারপর, প্রথম এসকর্টের পালা শুরু হতে, এসির কাছে ফিরে এলো।

কাস্টমস্ অফিসারদের হাত দিয়ে ইতোমধ্যে কয়েক ডজন র‍্যালি কার পার হয়েছে, ফলে এসকর্ট দুটোর ইকুইপমেন্ট দেখে র‍্যালির টেকনিক্যাল বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাদের অনেকের মনে কৌতূহল জন্মাল। দুই নেভিগেটরই জানালা দিয়ে তাদের মাথা বের করে নিঃশব্দে হাসছে, ক্র্যাশ হেলমেট উঁচু করে ধরে চিৎকার করে বলল, 'র‍্যালি! অলিম্পাস র‍্যালি!'

কাস্টমস অফিসাররা মাথা ঝাঁকাল, সহাস্যে সীল মারল পাসপোর্টে, গ্রিন কার্ড চেক করে হাত ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল। এরপর এসির পালা।

একজন কাস্টমস অফিসার গাড়িটার ওপর চোখ বুলাল, দেখামাত্র চোখ আটকে গেছে। ইমিগ্রেশন অফিসাররা ওদের পাসপোর্টের পাতা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করছে, কাস্টমস অফিসার এসিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। হেডল্যাম্পের সারি, ফগল্যাম্প ইত্যাদি পরীক্ষা করেছে। 'র‍্যালি নয়,' আড়ষ্ট ইংরেজিতে বলল সে।

'র‍্যালি, র‍্যালি!' তাড়াতাড়ি বলল কাপলান, দ্রুত অদৃশ্যমান এসকর্ট দুটোর দিকে হাত তুলল। 'মেইনটেন্যান্স ক্রু। স্পেয়ার পার্টস।'

কাস্টমস অফিসার তার সহকারীর দিকে ফিরল। নিজেদের

মধ্যে স্লাভ ভাষায় দু'একটা কথা বলল. দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এসির দিকে, তারপর চীফ অফিসার সরাসরি রানার দিকে এগোল। 'প্লিজ, ওপেন।'

মনে মনে কাকে যেন অভিশাপ দিল রানা, দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করল কাপলানের সঙ্গে, তারপর হাত বাড়াল ইগনিশন কী-র দিকে।

'বুট নয়,' পিছন থেকে বলল তাজিন। 'এঞ্জিন। ভদ্রলোক এঞ্জিনটা দেখতে চাইছেন।'

ক্যাচ রিলিজ করে গাড়ি থেকে নামল রানা, বনেটটা তুলবে। কাস্টমসের লোক দু'জন, ইমিগ্রেশন অফিসার আর কৌতূহলী বা ভক্তদের ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল গুরু-গম্ভীর ফোর্ড গ্যালাক্সি এঞ্জিন দেখবার জন্যে।

'জার্মান, নো?' কাস্টমস অফিসার প্রশ্ন করল. সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল রানাও। 'জার্মান এঞ্জিন. রাশান চেসিস।' আসলে আমেরিকান এঞ্জিন, ব্রিটিশ চেসিস।

'ইজ পাওয়ারফুল, হাউ মাচ?'

'345 bhp। মানে, এগারোটা মিনি এঞ্জিনের সমান।'

কাস্টমস অফিসার তথ্যগুলো স্লাভ ভাষায় অনুবাদ করে বাকি সবাইকে শোনাল। তারপর আবার রানার দিকে তাকাল। 'ইজ-ইউ সে শ্লেল?'

'ফাস্ট কিনা? হ্যাঁ. ঘণ্টায় স্পীড দুশো চল্লিশ কিলোমিটার। তবে এই গতি তোলা যাবে ট্যাংকে টপ গ্রেড পেট্রল থাকলে। যুগোস্লাভিয়ায় তো হানড্রেড-অকটেন পেট্রল নেই তাই না?'

রানার এই শেষ মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল, তাতে যোগ দিতে বাকি থাকল না কেউ। এই সুযোগে বনেট নামিয়ে ড্রাইভিং সিটে ফিরে এলো রানা. এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বার কয়েক গলা খাঁকারি দেয়ালো। এসির বজ্রগম্ভীর হুংকার শুনে সবাই পিছু হটে

দাঁড়াল। কাস্টমস অফিসারের চোখে-মুখে এমন এক সগর্ব হাঁসি ফুটল, যেন তার অনুমতি না থাকলে গাড়িটার অস্তিত্বই সম্ভব ছিল না। সিলেক্টর ড্রাইভ পজিশনে ঠেলে দিয়ে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করল রানা। 'থ্যাঙ্কস টু গড, ফর দ্য অলিম্পাস র‍্যালি।'

ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো রাত দশটার দিকে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢল গাড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে নিরাপদ কার পার্কিং-এ অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। এক সময় তাজিন জানাল, ওদের আসলে ফেলে আসা ছোট্ট শহরটায় ফিরে যাওয়া উচিত, তাহলে ঝড়-বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত রাস্তার ধারের একটা মোটেলে ওঠা যায়।

ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে যে শহরটার একমাত্র মোটেলে তিনটে কামরা খালি পাওয়া গেল। তাজিন আর আলভী একটা করে কামরা নিল, তৃতীয়টায় বিশ্রাম নেবে রানা আর কাপলান।

বাথরুমের শাওয়ারে গরম পানি পেল ওরা। শাওয়ার সেরে নতুন এক সেট করে কাপড় পরল। নিজেদের জন্যে দু'কাপ কফি বানিয়ে আনল রানা কিচেন থেকে। একটা কাপ কাপলানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি?'

মাথা ঝাঁকাল কাপলান, কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না।

'ওরা কারা–ডক্টর আলতাফ বিন ওয়াসির বাসরা, মুতাব্বির বিন আলভী আর তাজিন? ইরাকী নয়তো?'

'প্রথমত, তোমার সঙ্গে আমার মৌখিক একটা চুক্তি হয়েছে, তুমি কোন প্রশ্ন করতে পারবে না; দ্বিতীয়ত, আমি ভেবেছিলাম যতক্ষণ পারা যায় তোমাকে অন্ধকারে রাখাটাই সব দিক থেকে ভাল হবে। তুমি যদি কিছু না-ই জানো, তোমাকে সহযোগী বলে বিবেচনা করা হবে না। কিন্তু এখন–তুমি এত বেশি জেনে ফেলেছ, বাকিটা জানলেও কোন ক্ষতি নেই।'

‘গুড। আমি অপেক্ষা করছি।’ কফিতে চুমুক দিল রানা।

কাপলান দিল না। ‘ব্যাপারটা তোমাকে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে, রানা। এ সেই বিরল কেসগুলোর একটা, যেখানে বাস্তব ঘটনা কল্পনাকেও হার মানায়।’

‘বলে যাও।’

‘জানো, আমরা সত্যি একটা অদ্ভুত জগতে বাস করছি।’

‘হ্যাঁ, আমিও সেটা উপলব্ধি করি।’

‘পরিচয়? দেয়া যাবে না। নাম? উচ্চারণ করা নিষেধ। কেন? কারণ দেয়ালেরও কান আছে। আমি শুধু ইঙ্গিত দেব, তুমি বুঝে নেবে।’

‘হুঁ।’

‘তুমি জানো, সম্প্রতি স্বাধীন-সার্বভৌম একটা রাষ্ট্র গায়ের জোরে দখল করে নেয়া হয়েছে,’ শুরু করল মার্কাস কাপলান ওরফে মাহরুফ কামরান। ‘সেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু দেশের মধ্যেই। তাঁরা ও-দেশে থেকেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবেন বলে পণ করেছেন। তাছাড়া দেশের বাইরে কোথায়, কার কাছে তাঁরা যাবেন? কে তাঁদেরকে আশ্রয় দেবে? ঘোষণা করা হয়েছে, কেউ তাঁদের আশ্রয় দিলে তার দেশটাও দখল করে নেয়া হবে।’

রানা চুপচাপ তাকিয়ে আছে। এসব কথা ওর জানা।

‘সম্প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণ একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় দৌড়-ঝাঁপ করে দেশে আত্মগোপন করে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ, পুরস্কারের লোভে হন্যে হয়ে উঠেছে ওখানে বিশ্বাসঘাতক সার্চ-কমিটি। আমাদের সহযোগিতায় অনেক কষ্টে গ্রিসে চলে এসেছেন তিনি—আশ্রয় পাননি, লুকিয়ে আছেন। সালোনিকার কাছে একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে। কিন্তু কিছু একটা সমস্যা দেখা দেয় ওখানে। ঠিক কী ঘটেছে আমি জানি না. হয় তিনি কোন দুর্ঘটনায় পড়েন,

কিংবা তাঁর ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যায়। সার্চ কমিটি ব্যাপারটা জেনে যায়। এই সার্চ কমিটি তাঁরই দেশের ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের নিয়ে গঠিত, দখলদার নরপিশাচদের টাকা খেয়ে বেঈমানীর পথ বেছে নিয়েছে। ফলে ওখান থেকে কাছাকাছি অন্য একটা ক্লিনিকে সরে গেছেন তিনি। হয় ভয়ে দূরে কোথাও যেতে পারছেন না, নয়তো শারীরিকভাবে নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। সার্চ কমিটি তাঁর হদিস এখনও পায়নি, পেলে দেখামাত্র খুন করবে। দুনিয়ায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এই মানুষটি নিরাপদ।'

'তুমি এর মধ্যে জড়ালে কীভাবে?'

'আমি একজন জার্মান, কিন্তু মায়ের সূত্রে আমি ই···আলোচ্য দেশের নাগরিকও। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওই দেশের ইন্টেলিজেন্সেও কিছুদিন কাজ করেছিলাম–কয়েক বছর আগে। ডক্টর বাসরা আমার বস্ ছিলেন। সাবেক এজেন্ট হিসেবে আমাকে উনি বিশ্বস্ত বলে মনে করে দায়িত্বটা দিয়েছেন।'

'সেটাই এখনও বলছ না–কী দায়িত্ব?'

'দায়িত্বটা হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ মানুষটাকে এমনভাবে গায়েব করে ফেলতে হবে, সবাই যেন বিশ্বাস করে দুনিয়ার বুকে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। এখানেই পরলোকগত হের উলরিখ ডুয়েট প্রসঙ্গ এসে পড়ে।'

'কীভাবে?'

'ভদ্রলোককে নিখুঁতভাবে গায়েব করে দিতে হলে দুনিয়ার মানুষকে তাঁর লাশ দেখাতে হবে। কাজেই তাঁর নয় তাঁর আকার-আকৃতির সঙ্গে মেলে এরকম একটা লাশ দরকার, ঠিক আছে? সেই লাশ সঠিক জায়গায় রোপণ করতে হবে, সঠিক সময়ে, এবং সঠিক কন্ডিশনে। ডক্টর বাসরার সৌভাগ্য আমাদেরও, জার্মান মাফিয়া সঠিক একটা লাশই সরবরাহ করতে পেরেছে।'

'কিন্তু আকার-আকৃতিতে মিললেও, গায়ের রঙ তো মিলবে না। সম্ভবত চোখের রঙও নয়।'

'লাশটা পাওয়া যাবে আগুনে পোড়া,' শান্ত সুরে ব্যাখ্যা করছে কাপলান। 'কিছু প্লাস্টিক সার্জারির কারিগরী ফলানো হয়েছে, মিলে যাবে প্রতিটি দাঁতের আকার-আকৃতি—এভাবেই নিশ্চিত করা হবে লাশটা নেতারই। শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে কত টাকা এর পিছনে ঢালা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা যাবে ডুয়েট যখন মারা গেছে তার অনেক পরে মারা গেছেন আমাদের নেতা। ডীপ ফ্রিজিং থেকে আমরা আসলে দুই রকমের সুবিধে পাচ্ছি।'

কফি শেষ করল রানা, তারপর ভিজে কাপড়গুলো নিংড়ে লেদারব্যাগে ভরল। 'তাজিন কি সিরিয়াসলি কথাটা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'বার্লিনে ফেরার সময় আরেকটা বাক্সে ভরে মানুষটাকে নিয়ে যাব আমরা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই সিরিয়াসলি বলেছে। ওটাই তো মূল মিশন। ওঁকে মৃত প্রমাণ করা বৃথা হয়ে যাবে, যদি না আমরা জীবিত অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনতে পারি।'

'এরকম একটা বাক্সে···কীকরে সম্ভব?'

'তাঁর বাক্সটা সামান্য বড় হবে বলে ধারণা করি। এর আগে বহুবার বহু মানুষকে ক্রেট-এ করে পাচার করা হয়েছে, তুমিও তা জানো। শুনলে আশ্চর্য হবে এ বিষয়ে কী পরিমাণ গবেষণা হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, টেকনিকও তত উন্নত হচ্ছে।'

'যেমন?'

'একটা ওষুধের কথাই ধরো, নাম লারগ্যাকটিল। এটার কাজ হলো মানুষের কাঁপুনি থামিয়ে দেয়া, শীত বোধ করতে না দেয়া, একই সঙ্গে মেটাবলিজম মন্থর করে তোলা: যাতে আইস-বাথ সহনীয় হয়ে ওঠে, আর টেমপারেচার নেমে যায় পঁচাশিতে। এই টেমপারেচারে তুমি আসলে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে

পারো না। বন্ধ একটা বাক্সে বেঁচে থাকার জন্যে তোমার শুধু দরকার কিছু অক্সিজেন আর একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজরবিং ডিভাইস—অ্যাস্ট্রনটরা তাদের ক্যাপসুলে যে-ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে আর কী।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই আমি সিরিয়াস। কেন, তুষারের নিচে চাপা পড়া মানুষ ছত্রিশ ঘণ্টা বাঁচেনি? একটা রেসিং-কারের ককপিটে চড়বার চাইতে অনেক কম ঝুঁকি, এ আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।' ক্রাচে ভর দিয়ে নিজের সব কাজ একা ভালভাবেই করতে পারছে কাপলান। কাপড়চোপড় নিঙড়ে ক্যানভাস হোল্ডঅলে ভরে ফেলল। তার ওই ব্যাগে পাঁচ-সাতটা স্পেয়ার টিউব রয়েছে, দেখে মনে হলো টুথপেস্ট। তবে রানা বুঝল, আসলে তা নয়।

রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'তবে এ-ধরনের কাজের জন্যে খুবই দক্ষ একজন ডাক্তারের দরকার হবে।'

'আমাদের সঙ্গে সেরকম ডাক্তার নেই?'

'তুমি তাজিনের কথা বলছ? আমাদের সঙ্গে তার থাকার কি এটাই কারণ?'

'আমার নয়, ডক্টর বাসরার ব্রেনওয়েভ। প্রথম যখন ওকে দেখি, ভেবেছিলাম—আল্লাহ, আমার ওপর রহম করো! কিন্তু পরে দেখলাম আমার মত লোকদের জন্যে দুনিয়ায় জন্মায়নি সে। পরে আরও একটা ভুল ধারণা ভেঙেছে—এই মিশনে তাজিন বোঝা নয়। চলো, খেয়ে নিই।'

জুলফির নিচটা চুলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'উনি...মানে, সেই ভদ্রলোক—তিনি কি এ-সব জানেন? তাঁর মত একজন মানী ব্যক্তিকে একটা বাক্সের ভেতর পুরে—আমি ঠিক কল্পনা করতে পারছি না।'

'এই প্রবীণ রাজনীতিক তো তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে বেরুতেই

চাননি,' বলল কাপলান। 'তাঁকে যে-কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখাটা জরুরী, এটা উপলব্ধি করার পর একরকম জোর করেই গ্রিসে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন তিনি নিজেই উপলব্ধি করেন যে দখলদার দানবদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হলে এখন তাঁকে বেশ কিছুদিন নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। জার্মানীই হলো সেই নিরাপদ জায়গা।'

'জার্মান সরকার ওই দানবদের বিরুদ্ধে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে?'

'জেনেও না জানার ভান করার মধ্যে আসলে কোন ঝুঁকি আছে বলে তারা হয়তো মনে করছে না।'

'আর তাজিন? কে সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দুর্ভাগা ওই দেশটার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট?'

'তাজিন হলো—তাজিন। তার সম্পর্কে সত্যি আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে জানতে পারব। ইরাকীও হতে পারে। এসো!' বলে মেঝেতে ক্রাচ ঠুকল কাপলান। 'একা আমার নয়, তোমার জেরা শুনে আমার ক্রাচটারও খিদে পেয়ে গেছে।'

রানা আগে বেরুল করিডরে ওর পিছু নিয়ে কাপলান। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল আলভী—কী-হোলে চোখ রেখে তাজিনের কামরার ভেতর তাকিয়ে আছে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে সিধে হলো সে, দরজায় নক করার ভান করল। ভেতর থেকে তাজিনের গলা ভেসে এলো, 'আমার আরও একটু দেরি হবে।'

আলভীর কাঁধে একটা হাত রেখে করিডর ধরে এগোচ্ছে কাপলান হাসি মুখে। রানা বুঝতে পারল, এতক্ষণ তাজিনের কাপড় পাল্টাবার দৃশ্যটাই চুরি করে দেখছিল আলভী।

রাত ঠিক বারোটায় অটোপুট-এ পৌঁছাল এসি, বেলগ্রেডের দিকে ছুটছে। রানার বিশ্রাম দরকার হতে পারে, তাই পিছনের সিটে

সরে গিয়ে খানিক ঘুমিয়ে নিচ্ছে কাপলান, সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে এসেছে তাজিন।

রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে বেলগ্রেড এয়ারপোর্টকে পাশ কাটাল ওরা। রাজধানী আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। টাইম শেডিউলের চেয়ে ওরা পিছিয়ে আছে, এ-কথা বলা যাবে না

শহরের বিখ্যাত রাস্তাগুলো এক এক করে পেরিয়ে আসছে এসি–মার্শাল টিটো, বুলেভার যুগোস্লোভেন্সকা নারডনে আর্মিজে। তারপর বাঁ দিকে বুলেভার ফ্রাঁসে ডেপেরেয়া উস্তানিকা। তীর চিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ড ধরে E5 অর্থাৎ অটোপুট ধরে এগোলে নিস, তারপর ম্যাসেডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ে. আর সবশেষে পৌঁছবে গিয়ে গ্রিসে।

'চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল চালাচ্ছ তুমি,' পাশ থেকে হঠাৎ বলল তাজিন। 'এবার কিছুক্ষণ কাপলানকে চালাতে দাও না কেন।'

'হ্যাঁ, তাই উচিত–দৃষ্টিভ্রম ঘটছে।' ঘুম তাড়াবার চেষ্টায় চোখ পিট-পিট করে রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। কাপলানের ঘুম ভাঙিয়ে বলা হলো ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে হুইলের দায়িত্ব নিতে।

চারজনই ওরা সুযোগ পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল। পিছনে এক ঝাঁক স্থির আলো নিয়ে ঘুমিয়ে আছে বেলগ্রেড। সামনে সার্বিয়ান আর ম্যাসেডোনিয়ান ফার্মল্যান্ডের ওপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে তিনশো মাইল এগিয়েছে অটোপুট।

নীরবে জমে ওঠা বৈরী ভাব অকস্মাৎ ভায়োলেন্সে রূপ নেয়ার উপক্রম করল কাপলান যখন প্রস্তাব দিল সবাই ওরা সিট বদলে বসুক; পিছনের সিটে তাজিন বসবে রানার সঙ্গে। যে-কোন কারণেই হোক, প্রস্তাবটা তার সম্মান ও স্ট্যাটাসের ওপর সরাসরি আক্রমণ বলে মনে করল আলভী।

'এটা আমি মেনে নিতে পারি না ' উত্তেজিত গলায় প্রতিবাদ

করল সে। 'তাজিন হয় প্যাসেঞ্জার সিটে বসবে, নয়তো আমার সঙ্গে পিছনে। রানার সঙ্গে ওর পিছনে বসবার প্রশ্নই ওঠে না।'

রানা কিছু না বলে অপেক্ষা করছে, দেখতে চায় ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায়।

'ঠিক আছে, তুমি যা বলো,' মাথা ঝাঁকিয়ে আলভীর কথায় রাজি হলো কাপলান, যে-কোন মূল্যে একটা শোডাউন এড়াতে চায়। 'তাজিন যেখানে আছে সেখানে থাকতে পারে, রানা তোমার সঙ্গে পিছনেই বসুক।'

এরকম একটা অসম্মানজনক প্রস্তাব দেয়ায় রাগ দমাতে পারছে না আলভী গজ গজ করতে করতে পিছনের সিটে উঠতে যাচ্ছে, এই সময় তাকে বাধা দিল তাজিন।

'এতটা স্বার্থপর হয়ো না, আলভী। আমারও তো খানিকটা ঘুম দরকার। সামনে বসে হেডলাইটের আলোয় ঘুমানো সম্ভব নয়।'

ঘুরে তাজিনের মুখোমুখি হলো আলভী। দু'জনের চোখ এক হয়ে থাকল দীর্ঘক্ষণ। আলভীর দৃষ্টি যেন বলতে চায়, আমার ক্ষমতা তুমি জানো না? তাহলে কোন সাহসে আমার কথার ওপর কথা বলো? আর তাজিনের দৃষ্টিতে চাপা অহংকার, যেন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে–তোমার চেয়ে অনেক ওপরে আমি। তারপরই হঠাৎ ধমক খেয়ে মা বাবার হুকুম মানতে যাচ্ছে এরকম বাচ্চা একটা ছেলের মত মাথা নিচু করে নিল আলভী, আরবীতে বিড় বিড় করে কী যেন বলল, ধীরে ধীরে ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসল। এসির সুইচ আর কন্ট্রোল সম্পর্কে কাপলানকে দ্রুত একটা ধারণা পেতে সাহায্য করল রানা।

'একটা ঘণ্টা ঘুমাতে পারলেই যথেষ্ট,' বলল ও। 'গিয়ার সিলেক্টর সরাবার দরকার নেই তোমার। স্পীড একশোর বেশি তুলো না।'

কাপলান গাড়ি ছেড়েছে এক মিনিটও হয়নি, ঘুমিয়ে পড়ল

রানা।

ঘুম ভাঙল কংক্রিটের সঙ্গে চাকার কর্কশ ঘষা খাওয়ার শব্দে আর বুকে সেফটি হারনেসের চাপ পড়ায়। চোখ মেলতেই রানা দেখতে পেল, যেন উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে একজোড়া হেডলাইট। ওদের ডান পাশের অর্ধেক জায়গা দখল করে রেখেছে একটা প্রকাণ্ড লরি, বেরিয়ে আসছে রাস্তার মাঝখানে। আলভীর হাত দুটোয় বিদ্যুৎ খেলে গেল; ওগুলো দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল সে। তাজিনের হাত রানার উরু খামচে ধরল, ট্রাউজারের ভেতর দিয়ে মাংসে নখ বসে যাচ্ছে। কাপলান নির্দয়ের মত ব্রেক কষেছে, ফলে চাকাগুলোর পক্ষে রাস্তা কামড়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এসি হড়কাচ্ছে। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে যেভাবেই হোক এসির বনেট লরির পিছনে নিয়ে আসতে পারল সে। জিনিসটা যাই হোক অ্যামবুলেন্স বা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, সাইরেন বাজিয়ে আলোর একটা ঝাপসা প্রবাহের মত পাশ কাটাল ওদেরকে।

'ভাল দেখালে, কাপলান,' বলল রানা।

'শালার লরি ড্রাইভার!' অভিযোগ করল কাপলান। 'বিনা নোটিশে রঙ সাইড দিয়ে ওভারটেক করল।'

'কেমন এগোচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'মন্দ নয়। নিস পিছনে ফেলে এসেছি। তোমার স্পীড ধরে রাখতে পারিনি, তবে দু'ঘণ্টায় পেরিয়ে এসেছি একশো ষাট মাইল।'

'গড, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি? দুঃখিত।'

'আমি ব্যাপারটা এনজয় করছি, ইচ্ছে করলে আরও দু'এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারো তুমি।'

আলভী বলল, 'আমি মনে করি হুইলে আবার রানারই বসা দরকার। সময়ের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছি আমরা, সেটা পুষিয়ে নিতে হবে। আমি এখন তাজিনের সঙ্গে পিছনে বসব।'

রানার উরুর ওপর তাজিনের হাত শিথিল হলো। তার আঙুলগুলো যেন নিজেদের আচরণে লজ্জা পেয়েছে, তাই কয়েক মুহূর্ত নড়াচড়া করতে পারল না; তারপর সরে গেল।

'তুমি রাজি, রানা?'

'ঘুমটা ভালই হয়েছে, ড্রাইভ করতে আমার কোন অসুবিধা হবে না,' বলল রানা।

রাতের এই সময়টাকে শূন্য প্রহর ভাবতে ইচ্ছে করল রানার, রাস্তায় প্রায় কিছুই নেই। অটোপুটের সারফেস খুব ভাল, এই সুযোগে রেকর্ড গড়ল এসি, পরবর্তী এক ঘণ্টায় পার হলো একশো পঁয়ত্রিশ মাইল। স্কোপিয়ে পিছিয়ে গেছে ওদের বাম পাশ দিয়ে, ভোরের প্রথম আলোয় সারি সারি বহুতল ভবন দেখা যাচ্ছে। তবে স্থির বাতাসে কুয়াশা ভাসছে।

'সাড়ে পাঁচটা,' বলল কাপলান। 'গ্রিক সীমান্ত আর পঁচাশি মাইল দূরে। ঘড়ির কাঁটা ধরে পৌঁছাতে পারব না, তবে আধঘণ্টার বেশি দেরিও হবে না।'

ভারডার নদীর দু'পাশে পাহাড়। নদীর ওপর সেতু আছে, কিন্তু সেতুর পর রাস্তা ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে। ভোরের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হলেও হেডল্যাম্প জ্বেলে রেখেছে রানা। কাপলানের মন্তব্য মাত্র শেষ হয়েছে কী হয়নি, এই সময় ব্রেকে চাপ দিতে শুরু করল রানা। সিকি মাইল দূরে ছোট একটা আলো দেখতে পেয়েছে ও, এদিক-ওদিক দুলছে। কাছাকাছি এসে রাস্তার ধারে একটা গাড়ির গাঢ় আকৃতি দেখতে পেল ওরা, অদ্ভুত ভাবে একদিকে ডেবে গেছে। কয়েক গজ দূরে হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক।

'কী ব্যাপার?' চড়া মেজাজে জিজ্ঞেস করল আলভী।

'কেউ কোন বিপদে পড়েছে,' বলল রানা।

'থেমো না,' বলল আলভী। 'এদিকে এভাবেই লোকজনকে

দাঁড় করিয়ে ডাকাতি করা হয়। দেখছ না চারদিক কেমন নির্জন।'

'দেখে মনে হচ্ছে জার্মান গাড়ি, একটা মার্সিডিজ,' বলল রানা। 'নাম্বার প্লেট জার্মান কিনা দেখতে পাচ্ছ?' সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা গাড়িটার কাছকাছি চলে এলো এসি।

'হ্যাঁ, জার্মান প্লেট,' বলল কাপলান। 'সম্ভবত র‍্যালির একট গাড়ি।'

'আমাদের সময় নেই,' জেদের সুরে কথা বলছে আলভী 'তুমি থামবে না।'

'ওরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে,' রানা মোটেও উত্তেজিত নয়। 'একবার দেখা দরকার।'

টর্চ নেভাল লোকটা, তার পাশে গাড়ি থামাল রানা। মাথায় সোনালি চুল, বয়স হবে পঁচিশ, চোখ দুটো নীল। জার্মানীর লোক, সন্দেহ নেই। আতংকে দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে। 'আপনাদের ঈশ্বর পাঠিয়েছেন…,' নিজের ভাষায় এভাবে শুরু করল সে।

'তোমার সমস্যাটা কী?' থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা ঘোড়াকে এড়াতে গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে যাই আমরা, গাড়ির একটা শক-অ্যাবজরবার ভেঙে যায়। ওটা বদলাচ্ছি আমরা, এমন সময় জ্যাকটা হড়কে গেল—গাড়িটা পড়ল বডমারের গায়ে—মানে, আমার কো-পাইলটের গায়ে।'

'কী সর্বনাশ!' রানাকে অস্থির দেখাল। সে কি এখনও গাড়ির তলায়?'

'হ্যাঁ। প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে ও, অথচ গাড়িটা আমি তুলতে পারছি না। ঈশ্বর আপনাদের না পাঠালে…'

গাড়ি থেকে নামছে রানা। এঞ্জিন বন্ধ করায় মার্সিডিজের নিচ থেকে আহত লোকটার গোঙানি এখন স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে সবাই। লোকটা অসহ্য ব্যথায় পা ছুঁড়ছে, ফলে মাটিতে বুট আছড়ানোরও শব্দ হচ্ছে।

'কাপলান, জ্যাকটা বের করো, জলদি!' বলল রানা। 'কাজে

লাগবে ওটা। নেমে এসো, আলভী। তোমার সাহায্যও দরকার।

তরুণকে সঙ্গে নিয়ে মার্সিডিজের দিকে ছুটল রানা। সামনের ডান দিকের চাকা খোলা হয়েছে, সেটার সঙ্গে সাসপেনশন-এর বিভিন্ন পার্টস আর এক গাদা টুলস পড়ে রয়েছে মাটিতে। যেখানে চাকা থাকার কথা, সেই জায়গার মাঝখানটা কো-ড্রাইভারের বুকে নেমে এসে চেপে বসেছে, যেন পেরেকের মত গেঁথে রেখেছে তাকে রাস্তার সঙ্গে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে বেচারি, বুট পরা গোড়ালি ঠুকছে মাটিতে। 'দোহাই লাগে, তোলো এটা!'

'আপনারা সাহায্য করলে গাড়িটা উঁচু করা সম্ভব,' তরুণ ড্রাইভার বলল। 'চারজন ধরলে কেন পারব না?'

'না। উঁচু করে আবার ওর ওপরই ফেলে দিতে পারি,' বলল রানা। 'আমাদের জ্যাকটা আগে ফিট করি, তাহলে কোন ঝুঁকি থাকবে না।'

জায়গা মত জ্যাক বসিয়ে ধীরে ধীরে আটকা পড়া লোকটার বুক থেকে ভার সরিয়ে নেয়া হলো। ধাতব বোঝা বুক ছেড়ে উঁচু হচ্ছে, লোকটা আরেকবার গুঙিয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এলো তার শ্বাস-প্রশ্বাস।

মনে বোধহয় এখনও সন্দেহ যে এটা কোন ফাঁদ, তাই খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে এসির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আলভী। রানার বিশ্বাস, পিস্তলটাও রেডি রেখেছে সে। এটা সার্চ কমিটির ফাঁদ হলে ওদেরকে কাভার দেয়ার জন্যে।

এই সময় গাড়ি থেকে নেমে ছুটে আসতে দেখা গেল তাজিনকে। আহত লোকটাকে দেখবার জন্যে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়তে যাচ্ছে মাটিতে।

'সাবধান, তাজিন,' সতর্ক করল রানা। 'আগে ওকে পুরোপুরি বের করে আনতে দাও।'

'আরও আস্তে-ধীরে বের করো,' বলল তাজিন। 'জখমটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

এইসময় গাড়ির শব্দ হলো। একটা প্রাইভেট কার। পকেটে হাত ভরে সেইদিকে হাঁটছে আলভী ভাবটা যেন, বিপদ হলে সে একাই সামলাবে। রানা দেখল, লাল একটা টয়োটা, ভেতরে কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। গাড়িটা থেমে এলো, জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার। কিছু জিজ্ঞেস করল আলভীকে, ও মাথা নাড়তেই আবার স্পীড তুলে চলে গেল।

জ্যাকের সাহায্যে উঁচু করা গাড়ির তলা থেকে সাবধানে সরিয়ে আনা হলো আহত লোকটাকে, শরীরটা এখনও তার মোচড় খাচ্ছে। পুরুষরা সরে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ করে দিল তাজিনকে। তার আচরণ দেখেই বোঝা গেল এ-ধরনের কাজে সে অভ্যস্ত। প্রথমে ওভারঅল, তারপর শার্টটা খুলল তাজিন। বুক-পেট পরীক্ষা করল।

'অবস্থা দেখছি বেশ সিরিয়াস।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল তাজিন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত যা নেয়ার ও-ই নেবে বলে ধরে নিয়েছে। 'বুকের খাঁচা ভেঙে গেছে। আমি ভয় পাচ্ছি তার ফলে হয়তো ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। অন্যান্য আরও ইন্টারন্যাল ইনজুরি থাকতে পারে।'

'ওহ্, গড!' তরুণ ড্রাইভারকে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'ও কি মারা যাচ্ছে?'

'না, উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে মরবে না।'

'আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারব?' জিজ্ঞেস করল কাপলান।

ভিড়টার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে আলভী। 'আমাদের হাতে সময় নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এরইমধ্যে প্রচুর সময় নষ্ট করেছ।'

'স্ট্রেচার ছাড়া ওকে নাড়াচাড়া করাটা বিপজ্জনক,' বলল তাজিন, আলভী কী বলল না বলল গ্রাহ্য করছে না। 'একটা অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে। স্কোপিয়ে এখান থেকে কতটা পিছনে?'

'আট থেকে দশ মাইল ' জবাব দিল কাপলান।

'ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়!' সামনে বাড়ল আলভী। তরুণ ড্রাইভার হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকাল। 'ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হলে কম করেও আধঘণ্টা সময় বেরিয়ে যাবে। এই পথে আরও অনেক গাড়ি আসবে, তাই না?'

'তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না পেলে লোকটা মারা যেতে পারে, আলভী,' বলল রানা। 'এরকম অবস্থায় ঝুঁকি নেয়া চলে না। গাড়ি ঘুরিয়ে স্কোপিয়ের দিকে যাচ্ছি আমি। ওর সঙ্গে তাজিন থাকলে ভাল হয়। কী, তাজিন?'

রাগে ফুলে উঠছে আলভীর নাক-মুখ; সেদিকে চোখ রেখে তাজিন নরম সুরে বলল, 'এটা একটা মানবিক ব্যাপার, আলভী।'

রানা আর কাপলান দৃষ্টি বিনিময় করল, দু'জনেই পরস্পরের নীরব ভাষা বুঝতে পারছে। তাজিনকে ওরা আলভীর সঙ্গে একা রেখে যেতে রাজি নয়।

'আপনারা সত্যি দয়ালু,' তরুণ ড্রাইভার বলছে। 'যদি দেরি করিয়ে দিই, সেজন্যে দুঃখিত, তবে...' অসহায় ভঙ্গিতে হাত তুলে বডমারকে দেখাল সে। তাকে ছেঁড়া কম্বল আর কোটের ওপর শোয়াবার চেষ্টা করছে তাজিন। তরুণ ড্রাইভারের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে এসির দিকে এগোল রানা।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাতে যাবে, অপর দরজাটা খোলবার আওয়াজ পেল রানা। ওর পিছনের সিটে উঠে বসছে আলভী। 'তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, আলভী, আমার পাশের সিটে চলে এসো।'

'এখানেই ভাল আছি আমি,' বেসুরো গলায় বলল আলভী। 'তুমি গাড়ি ছাড়ো।'

আরব লোকটার চেহারায় বিপদের চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। নাকের ফুটো ঘন ঘন ছোট আর বড় হচ্ছে। মুখের পেশীতে খিঁচুনি উঠে যাচ্ছে। চোখের ওপর নেমে এসেছে পাতা

জোড়। কোন সন্দেহ নেই যে তার মনে ভয়ানক কোন ইচ্ছে আছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘাড়ের পিছনে রানার চুল খাড়া হয়ে গেল। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'হয় তুমি নেমে যাও, নয়তো আমি যা বলি শোনো।' ইগনিশন অফ করবার জন্যে হাত বাড়াল।

'ওই সুইচ ধরবে না!'

পিস্তলটা আগে থেকেই আলভীর হাতে ছিল, নাকি এই মাত্র বের করল, রানা জানে না। তবে হঠাৎ দেখল মাজলটা ওর মাথার পিছন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। স্থির হয়ে গেল ও, হাত মাঝপথে থেমে গেছে।

'তুমি স্কোপিয়েতে যেতে চেয়েছিলে। বেশ, তাই চলো। এটা এখন আমার হুকুম।'

সঙ্গে সঙ্গে রানার বোঝা হয়ে গেল কী করতে চাইছে আলভী। স্কোপিয়ে একটা কথার কথা, ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে বাকি সবার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে যেতে চাইছে সে। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে লোকটার ভেতর ব্যক্তিগত ঘৃণা আর আক্রোশ জমে উঠেছে ওর বিরুদ্ধে। কাজেই বোঝাপড়াটা কী হবে আন্দাজ করা কঠিন হলো না। খুলিতে মাজল ঠেকিয়ে একটা গুলি, তারপর পাসপোর্ট আর কাগজপত্র বের করে নিয়ে নির্জন রাস্তায় লাশটা ফেলে দেয়া—ঝামেলা শেষ। 'ধরো তোমার হুকুম আমি মানলাম না।'

'না মেনে কোন উপায় নেই। আয়নায় দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে কী এটা। কোথাকার কোন এক জার্মানকে সাহায্য করবার আবেগ দেখাতে গিয়ে গোটা মিশন আমি ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না।'

কথায় কথায় পিস্তল বের করে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছ তুমি,' বলল রানা। 'আমাকে হয়তো গুলি করতে পারবে, কিন্তু তারপর কাপলানকে তুমি সামলাবে কীভাবে? মার্সিডিজের ড্রাইভারের কথা না হয় বাদই দিলাম।'

সবাইকেই আমি সামলাতে পারব। গ্রিক সীমান্ত আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে। তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তোমাকে এখন আর আমাদের দরকার নেই।'

মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ানো গ্রুপটার দিকে তাকাল রানা। কেউ তারা এদিকে তাকিয়ে নেই। কাপলানকে দেখে মনে হলো না যে সে জানে আলভী এসিতে চড়ে বসেছে। সে, ড্রাইভার আর তাজিন আহত বডমারকে নিয়ে ব্যস্ত। রানা উপলব্ধি করল, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একজন ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছে ও। লোকটা ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এখন দরকার শুধু একটা অজুহাত।

আলভী তার পিস্তল শক্ত, অনড় ভঙ্গিতে ধরে আছে। রানার একমাত্র অস্ত্র এসিটা। নিশ্চিত হবার জন্যে চোখ নামিয়ে চট করে একবার দেখে নিল লিভারটা ড্রাইভ পজিশনে আছে কিনা। ও জানে, পায়ের তলায় রয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ হর্সপাওয়ার। অ্যাকসেলারেটরে জোরে একটা লাথি, এঞ্জিন সঙ্গে সঙ্গে গাড়িকে সামনে ছুঁড়ে দেবে। তাতে মুহূর্তের জন্যে ছিটকে পড়বে আলভী।

তবে অকস্মাৎ ঝাঁকি খাওয়ায় ট্রিগারেও টান পড়তে পারে। একটা বুলেট পথ করে নিতে পারে রানার মগজের ভেতর দিয়ে।

'ডোন্ট ডু ইট, মাই বয়!' এই কণ্ঠস্বর, স্বয়ং রাহাত খানের, এত স্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে যাচ্ছিল এই ভেবে যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ওর ডান পা, পেডালে নামার জন্যে তৈরি হয়ে ঝুলে আছে, ইতস্তত করছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটা এঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনের রাস্তায় তাকাল রানা। খালি হাইওয়ে ধরে দক্ষিণ দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে, যাচ্ছে স্কোপিয়ের দিকে। ভোর হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে, তবে কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যায় না। গাড়িটা আরও কাছে আসতে নিশ্চিত হওয়া গেল। বডমারের ভাগ্যটা ভাল। এটা একটা যুগোস্লাভ পুলিস-

কার। গাড়িটা থামল। সামনের দরজা খুলে নিচে নামল ইউনিফর্ম পরা দু'জন অফিসার।

নয়

সাতটার কিছু আগে গ্রিক সীমান্তে পৌঁছাল ওরা, বার্লিন ত্যাগ করার কমবেশি একত্রিশ ঘণ্টা পর।

সীমান্তের দিকে আসার পথে আলভী কী করেছে বর্ণনা দিল রানা। শুনে কাপলান আর তাজিন প্রচণ্ড রেগে উঠল। আলভী নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে, শুনে নিজের কানকে রানা যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ও শুধু বিস্মিতই হয়নি, খানিকটা ঘাবড়েও গেছে। একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা-আচরণ এত দ্রুত এভাবে আমূল বদলায় না। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল ও। কাপলান ওকে পিস্তলটা হস্তান্তর করতে বাধ্য করলেও আলভীকে একটা বিপদ বলেই মনে করছে।

যুগোস্লাভিয়ার সর্বশেষ মোটেল থেকে র‍্যালি প্রতিযোগীদের একটা লাইন দেরি করে রওনা হয়েছে, ফলে দুই দেশের কাস্টমস পার হবার সময় এসিকে তাদের কারগুলো স্যান্ডউইচ বানিয়ে রাখল। ইতোমধ্যে রানার মধ্যে বেপরোয়া একটা ভাব দেখা দিয়েছে, কাস্টমস গাড়ি সার্চ করবে কি করবে না তা নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছে না। চোখে ঘুম, হাসিমুখে গ্রিক কাস্টমস অফিসাররা ইঙ্গিতে এগোবার অনুমতি দিল, কোন রকম সার্চ বা মন্তব্য না করেই।

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এমনি ভঙ্গিতে একটা রেস্তোরাঁ

সামনে গাড়ি থামাল রানা। কাউকে কিছু না বলে সোজা গিয়ে ঢুকল টেলিফোন বুদে, ডায়াল করল সোহেলের মোবাইল নাম্বারে। সোহেলের বক্তব্য শোনার পর কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। গোটা ঘটনাটা কী নিয়ে জানা হয়ে গেছে ওর, সোহেলের বক্তব্য শুনে সেটা আরও পরিষ্কার হয়েছে।

'এবার আমার কিছু নির্দেশ টুকে নে,' বলে একনাগাড়ে তিন মিনিট কথা বলে গেল রানা।

গাড়িতে ফিরতেই ওর ওপর হামলে পড়ল তিনজনই, জানতে চায় কোথায়, কাকে, কী জানাল রানা।

'জানালাম, এখনও বেঁচে-বর্তে আছি।'

'কাকে? কাকে জানালে?' জিজ্ঞেস করল কাপলান।

'বউকে।'

তাজিনের চোখজোড়া একচুল বড় হলো। প্রসঙ্গের এখানেই ইতি।

পলিকাস্ট্রন-এর ভেতর দিয়ে ছুটছে এসি, সবুজ-শ্যামল উত্তর গ্রিসে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা। গাড়ির ভেতর কেউ ওরা অনেকক্ষণ হলো কথা বলছে না। ওদের সামনে নিঃশব্দ একটা রহস্যের মত আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাউন্ট অলিম্পাস, ধূসর এপ্রিল আকাশের গায়ে প্রায় অস্পষ্ট। সকালবেলার কুয়াশার ভেতর যে যার খেতে চাষ করছে কৃষকরা।

কাপলান আর তাজিন কম তিরস্কার করেনি আলভীকে। কিন্তু তাকে এ-প্রশ্ন একবারও করা হয়নি, কেন সে বলল যে রানার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাহলে কি কাপলান আর তাজিনও তাই মনে করে? রানা খরচযোগ্য? কাজ শেষ হবার পর ওকে আর বাঁচিয়ে রাখবার দরকার নেই? কিন্তু কাজ বা মিশন শেষ হতে তো এখনও অনেক দেরি, তাই না? গ্রিসে পৌঁছাল ওরা, আবার জার্মানে ফিরে যেতে হবে। নাকি আলভী ভাবছে অসুস্থ সেই ভদ্রলোকটিকে বাক্সে ভরে জার্মানীতে নিয়ে যাওয়া অবাস্তব একটা

ধারণা?

রানা জানে গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে অনেক নিরীহ ভাল মানুষকে মেরে ফেলবার দৃষ্টান্ত এসপিওনাজ জগতে ভূরি ভূরি এই মিশনে ও-ই একমাত্র বহিরাগত, কাজেই ওকে বিশ্বাস করতে না পারাটাই স্বাভাবিক

শহরের ভেতর এই রাস্তায় জোরে গাড়ি চালানো সম্ভব নয় র‍্যালি কারগুলোকে ওভারটেক করবার সুযোগ দিয়ে ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে রানা। সামনে পড়ল টি-জংশন ইয়েফায়রা, র‍্যালি ক্রুরা বাঁক নিয়ে ডানদিকে চলে যাচ্ছে। এসি ঘুরল বাম দিকে স্যালন লেখা সাইনবোর্ডের তীরচিহ্ন অনুসরণ করে।

থেসালোনিকির পরিবেশ আর ঘর-বাড়ির স্থাপত্যরীতি যতটা বাইজ্যানটাইন ততটাই হেলেনিক; দৈনন্দিন কর্ম-ব্যস্ততায় পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যের প্রভাবই যেন বেশি। আধুনিক যানবাহনের পাশাপাশি ঘোড়া, গাধা আর খচ্চর-টানা গাড়িও দু'একটা করে দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাটে। আত্মহত্যাপ্রবণ বেপরোয়া গতিতে স্কুটার ছোটাচ্ছে তরুণরা

কী কারণে বলা মুশকিল সাংঘাতিক নার্ভাস দেখাচ্ছে আলভীকে। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে সার্চ কমিটির স্পাই আছে বলে সন্দেহ করছে সে। পিছনের প্রতিটি গাড়িতেও।

'শেডিউল থেকে দু'ঘণ্টা পিছিয়ে আছি আমরা,' ঘ্যানঘ্যানে সুরে বলল সে। এই দেরি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এখন গোটা শহর জেগে উঠেছে, লোকজন সব রাস্তায়।'

'তোমার ঘ্যানর ঘ্যানর থামাও তো!' ধমক দিল কাপলান 'চারদিকে এত গাড়ি থাকায় আমাদের ওপর বরং বিশেষ দৃষ্টিতে কেউ তাকাবে না। রিল্যাক্স চেষ্টা করো তোমাকে যেন একজন জার্মান ট্যুরিস্ট বলে মনে হয়

কাপলানের পরামর্শ শুনে তাজিন পর্যন্ত নিঃশব্দে হেসে ফেলল। কিন্তু সবুজ থেকে লাল হয়ে ওঠা ট্র্যাফিক সিগন্যালে

সময়মত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়ে রানা উপলব্ধি করল, ওর ক্লান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। 'আরও দূরে, কাপলান?' জানতে চাইল ও।

কাপলান যেন ক্লান্ত হতে জানে না, ঘাড় ফিরিয়ে ভাল চোখটা দিয়ে তাকাল, লাল হয়ে আছে ওটা। খুব বেশি হলে আর পাঁচ কি দশ মিনিট। পারবে?'

'ওই পর্যন্তই।'

ভাল হাঁটুর ওপর রোড ম্যাপের ভাঁজ খুলল কাপলান। ইগনাসিয়া স্ট্রীট ধরে এগোচ্ছে ওরা। সামনে পড়বে হারবার। রানাকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে সে।

ঘনঘন পাতা ফেলে চোখ থেকে ঘুম তাড়াচ্ছে রানা। কাপলানের দিক-নির্দেশ যান্ত্রিক পুতুলের মত অনুসরণ করছে। হারবারে বেরিয়ে আসতে আকস্মিক উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কাপলান রানার গতি কমিয়ে দিয়ে হেলিওপোলিস ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা হোটেল খুঁজছে। এক মিনিট পর তোরণ আকৃতির গেট দিয়ে প্রাচীন এক দুর্গের বিশাল উঠানে ঢুকল রানা। তারপর আরেকটা ফটক। ফটকের ভেতর একটা গ্যারেজ। রোদ থেকে গাঢ় ছায়ায় ঢুকে সবাই প্রায় অন্ধ হয়ে গেল। হেডল্যাম্প জ্বেলে পিছনের দেয়ালে প্রায় নাক ঠেকিয়ে গাড়ি থামাল রানা।

জারবর্গ রোডের গ্যারেজ থেকে রওনা হবার পর এসি পেরিয়ে এসেছে ১৬৬৮ মাইল।

মোয়াক্কাসকে কেউ খুঁজে পেয়েছে? নাকি মুকুট আকৃতির মাথা নিয়ে দৈত্যাকার লোকটা এখনও কংক্রিটের ধাপে পড়ে আছে, নিজেরই জমাট বাঁধা রক্তের ওপর?

আর মাস্টাঙটা? টন-টন মাটি আর পাথরের নিচে থেকে উদ্ধারকর্মীরা বের করতে পেরেছে ওটাকে? কারা ছিল ওরা?

অস্পষ্টভাবে টের পেল রানা, গাড়ি থেকে নামছে সবাই।

বিশাল গোঁফ আর বামুনের পা নিয়ে এক লোককে ঢুকতে দেখা গেল গ্যারেজের ভেতর গ্রিক নাকি তুরকি বলা মুশকিল। সঙ্গের তিনজনকে দেখে মনে হলো, এই লোককে তারা চেনে, এখানে তাকে দেখতে পাবে বলে আশাও করছিল।

'হ্যালো, মিস্টার আলমাসালু,' বলল কাপলান। 'পৌঁছাতে আমাদের একটু দেরি হলো। এদিকে সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক, মিস্টার কামরান। হোটেলে আপনাদের জন্যে রুম রিজার্ভ করা আছে। আমার গাড়িও অপেক্ষা করছে। আপনারা জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তো?' একে একে সবার দিকে তাকাল আলমাসালু, তাকাল না শুধু রানার দিকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কাপলান। 'আমার জন্যে একটা পিস্তল যোগাড় করা গেছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সগর্বে সাদা দাঁত দেখাল আলমাসালু। 'একটা ওয়ালথার।' আবারও রানা বাদে সবার দিকে তাকাল সে। 'তবে আশা করি পিস্তলটা আপনার ব্যবহার করবার দরকার হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এসির বুটটার দিক ইঙ্গিত করল কাপলান 'আপনার গাড়ি রিভার্সে দিয়ে সরিয়ে আনুন, জিনিসটা আমরা আপনার বুটে তুলে দিই। আপনার বুটের সাইজ ঠিক আছে তো?'

'অবশ্যই। এটা মার্সিডিজ না।' অস্বাভাবিক ছোট পা নিয়ে হাঁটার সময় আলমাসালুকে মনে হলো গড়াচ্ছে।

'বুটের চাবিটা দেবে, প্লিজ, রানা?' জিজ্ঞেস করল কাপলান 'রানা!'

চিবুকটা বুকে নেমে এসেছিল রানার, চোখ বন্ধ। চোখ মেলে মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকাল ও। তারপর ইগনিশন সকেট থেকে চাবির গোছা বের করে গাড়ি থেকে নেমে এলো। হঠাৎ টলে উঠল শরীরটা, কাছাকাছি থাকায় দ্রুত ওকে ধরে ফেলল তাজিন।

'ঠিক হয়ে যাবে চোখে পানি দেয়া দরকার।'

'একটু পরেই তুমি ঘুমাতে পারবে, তাজিনের কণ্ঠস্বর ...

কাছে আর এত কোমল! কনুইয়ের ওপর তার আঙুলের চাপ ওর শরীরে যেন শক্তি যোগাচ্ছে।

বুটটা খুলল রানা। সবাই যে-যার নিজের হোল্ডঅল তুলে নিল। বাক্সটাকে ভালভাবে গোঁজ দিয়ে আটকানো হয়েছিল, ঘটনাবহুল দীর্ঘ ভ্রমণে প্রায় নড়েনি বললেই চলে। একটু বোকার মতই ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, এখনও কল্পনায় আনতে পারছে না এত ছোট একটা বাক্সে কীভাবে একটা মানুষের লাশ আঁটতে পারে। ওরা কি ডুয়েটের কাপড় খুলে নিয়েছে? জায়গা কম লাগবে ভেবে লাশের ঘাড়টা ভেঙে নেয়নি তো? লক্ষ করল মেটাল ব্যান্ডগুলো আগের মত ঘামছে না। ক্লান্তির চেয়ে কৌতূহল বেশি, কাঠের ওপর একটা হাত রাখল। এখন আর ঠাণ্ডা লাগছে না। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো কাপলানের

'তুমি যথেষ্ট করেছ, বন্ধু' বলল কাপলান। 'বাকি কাজটা আলভী আর আমি করব। তাজিন, রানার দিকে একটু খেয়াল রেখো, কেমন? বিশেষ করে নজর রাখতে হবে ওর ঘুমে যাতে কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে ঘণ্টা কয়েক পরেই আবার ওকে দরকার হবে আমাদের।'

'তারমানে মিশনটা এখনও ঠিক আছে, বাতিল করা হয়নি? যে প্ল্যান করা হয়েছিল...'

'কী বলছ কী! মিশন বাতিল করা হবে কেন?' আকাশ থেকে পড়ল কাপলান। 'যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছে সেভাবেই সব ঘটবে।'

'কখন আমরা ফিরতি পথ ধরব? গাড়িটার মেইন্টেন্যান্স-এর কিছু কাজ আছে।'

'আজ মাঝরাতে। তাই না তাজিন?'

রানাকে অবাক করে দিয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে তাজিনের দিকে তাকাল কাপলান।

মাথা ঝাঁকাল তাজিন হ্যাঁ মাঝরাতে

'তুমি আর আলভী কতটা সময় নেবে?'

'আমাদের ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ব্যাপারটা নির্ভর করবে জোয়ার-ভাটার ওপর।'

গ্যারেজের দরজায় নিজেকে সেন্ট্রি বানিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আলভী। বড় একটা মার্সিডিজকে পিছু হটে ভেতরে ঢুকতে দেখে এক লাফে সরে দাঁড়াল সে। রানার সাহায্য ছাড়াই এক গাড়ির বুট থেকে আরেক গাড়ির বুটে সরানো হলো ভারী বাক্সটা।

রানা অস্পষ্টভাবে সচেতন ওকে কী যেন বলছে কাপলান, তারপর দেখল অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার্সিডিজে চড়বার সময় ওর দিকে ঘৃণা মেশানো অগ্নিদৃষ্টি হানল আলভী। মার্সিডিজের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গর্জে উঠল এঞ্জিন। ঝাঁকি খেয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। রানা উপলব্ধি করল এই প্রথম তাজিনের সঙ্গে একা রয়েছে ও।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাজিনের, তবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল না। স্বপ্নটা দ্রুত স্মৃতি থেকে মুছে যেতে চাইছে অথচ রানার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই। তবে নিকট অতীতের অনেকগুলো ঘটনা একের পর এক মিছিল করে ফিরে আসছে মনে, স্বপ্নটা তাজিন হারিয়েই ফেলল।

মার্সিডিজ চলে যাবার পর রানাকে নিয়ে হোটেলে উঠেছে সে পাশাপাশি দুটো কামরায়–মাঝখানে একটা দরজা সহ। হোটেলের খাতায় সেই সই করেছে, খেয়াল রেখেছে লাগেজগুলো যাতে ঠিকমত যার যার ঘরে পৌঁছায়। 'মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখব, তুমি যখন ঘুমাবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

চোখে যতই ঘুম থাক, রানা জিজ্ঞেস করতে ভোলেনি, 'কেন, তোমার ভয় করছে? এখানে নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করছ না?'

হাসল তাজিন। মাথা নাড়ল। 'আমার নয়, আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছি।

'কেন? এখানে কে আমার শত্রু?'

'চিনলে তো কথাই ছিল!' কাঁধ ঝাঁকাল তাজিন। 'কী করব?'

'দরজাটা তোমার দিক থেকে খোলা থাক,' বলল রানা। 'আমার দিকটা আমি বন্ধ রাখব।'

'তারমানে ইচ্ছে করলে তুমি আমার ঘরে ঢুকতে পারবে, কিন্তু আমি পারব না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আমার কোন আপত্তি নেই।

আপত্তি নেই বলার পরেও তার ঘরে রানা ঢোকেনি। ঢোকার কথাও নয়, নিশ্চয়ই পড়ে পড়ে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে ও। না ঘুমালেও যে ঢুকত, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বোঝাই তো গেছে, নিপাট ভদ্রলোক।

চোখ মেলল তাজিন। সঙ্গে সঙ্গে দেখল তার বিছানার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিপাট ভদ্রলোকটি। 'এই যে, বিশ্রাম কেমন হলো?'

'ভালই,' বলে চাদরের তলা থেকে নগ্ন বাহু জোড়া বের করে আড়মোড়া ভাঙল তাজিন। 'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

'চারঘণ্টার কিছু বেশি।'

'তুমি?

'আমিও প্রায় তাই,' বলল রানা, ডাহা মিথ্যে কথা

'তোমার তো আরও ঘুম দরকার ছিল।' বিছানার ওপর উঠে বসল তাজিন। পরনে শুধু স্লিপিং গাউন থাকায় গা থেকে চাদরটা খসতে দিচ্ছে না। 'নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। ওরা এখনও ফেরেনি, না?'

'নাহ।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ওদের ফিরতে এখনও অনেক দেরি আছে। তাজিন, একটা কাজে তোমার সাহায্য চাই আমি

করবে?'

হেসে ফেলল তাজিন। 'আমি তো জানি তুমি আমাদেরকে সাহায্য করছ। তোমার আবার কী সাহায্য দরকার?'

'তুমি তৈরি হয়ে লাঞ্চ খেতে এসো, তখন বলব। আমি যাই, অর্ডার দিই। আমার মেন্যু তোমার পছন্দ হবে তো?'

মাথা নাড়ল তাজিন। 'কী করে হবে, তুমি যদি বাগদাদী কাবাব আর ডিজার্ট হিসেবে ইরাকী খোরমার অর্ডার না দাও?'

হেসে উঠে তাজিনের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো রানা।

দশ মিনিট পর প্রাচীন দুর্গের একটা খোলা বারান্দায় রানাকে টেবিলে বসে থাকতে দেখল তাজিন। নতুন জিনস আর পপলিনের সাদা শার্ট পরেছে সে। শার্টটা কোমরে গোঁজা, ফলে স্তনের সুডৌল আকার বাইরেও ফুটে আছে। টেবিলে রানার পাশে বসে দূরে, ব্যস্ত হারবারের দিকে তাকাল সে; মাথার স্কার্ফটা বাতাসে উড়ছে।

এটা ঠিক লাঞ্চের সময় নয়, তাই বারান্দার বেশিরভাগ টেবিলই খালি পড়ে আছে। খেতে বসে কৌশলে তাজিন সম্পর্কে যতটা পারা যায় জানার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তাজিন ভান করল শুনতে পায়নি, পাল্টা রানা সম্পর্কে এটা-সেটা জানতে চাইল।

লাঞ্চ শেষ হলো। সবশেষে টার্কিশ কফি।

'তাজিন–'

'ইয়েস?'

'আমার সম্পর্কে তুমি তেমন কিছু জানো না,' বলল রানা, 'তাই আমাকে তুমি বিশ্বাস করো কিনা জিজ্ঞেস করাটা হাস্যকর হয়ে যাবে...'

'হাস্যকর হওয়া পর্যন্ত যাবার দরকার নেই,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল তাজিন। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। যে-মানুষ কয়েকবার নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে এতগুলো লোককে বাঁচিয়েছে, যে মানুষ পাঁচ মিলিয়ন

মার্কিন ডলার বন্ধুকে দান করে দেয়...'

এবার রানার বাধা দেয়ার পালা। 'সময় কম। তুমি তাহলে বিনা শর্তে আমাকে একটা কাজে সাহায্য করছ?'

'বিনা শর্তে?' মাথা নাড়ল তাজিন। 'তোমাকে বলতে হবে ব্যাপারটা কী নিয়ে।'

'সব খুলে বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের কোন ক্ষতি আমি করব না।'

এবার মাথা ঝাঁকাল তাজিন। 'ঠিক আছে। আমার সাহায্য পাচ্ছ তুমি। এবার বলো কী করতে হবে আমাকে।'

সালোনিকাকে পিছনে ফেলে প্রাচীন পাঁচিল ঘেরা পুরানো শহরে চলে এলো ওরা, তারপর পাহাড়ী পথ ধরল। একটা রোড ম্যাপ আগেই কিনেছে রানা, তারপরও গাড়ি থামিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ঠিক পথেই এগোচ্ছে কিনা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে রাস্তাটা মাউন্ট কিশোর-এর দিকে চলে গেছে।

'জায়গাটা চেনো না, যেখানে যাচ্ছ?' এক সময় জিজ্ঞেস করল তাজিন। একটু উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে। হয়তো ভাবছে, ভাল-মন্দ কী ব্যাপার কিছুই না জেনে সাহায্য করার প্রস্তাবে রাজি হওয়াটা কি তার উচিত হয়েছে?

তবে রানার মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো বা উত্তেজনার ভাব নেই। যেন কোন কাজে আসেনি, বান্ধবীকে নিয়ে রোমান্টিক সময় কাটাতে এসেছে।

'তুমি তো আসলে ডাক্তার, তাই না?'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল তাজিন। 'কাপলান বলেছে, না?'

'হ্যাঁ।'

একটু পর তাজিন জিজ্ঞেস করল 'আমার সম্পর্কে আর কিছু বলেনি সে?'

'যতটুকু জানে সবই বলেছে

'সেটা কতটুকু?'

'বলেছে, তাজিন হলো–তাজিন

হেসে ফেলল তাজিন।

'ফেরার পথে অনেক বড় দায়িত্ব চাপবে তোমার কাধে,' বলল রানা।

'ঠিক কী বলতে চাও?'

'না, মানে, কিছু যদি সমস্যা দেখা দেয়, চিকিৎসার দিকটা তোমাকেই তো দেখতে হবে। সেজন্যেই তোমাকে রাখা হয়েছে এই মিশনে, তাই না?'

'ও!' তাজিন খুশিও নয়, বিরূপও মনে হলো না। 'হ্যাঁ।'

'তোমার ধারণা, এটা সম্ভব–মানে, প্র্যাকটিক্যাল?' জিজ্ঞেস করল রানা, বারবার ভিউ-মিররে চোখ রেখে পিছনের রাস্তাটা দেখে নিচ্ছে।

'কেন সম্ভব নয়! আর পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল তাজিন। 'একটা মানুষকে তার চেয়ে ছোট একটা বাক্সে ভরা হয়েছে, অনেকে এটা চিন্তাই করতে পারে না–অবাস্তব ভাবে, অসম্মানজনক ভাবে। তাদেরকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, অপারেশন থিয়েটারে অ্যানিসথেটিক-এর সাহায্যে বেহুঁশ করা মানুষ এরচেয়ে অনেক বেশি অমর্যাদার শিকার হয়। উদ্দেশ্য যদি হয় প্রাণ বাঁচানো, তাহলে এটার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। আর যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, আমরা যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট করি, আমার রোগীর চিকিৎসা আমিই করতে পারব ইনশাল্লাহ্!'

'তোমার রোগীটির পরিচয় জিজ্ঞেস করাটা বোধহয় অন্যায় হয়ে যাবে?'

মাথা নাড়ল তাজিন। 'অন্যায় নয়, বোকামি হয়ে যাবে। পরিচয় জানাটাই কিছু লোকের দৃষ্টিতে তোমার অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।'

'হুম।'

তাজিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে রানা, এই সময় খেয়াল করল ওদের পিছনে আরেকবার দেখতে পেল গাড়িটাকে। আধমাইল পিছনে ছিল, কাছে চলে আসছে। 'গাড়িটা কি আমাদের পিছু নিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বোধহয়।' মনে মনে হাসল রানা। ও প্রায় নিশ্চিত ছিল যে তাজিন আর এসিকে অবশ্যই ফলো করা হবে। সেজন্যেই পেঁচানো পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠছে ও।

'সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি পারো খসাও ওটাকে!' তাজিনের কণ্ঠে তাগাদা।

রানা বলল, 'দৃষ্টি কাড়াটা উচিত হবে না। আমরা থামলে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে।'

'পিছু নিয়ে থাকলে ওরা অবশ্যই সার্চ কমিটির লোকজন,' বলল তাজিন, অস্থির হয়ে উঠছে সে। ওরা পাশ কাটাবে না, থেমে গুলি করবে। তোমাকে খুন করবে, আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

কথা না বলে চুলের কাঁটার মত একটা বাঁক ঘুরল রানা, এখান থেকে নিচের রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গাড়িটা ফোর্ড মাস্টাঙ নয় তবে সমমানের গ্রিক সংস্করণ: কালো একটা ওপেল কমোডর স্যালুন।

রাস্তার ধারে এসি থামাল রানা। অনেক-অনেক নিচে সালোনিকা ঝাপসা একটা আভাস মাত্র। এই রাস্তায় যান্ত্রিক যানবাহন খুব কমই আসা-যাওয়া করে। মাঝে মধ্যে শুধু রাখালরা গবাদি পশুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসে। শহর ছাড়ার পর বিশ মাইল পেরিয়েছে এসি।

হ্রদের নিচে কাঁটার মত বাঁকটা ঘুরল ওপেল।

একটা ঢোক গিলল তাজিন। 'তোমাকে বিশ্বাস করে আমি কি ভুল করেছি?' হ্যান্ডব্যাগ থেকে বের করল হাতটা, তাতে একটা

ভারী পিস্তল, সম্ভবত ল্যুগার।

'ফর গডস সেক, লুকাও ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

এত ওপর থেকে ওপেলের প্যাসেঞ্জারদের দেখা যাচ্ছে না। আরেকটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে এসির লেভেলে পৌঁছালে তখন দেখা যাবে। রানার ধমক খেয়ে পিস্তলটা হ্যান্ডব্যাগে ভরে ফেলেছে তাজিন। দু'জনেই আয়নায় চোখ রেখে গাড়িটাকে আসতে দেখছে। শুনতে পেল গিয়ার বদলে শেষ বাঁকটা ঘুরছে ড্রাইভার।

'চুমো খাও!' হঠাৎ বলল রানা। দু'হাত বাড়িয়ে তাজিনের গলা ও পিঠ জড়িয়ে ধরল, তারপর তাজিনের সরু ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ঠেকাল। মেয়েটার প্রতিক্রিয়া অবাক করল ওকে। এক সেকেন্ডও বোধহয় ইতস্তত করেনি, সাড়া দিল তার ঠোঁট দীর্ঘ চুম্বন। ড্রাইভার তার সামনে গাড়ি দেখে মুহূর্তের জন্যে ব্রেক করল, আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। চুমো খাওয়া চলছে. ব্যাগ থেকে বের করে পিস্তলটা রানার হাতে গুঁজে দিল তাজিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিল রানা–কাউকে খুন করার জন্যে এখানে আসেনি ও।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার এগিয়ে আসছে ওপেল। এবার স্পীড অনেক কম।

চুম্বনে বিরতি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, চোখে মুখে আগন্তুকদের অকস্মাৎ আগমনে চমকে ওঠা ভাব। দু'জনেই ওরা বিরক্তি আর অসন্তোষ নিয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে চলে এসেছে ওটা। গাঢ় সুট পরা তিনজন তারা, এসিকে পাশ কাটাবার সময় ওদের দু'জনকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখল, কারও চোখে পলক পড়ছে না। দেখতে দেখতে সামনের বাঁকে হারিয়ে গেল ওপেল। এক মিনিট পর ওদের ওপরের রাস্তা থেকে গুটার আওয়াজ ভেসে এলো।

তাজিনকে কিছু বলল না, ওপেলের ড্রাইভারকে দেখেই রানার

বুকের রক্ত ছলকে উঠেছে। গাড়ির নিচ থেকে বডমারকে বের করছিল তখন রানা, লাল একটা টয়োটাকে আসতে দেখে এগিয়ে যায় আলভী। এই লোকটাই চালাচ্ছিল সে গাড়ি। আলভীর সঙ্গে কিছু কথা হয়েছিল লোকটির।

প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো,' বলল রানা। 'আমি চেয়েছি ওরা ভাবুক এখানে আমরা শুধু রোমান্টিক কারণে এসেছি। দেখে কী মনে হলো তোমার? লোকগুলো ইরাকী, না গ্রিক?'

'গ্রিক নয়। বেশিরভাগ সম্ভাবনা ইরাকী, তুরকিও হতে পারে। এবার তুমি দয়া করে আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

'একটু দেখা দরকার না, কি করে ওরা? বা কোথায় যায়?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ওপেলের পিছু নিল রানা।

'স্টপ ইট!' কঠিন গলা, রানার সামনে হাত পাতল তাজিন।

'পিস্তলটা দাও, আমি নেমে যাই।'

'মানে?'

'তুমি রহস্যময় আচরণ করছ, রানা!' রেগে উঠছে তাজিন। 'পরিস্থিতি মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ওরা নিশ্চয়ই সার্চ কমিটির লোকজন। অথচ তোমার উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার নয়...'

হঠাৎ ওপরের রাস্তায় আবার এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। 'ওরা ফিরে আসছে!' অস্থির দেখাল ওকে। 'আমি চাই না এত তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে যেতে পারুক ওরা।' পিস্তলটা ধরিয়ে দিল তাজিনের হাতে। 'ঢাল বেয়ে যতটা পারো ওপরে উঠে একটা বোল্ডারের আড়ালে লুকাও, জলদি!'

'আর তুমি?' নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলল তাজিন।

'এসিকে আড়াআড়ি করে রাখি। পাঁচিল আছে, গাড়িটাকে ওরা কিনারা থেকে ফেলে দিতে পারবে না।'

'তাতে লাভ?'

'প্রশ্ন নয়, তুমি যাও!' তাজিন নেমে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল

রানা। এসিকে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে আসতে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। এক দিকে পাথুরে ঢাল, আরেক দিকে এক হাত উঁচু পাথুরে পাঁচিল, মাঝখানে আধপাকা রাস্তা খুব বেশি চওড়া নয়। রানাকে কাজটা সারতে হবে ওপেল ওপরের রাস্তা থেকে নেমে সামনের বাঁক ঘোরবার আগেই, তা না হলে প্যাসেঞ্জাররা দেখে ফেলবে কোথায় লুকিয়েছে ও।

জায়গা কম, তির্যক পজিশনে রাস্তা ব্লক করে দাঁড়িয়ে থাকল এসি। ইগনিশন থেকে চাবি বের করল রানা, জানালাগুলো লক করল, নিচে নেমে দরজাও লক করতে ভুলল না, তারপর প্রত্যাশা নিয়ে ঢালের ওপর তাকাল।

তাজিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এঞ্জিনের আওয়াজ কাছে চলে আসছে। এখন এমনকী রাস্তা পার হয়ে ঢালে ওঠাও সম্ভব নয়, কোথায় লুকাল দেখে ফেলবে ওপেলের প্যাসেঞ্জাররা। একেবারে শেষ মুহূর্তে একমাত্র পথটাই বেছে নিতে হলো রানাকে। নিচু পাঁচিল টপকাচ্ছে ও, ঝুঁকে দেখে নিচ্ছে কী আছে নিচে।

একদম নিচে রাস্তা। তবে পাঁচিলের গোড়ায় জন্মেছে বুনো ঝোপ আর ঘাস। ঝোপের গোড়া আর ঘাসের চাপড়া ধরে ঝুলে থাকা সম্ভব, আরও নিচে খাড়া পাহাড় প্রাচীরের গায়ে পা রাখার মত কোন গর্ত বা খাঁজ পেলে দাঁড়িয়েও থাকা যাবে।

পাঁচিল টপকাবার পর রানা দেখল ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কেবল পা রাখার নয়, শরীর ঢোকানোর মত একটা বড় গর্ত পাওয়া গেল পাহাড় প্রাচীরের গায়ে।

তবে এখুনি রানা ইঁদুরের গর্তে লুকাল না। এঞ্জিনের শব্দ এই মাত্র থামল। পনেরো বিশ হাত দূরে। পাঁচিলের কিনারা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখা উচিত লোকগুলো কী করছে।

ঝোপে পা আটকে ধীরে ধীরে, সাবধানে মাথা তুলল রানা। উঁকি দিল নিঃশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ওপেলে

ওরা সাধারণ প্যাসেঞ্জার নয়, তিনজনের একটা বাহিনী।

তিনজনের হাতে তিনটে সাব মেশিনগান। কোমরেও হোলস্টারে ভরা একটা করে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক উত্তেজিত তারা, বাগিয়ে ধরা অস্ত্র নিয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর এসি আর ওপেলের মাঝখানে একজনকে পাহারায় রেখে বাকি দু'জন ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। তাজিনের কথা মনে পড়তে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো রানার।

বেশিক্ষণ টেনশনে ভুগতে হলো না। তার পরিবর্তে আতঙ্কিত বোধ করল রানা। একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে তাজিনকে বের করে আনল ওরা—একজন তার একটা হাত মুচড়ে ধরেছে, অপর হাতটা ঘাড়ের ওপর; দ্বিতীয় লোকটা সাব মেশিনগান তাক করে কাভার দিচ্ছে। তাজিনের হাত খালি দেখল রানা—হ্যান্ডব্যাগ বা পিস্তল, কিছুই নেই। শুধু আতঙ্কিত নয়, অসহায়বোধ করছে ও। কী করতে এসে কী ঘটে যাচ্ছে! নিরস্ত্র অবস্থায় তাজিনকে এখন ওর পক্ষে সাহায্য করাও সম্ভব নয়।

রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে তাজিনের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল ওরা, তারপর মুখের ভেতর রুমাল গুঁজে দিয়ে ওপেলের ব্যাকসিটে বসিয়ে রাখল। তাদের একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, অস্ত্রটা তাজিনের দিকে তাক করা। বাকি দু'জন আবার ঢালে চড়ে খুজতে শুরু করল এসির ড্রাইভারকে। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর ব্যর্থ হয়ে রাস্তায় নেমে এলো তারা।

এরপর কীভাবে রাস্তা পরিষ্কার করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা চলল সার্চ কমিটির। দু'জনকে ইরাকী বা অন্তত আরবী বলে চেনা যায়। অপর লোকটা শ্বেতাঙ্গ, অবশ্যই আমেরিকান, এবং সম্ভবত সিআইএ এজেন্ট। এসির জানালা-দরজা কোন ভাবে খুলতে না পেরে সরাসরি রানার দিকে এগিয়ে এলো লোকটা, যেন ওকে দেখতে পেয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসছে। রানার ধারণা ভুল

ওকে লোকটা দেখতেই পায়নি।

সিআইএ প্রথমে বহু দূরের মাউন্ট অলিম্পাসকে লক্ষ্য করে পেচ্ছাব করল। গর্তের ভেতর উবু হয়ে বসে সরু ধারাটা দেখতে পাচ্ছে রানা, সোজা নেমে যাচ্ছে নিচের রাস্তায়। তারপর ওদের ইংরেজি আলাপ শুনতে পেল, সেই সঙ্গে নিচু পাথুরে পাঁচিলের ফাটল ধরা জায়গায় বুট দিয়ে লাথি মারবার শব্দ।

পাঁচিলে ফাটল ধরলেও, বুটের আঘাতে সেটা ভাঙা গেল না। সিদ্ধান্ত হলো, গাড়িটাকে গড়িয়ে এনে পাঁচিলে ধাক্কা খাওয়াতে হবে।

তিনজনের মিলিত ধাক্কায় গড়াতে শুরু করল এসি। কিন্তু রাস্তাটা ঢালের দিকে ঢালু, কিনারার দিকে নয়, ফলে পাঁচিলের গায়ে ধাক্কাটা জুতসই হলো না। ঠেলে পিছিয়ে নিতে হলো এসিকে—সামান্যই, কারণ জায়গা খুব কম। যতক্ষণ না পাঁচিল ভাঙে ততক্ষণ গড়িয়ে এনে ধাক্কা মারা চলবে। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ, এক ঢিলে দুই পাখি মারা। শহরে ফেরবার জন্যে গাড়িটাকে রাস্তা থেকে সরাতেই হবে, আর ওটাকে যদি নিচে ফেলে দেয়া যায়, সেখানেই লুকিয়ে থাকুক, হেঁটে ফিরতে হবে ড্রাইভারকে।

তৃতীয় ধাক্কায় পাঁচিলটা ভাঙল, তবে আংশিক। এসির সামনের অংশ তুবড়ে গেল, বিশেষ করে বাম দিকটা। রাস্তা ছেড়ে চাকা সহ দু'হাত ঝুলে পড়ল, পাঁচিলটা পুরোপুরি না ভাঙায় নিচে খসে পড়ছে না। গর্ত থেকে মুখ বের করে এসির এঞ্জিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

একটু পরেই ওপেলের এঞ্জিন স্টার্ট নিল। এসিকে নিচে ফেলা সম্ভব নয়, কিংবা ফেলতে হলে আরও অনেক সময় ও শ্রম দিতে হবে, তাই এই অবস্থায় রেখেই ফিরে যাচ্ছে সার্চ কমিটি। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল, তাজিনকে ধরতেই এসেছিল ওরা, সব জেনেশুনেই পিছু নিয়েছিল। কিন্তু জানছে কীভাবে?

ওপেলের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। তারপর গর্তের ভেতর

বসে নিচের রাস্তায় ওটার ছাদ দেখতে পেল রানা। ড্রাইভার ফিরে আসবে, এটা চিন্তা করে এসির পিছনে কাউকে রেখে যায়নি তো ওরা? গর্ত থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত সাবধানে মাথা তুলল ও। উঁকি দিয়ে রাস্তার দু'পাশ ভাল করে দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই। রাস্তায় উঠে এলো রানা। চারপাশটা আরেকবার দেখল ভাল করে। এসির চাকা পাঁচিল ভেঙে ঝোপ আর ঘাসের চাপড়াকে ছাড়িয়ে গেছে। স্টার্ট দিয়ে চেষ্টা করলে চাকাগুলোকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। প্রচণ্ড তাগাদা অনুভব করছে রানা–তাজিনকে বাঁচাতে হলে ওপেলের পিছু নিতে হবে।

তবে তার আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। ওপেলটা হঠাৎ ফিরে এলে নিজেকে স্রেফ নগ্ন মনে হবে ওর। আশপাশে যদি কোন অস্ত্র থাকে, নিজেকে নিরস্ত্র রাখার কোন মানে হয় না। ধরা পড়তে যাচ্ছে দেখে হ্যান্ডব্যাগ সহ পিস্তলটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে তাজিন।

ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে উঠে এলো রানা। বোল্ডারটা আগেই দেখা ছিল, ওটার পিছনে একগাদা নুড়ি পাথর রয়েছে। দ্রুত হাতে ওগুলো সরাল রানা। কিছুই পাওয়া গেল না। বোল্ডারের তলাটায় একটা অন্ধকার ফাঁক রয়েছে, সাপের ভয় মন থেকে মুছে ফেলে সেটার ভেতর হাত গলিয়ে দিল রানা। নরম কী যেন ঠেকল হাতে। সাপের গা? না কি হ্যান্ডব্যাগের হাতল?

জিনিসটা বের করল রানা। দেখেই চিনতে পারল, তাজিনের হ্যান্ডব্যাগ। ল্যুগারটা বের করে চেক করল ও, তারপর জ্যাকেটের ভেতর, কোমরে গুঁজে রাখল। ছ'টা গুলি আছে ম্যাগাজিনে।

রাস্তায় নেমে এসে লক খুলে এসির ড্রাইভিং সিটে বসল রানা। সাদা ফিতের মত রাস্তাটা সরাসরি ওর পঞ্চাশ ফুট নিচে। প্রথমে সেফটি-বেল্ট পরল, তারপর স্টার্ট দিল। ব্যাক গিয়ার দিয়ে সাবধানে পিছু হটতে চাইছে রানা।

প্রায় অনায়াসেই ভাঙা পাঁচিলের বাইরে থেকে এসির সামনের

চাকা দুটোকে রাস্তায় তুলে আনতে পারল রানা। সামনের চেহারা বিকৃত হওয়া ছাড়া গাড়িটার আর কোন ক্ষতি হয়নি।

সময়ের একটা হিসেব রেখেছে রানা। ওপেল রাস্তা করে নিয়ে পাহাড় থেকে রওনা হয়েছে মিনিট পনেরো আগে। তাজিনকে বাঁচানোর একটাই সুযোগ আছে, স্যালনের বাইরে টি-জংশনে পৌঁছাবার আগেই ওপেলকে দেখতে পেতে হবে। ওপেলের স্পীড যদি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল হয়, জংশনে পৌঁছাতে ত্রিশ মিনিট লাগবে ওদের। রানা এসি ছোটাল ঘণ্টায় যাট মাইল স্পীডে।

কিন্তু তারপরও জংশন পর্যন্ত কোথাও ওপেলকে দেখা গেল না। তেমাথায় গাড়ির স্পীড কমাল ও, জানে এখন কোনদিকে যাবে সেটার ওপর ঝুলে আছে তাজিনের জীবন। বাঁ দিকের রাস্তার ওপর ওখানে কি খানিকটা ধুলো উড়ছে? নিশ্চয়ই তাই হবে। ওই রাস্তাটাই বেছে নিয়ে এসিকে আবার ছোটাল রানা।

এক মাইল এগোবার পর নিশ্চিত হলো, সামনের গাড়িটা ওপেলই। স্বাভাবিক স্পীডে এগোচ্ছে ড্রাইভার, আরোহীরা কেউ পুলিস বা পথচারীদের দৃষ্টি কাড়তে আগ্রহী নয়। নিশ্চয়ই ব্যাকসিটের সামনে মেঝেতে বসিয়ে রেখেছে তাজিনকে।

স্পীড কমিয়ে দূর থেকে অনুসরণ করছে রানা। প্রয়োজনে গাড়িটার পিছু নিয়ে ল্যাঙলি পর্যন্ত যাবে ও।

ওপেল স্যালন-এ যাচ্ছে না। শহর দু'মাইল দূরে থাকতে বাঁক নিল। দু'সারি গাছের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে মেটো পথ, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কয়েকটা বাড়ির দিকে। লোহার একটা গেটের সামনে থামাল ড্রাইভার। একটা গোলাবাড়ির ছায়ায় এসি থামিয়ে নিচে নামল রানা, দেখতে চায় এরপর কী ঘটে। বাড়ির গেটটা লোহার, বেশ ভারী মনে হলো। দু'পাশের পাঁচিল প্রায় আট ফুট উঁচু। তিনবার দীর্ঘলয়ে হর্ন বাজাল ড্রাইভার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল গেট। ভেতরে ঢুকে চোখের আড়ালে চলে গেল ওপেল।

সার্চ কমিটির একটা দল তাহলে আগে থেকেই এখানে অপেক্ষা করছিল। এটা সম্ভবত ওদের গোপন হেডকোয়ার্টার।

এসি ছুটিয়ে লোহার গেটটা ভেঙে ভেতরে ঢোকার একটা তীব্র পাগলাটে ইচ্ছে দমন করতে হলো রানাকে। একার চেষ্টায় এখানে কিছু করতে গেলে প্রাণ হারানো ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। আলভীর ওপর ভরস নেই, তবে কাপলানের সাহায্য পেতে হবে ওকে। সবচেয়ে ভাল হত সোহেলকে পেলে, কিন্তু ওর জানামতে এতক্ষণে গ্রিস ছেড়ে চলে গেছে সে। অবশ্য রানা এজেন্সির কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে স্যালনে ফিরে আসছে রানা, প্রায় বিরতিহীন ব্যবহার করছে হর্নটা। হোটেলের বিশাল উঠান বা গ্যারেজে মার্সিডিজ বা আলমাসলোর চিহ্নমাত্র দেখল না। তবে রিসেপশনিস্ট সহাস্যে জানাল যে দুই ভদ্রলোক ফিরে এসে তাঁদের রিজার্ভ করা রুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এলিভেটর থেকে নেমে করিডর ধরে ছুটল রানা। ওর আর তাজিনের উল্টোদিকের পাশাপাশি দুটো কামরা কাপলান আর আলভীর। কাপলানের দরজায় দমাদম ঘুসি মারল ও।

'এই! কে!' কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় খেপে গেছে কাপলান।

'রানা! খোলো!'

খটখট শব্দের পর দরজা খুলে গেল, রানা দেখল ওর বুকে তাকিয়ে রয়েছে একটা পিস্তলের মাজল। মুখটা বের করে রানার সঙ্গে করিডরে আর কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে পিছু হটল কাপলান। তার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। পরনে হাফ প্যান্ট। বিস্ময়ের একটা ধাক্কার সঙ্গে রানা দেখল নকল চোখটা যে কোটরে পরা হয় সেটা খালি—দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন দাঁতবিহীন খুদে একটা মুখ। কাঁচের চোখটা টেবিলে পড়ে রয়েছে গাড়ির এক প্রস্থ স্পেয়ার চাবির পাশে। 'রানা! কী হয়েছে? তোমাকে ভূতে পাওয়া মানুষের মত লাগছে কেন!'

তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'তাজিন। সার্চ কমিটি ধরে নিয়ে গেছে ওকে।'

'হোয়াট?'

'আমরা একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম,' এভাবে শুরু করে কী ঘটেছে সংক্ষেপে কাপলানকে জানাল রানা।

ক্রাচের আওয়াজ তুলে অস্থির পায়চারি শুরু করল কাপলান। 'এখনও তুমি বেঁচে আছ, এটাই তো অবিশ্বাস্য! সার্চ কমিটি কী জিনিস তোমার কোন ধারণাই নেই। এখন কি ঘটবে কল্পনা করতে পারো? নির্যাতন শুরু করার পর এক সময় যখন বুঝতে পারবে মুখ খোলানো সম্ভব নয়, তাজিনকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখো,' কাপলানকে আশ্বস্ত করল রানা। 'ওপেল নিয়ে নিজেদের কোন আস্তানায় ঢুকেছে ওরা, সেটা আমি দেখে এসেছি। আমার একটা প্ল্যান আছে, সময় নষ্ট না করলে তাজিনকে উদ্ধার করা সম্ভব। তোমার কাছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, ওগুলো বের করো।'

'তুমি জানো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে টিউবগুলো বের করল কাপলান। 'ডক্টর বাসরার পরামর্শে এগুলো সঙ্গে নিই, বিগ ব্যাঙ মাঝে-মধ্যে জাদুর মত কাজ করে।'

'তাজিনের অস্ত্রটা আমার কাছে,' বলল রানা। 'আমি নিচে নেমে হোটেলের উল্টোদিকের ফিলিং স্টেশন থেকে তেল নিই, তুমি তৈরি হয়ে নেমে এসো। দেরি কোরো না!'

'কিন্তু একদল খুনীর বিরুদ্ধে দুজন আমরা কী করতে পারব? আলভীর শরীর ভাল না–'

'আলভীকে লাগবে না,' দ্রুত বলল রানা। 'অন্য কারও সাহায্য পাওয়া যাবে।'

'অন্য কারও মানে?'

'ভয় নেই, সিক্রেসি আউট হবে না। আমার নিজস্ব লোক।'

প্রতিবাদের সুরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কাপলান, রানা

বাধা দিল: 'দেরি করলে আমরা কিন্তু তাজিনকে বাঁচাতে পারব না।' একটা আঙুল তুলে সাবধান করল রানা, 'আলভীকে একটি কথাও বলবে না।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল কাপলান। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নেমে এলো কাপলান। রাস্তা পেরিয়ে এসিতে চড়তে গিয়ে দেখল ব্যাকসীটে অচেনা এক তরুণ।

রানা দুজনের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'শিপলু–কাপলান।' তারপরই গাড়ি ছেড়ে দিল।

'ওদের হেডকোয়ার্টার কত দূরে, রানা?'

'চার মাইল। কোন প্রতিষ্ঠান বা কলেজ বলে মনে হলো, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটটা লোহার, তালা দেয়া।'

'আল্লাহ্ই জানেন কতজন ওরা।'

'অন্তত চারজন,' বলল রানা; স্পীড সত্তর তুলেছিল, কিন্তু সামনের ট্র্যাফিক লাইট লাল হয়ে উঠতে কমাতে হলো।

'শোনো,' ঘাড় ফিরিয়ে শিপলুর দিকে তাকাল রানা। 'রেকি করবার সময় নেই। সূক্ষ্ম কৌশল খাটাবার পরিস্থিতিও এটা নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাজিনকে ওখান থেকে বের করে আনতে হবে। সেজন্যে আমরা প্রয়োজনে সার্চ কমিটির লোকজনকে খুন করব। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল শিপলু।

মেইন রোড পিছনে ফেলে এলো এসি। স্পীড আবার বাড়াল রানা। তাজিনকে নিয়ে লোকগুলো লোহার গেটের ভেতর ঢোকার পর অন্তত বিশ মিনিট তো পেরিয়েছেই। ইতোমধ্যে তার ওপর না জানি কী করা হচ্ছে! মুখের ভেতর রক্তের স্বাদ পেল রানা, উপলব্ধি করল অপরাধবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে কোন লাভ নেই, বরং মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী।

'দুটো ফ্যাক্টর ব্যবহার করব আমরা,' বলল ও। 'সারপ্রাইজ।

আর তাজিনকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা। ওদেরকে বোঝাতে হবে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। অর্থাৎ তিনজন তিন দিক থেকে হামলা করব।'

'তাজিনকে কে উদ্ধার করতে যাবে?' প্রশ্ন করল শিপলু।

'আমি,' একযোগে বলল রানা ও কাপলান।

'না, রানা,' একমুহূর্ত পর বলল কাপলান। 'তোমার ওপর গাড়ি চালানোর দায়িত্ব রয়েছে। ভুলে গেছ? এটা আমার কাজ। আমার কিছু হলে তুমি আর শিপলু মিশনটা কমপ্লিট করতে পারবে।'

একটু পরই গাড়ি থামাল রানা। 'ওই দেখো, ওই বাড়িটা,' কাপলানকে বলল। 'বাঁ দিকে।'

ভাল চোখটা কুঁচকে বাড়িটার দিকে তাকাল কাপলান। উঁচু পাঁচিল থাকায় বাড়ির ভেতরটা দেখবার কোন উপায় নেই। বাড়ির সামনে বা আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'সরু একটা পথ পিছন দিকে চলে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল। 'বাঁ দিকে ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে নার্সারি গার্ডেন। আর পাঁচিলটা প্রায় আট ফুট উঁচু।'

'ওটা কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'প্রয়োজন হলো ডাইভারশন, কাভারিং ফায়ার, অ্যাসল্ট। বেশিরভাগ সম্ভাবনা তাজিনকে বাড়ির মাঝখানে কোথাও রাখা হয়েছে। বড় বাড়ি, সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগতে পারে।'

'কিন্তু হামলটা আমরা শুরু করব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল কাপলান।

'গাড়ি সোজা গেটের সামনে থামবে,' বলল রানা। 'শিপলু আর আমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাব। তুমি প্রথমে ওদের নকল করে তিনবার হর্ন বাজাবে,' মুখে আওয়াজ করে ছন্দটা বুঝিয়ে দিল। 'বারকয়েক এইভাবে বাজিয়ে সাড়া না পেলে এমনভাবে একটানা হর্ন বাজাবে যেন নরক ভেঙে পড়ছে। খুব বেশি গুলি ছুটছে

দেখলে মাথা নিচু করতে ভুলো না। শিপলু বাঁ দিকে যাবে, পাঁচিল ঘেঁষে, বাঁক ঘুরে নার্সারি গার্ডেনের ভেতর ঢুকে পড়বে।'

'আর তুমি?'

'আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটার পিছনে পৌঁছাতে হবে,' বলল রানা। 'ওদিকে নিশ্চয়ই ভেতরে ঢোকার দরজা আছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলেই বুঝে নেবে আমি ভেতরে ঢুকছি। শিপলু...'

'বলুন।'

'ওরা সম্ভবত কাপলানের হর্ন শুনে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তোমার বাধা দিতে হবে ওদের পজিশনে গুলি করে। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'জ্বি, মাসুদ ভাই,' বলল শিপলু। 'চলুন, শুরু করি।'

'ভেতরে ঢোকার পর যে-যার সুবিধা মত যুদ্ধ করব আমরা।' প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে রানার পকেট ফুলে আছে, ল্যুগারটা হাঁটুর ওপর। 'যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলে গেটের কাছে জড়ো হব। ততক্ষণে কাপলান ওটা হয়তো খুলে ফেলতে পারবে। কোন প্রশ্ন?'

কাপলান মাথা নাড়ল। শিপলু রানার দিকে তাকাল না বা কোন প্রশ্ন করল না।

লোহার গেট লক্ষ্য করে এসি ছোটাল রানা সগর্জনে, গোপনীয়তার কোন ধার ধারছে না। লক করা হুইল নিয়ে গাড়ি থামল গেট থেকে পাঁচ ফুট দূরে।

দরজা সবেগে খুলল। প্রথমে রানা, তারপর শিপলু বেরিয়ে এলো। রানা ছুটল এসির পিছন দিকটা ঘুরে, শিপলু বাঁ দিকে। দু'জন যে-যার কোণে পৌঁছাবার আগেই ড্রাইভিং সিটে সরে এসে হর্ন বাজাতে শুরু করল কাপলান, রানার নির্দেশ মত পর পর তিনবার। পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ভারী, কর্কশ হর্নের আওয়াজ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল। গোলাবাড়ির ভেতর

একটা উঠান দেখতে পেল কাপলান, তিন দিক বন্ধ। মাঝখানে একটা ফোয়ারা আছে, সেটার পিছনে ওটা বোধহয় সদর দরজাই হবে। অবহেলার সঙ্গে পার্ক করা একটা ওপেল গাড়ি দেখা যাচ্ছে, দরজাগুলো খোলা। কাপলান ভাবল' রানা কি এই গাড়িটার কথাই বলেছে? রানার কথামত তিন বার হর্ন বাজালেও গেট খুলছে না। কারণটা কাপলান অনুমান করতে পারছে। সার্চ কমিটির জন্যে তাজিন বিরাট একটা আনন্দের খোরাক, হীরের খনি, তাকে ইন্টারোগেট করবার মজা ফেলে উঠে আসা সহজ কাজ নয়। কাপলান আবার হর্ন বাজাল।

আরও আধ মিনিট পর বাড়ির দরজা খুলল। হাতে সাব মেশিনগান, এসিকে দাঁড়ানো দেখেই চমকে উঠল ইরাকী লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে কাকে যেন কী বলে দৃঢ় পায়ে কাপলানের দিকে এগিয়ে আসছে। বিশ ফুটের এগিয়েছে, এই সময় বাড়ির দরজায় একজন কুঁজো লোককে দেখা গেল, হাতে একটা পিস্তল। দু'জনেই এগোচ্ছে। কাপলান ভয় পাচ্ছে গেট না খুলেই ওরা গুলি করে কি না। এক দু'সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে হর্নটা সে বাজিয়ে চলেছে। আপাতত এটাই তার অস্ত্র।

সামনের লোকটা গেটের দিকে ছুটতে শুরু করল। কাপলান দেখতে পায়নি, একটা গাছে চড়ে বাড়ির কোণ থেকে গুলি করল শিপলু। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে গেটের সামনে বসে পড়ল প্রথম লোকটা, ডান হাত খামচে ধরেছে বাম হাতে। তারপর পাকা চাতালে ঢলে পড়ল সে। শিপলু দেখা যাচ্ছে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। লোকটার মাথার কাছে আরেকটা বুলেট কংক্রিটের ছাল তুলল খানিকটা।

কুঁজো লোকটা নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে না, ছুটে আসছে সহকর্মীর সাহায্যে, হাত লম্বা করে গাছে চড়ে বসা শিপলুকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। এই সময় আরও একজন লোক

বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। কাপলান বুঝল, লোকটা ইরাকী বা আরব নয়। তার অন্তত কোন সন্দেহ নেই যে এই লোকটাই সার্চ কমিটির লীডার, পাঠানো হয়েছে সম্ভবত ল্যাংলি থেকে।

লোকটা ধাপ বেয়ে পাকা চাতালে নেমেছে কী নামেনি, বাড়ির পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো।

কুঁজো থমকে দাঁড়াল। শ্বেতাঙ্গ লোকটাও পাথর হয়ে গেছে। এসির জানালা দিয়ে হাত বের করে ওয়ালথারের ট্রিগার টানল কাপলান। কুঁজো আধপাক ঘুরে গেল, লেংচাতে লেংচাতে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে–কাপলানের বুলেট তার গোড়ালির আশপাশে কোথাও লেগেছে।

কুঁজোর আগে শ্বেতাঙ্গ লোকটা বাড়িতে ঢুকল। পরমুহূর্তে আবার শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল পিস্তল ও সাব মেশিনগান। এসি পিছিয়ে আনল কাপলান, তারপর সামনে ছোটাল। গাড়ি আর স্টীলের গেট প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো। গেট যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি থাকল। এসির বাম্পার আরও একটু নড়বড়ে হলো।

তৃতীয়বারের চেষ্টায় পড়ে গেল গেট, প্রতিবার আরও দূর থেকে ছুটে এসে আঘাত করেছে এসি। গেটও পড়ল, বাড়ির ভেতর গোলাগুলিও বন্ধ হলো। গেট ভাঙার কাজে ব্যস্ত ছিল কাপলান, সেই ফাঁকে গুলি খেয়ে চাতালে পড়ে থাকা লোকটা ক্রল করে খোলা ওপেলে গিয়ে উঠেছে। গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে, এই সময় রক্তাক্ত শ্বেতাঙ্গকে পিছনে নিয়ে ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কুঁজো। পায়ে তো গুলি খেয়েছিলই, রানার বিস্ফোরণ বা গুলিতে তার বাঁ কাঁধটা আংশিক উড়ে গেছে, ওদিকের হাত পুরোটা এক চুল নাড়াতে পারছে না। শ্বেতাঙ্গ লোকটাও নিরস্ত্র, ডান হাত দিয়ে কান চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক গলে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। ওরা

ছুটছে ওপেলের দিকে । সেদিকে খেয়াল নেই কাপলানের, ভেঙে পড়া গেটের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পাকা চাতালটা পেরিয়ে এলো সে, লাফ দিয়ে নিচে নেমে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। 'দাঁড়ান!' গাছ থেকে আগেই নেমে গেট ভাঙা দেখছিল শিপলু, কাপলানের পিছু নিয়ে সে-ও বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

বাকি সব ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে, শুধু এই ঘরের দরজা খোলা। ভেতরটা আধো অন্ধকার। একটা ডাবল বেডে শুয়ে রয়েছে নগ্ন একটা নারী মূর্তি। মাত্র একবার তাকাল রানা, তারপরই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, কিন্তু ছবিটা ওর স্মৃতিতে সারা জীবনের জন্যে গাঁথা হয়ে গেল। বিছানার কিনারায় বসে তাজিনের মুখের দিকে তাকাল ও। হাতের পিস্তল পাশে রেখে বাঁধানগুলো খুলতে যাচ্ছে।

এই সময় নিঃশব্দে দরজায় এসে দাঁড়াল একজন ইরাকী, হাতে উদ্যত পিস্তল। লোকটার সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, রানার মাথার পিছনে লক্ষ্যস্থির করল সে।

এই সময় করিডরে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাঁচে পা পড়ল কারও। শোনা গেল কাপলানের চিৎকার, 'রানা?'

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল আততায়ী। করিডরের বাঁক ঘুরতেই কাপলানকে গুলি করল সে। তার দম আটকানোর শব্দ পেয়ে খাট থেকে দরজার দিকে ফিরেছে রানা, ছায়ামূর্তি দেখে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়েছে পিস্তলটা।

কাপলানকে গুলি করে রানার দিকে অস্ত্র ঘোরাচ্ছে আততায়ী। রানার বুলেট তার খুলি উড়িয়ে দিল।

তাজিনকে ফেলে তিন লাফে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে কাপলান, ক্রাচটা পাশেই। এক হাতে পেট চেপে ধরে আছে সে। শিপলু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, রানাকে দেখে সিধে হলো। আশপাশের বন্ধ দরজা

থেকে গ্রিক ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করছে কারা যেন।

'তাজিন কোথায়?' প্রথমেই জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে কাপলানের পাশে বসল রানা। 'শুধু পেটে? দেখি।' শার্ট সরিয়ে ক্ষতটা দেখে ঘাবড়ে গেল রানা। 'চিন্তা কোরো না, অ্যামবুলেন্স ডেকে এখুনি তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রানা আর কাপলানকে পাশ কাটিয়ে ছুটল শিপলু।

'সার্চ কমিটির তিনজন পালিয়েছে, সম্ভবত ওপেল নিয়ে,' বলল কাপলান। 'অপর লোকটা আমাকে গুলি করল।'

'সে বেঁচে নেই।'

'আমিও মারা যাচ্ছি…'

বাঁধন মুক্ত হয়ে কাপড় পরেছে তাজিন, শিপলুর সঙ্গে বেরিয়ে এলো করিডরে। 'কয়েকটা ঘরে এই বাড়ির লোকজনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে,' বলল সে রানাকে।

'কাজটা সার্চ কমিটির?'

'হ্যাঁ। দরজা খুলে ওদেরকে বেরিয়ে আসতে দেব?'

'না,' বলল রানা।

কাপলান বলল, 'আগে এক তুরকি ভদ্রলোকের ক্লিনিকে ফোন করো। আমার মানিব্যাগের ভেতর কার্ডে নাম্বারটা আছে। অ্যামবুলেন্স এসে নিয়ে যাক আমাকে, ক্লিনিকে যাবার পথে ওদেরকে আমি পুলিসে ফোন করতে বলব।'

'তাজিন, তুমি পুরোপুরি সুস্থ তো?'

'আমার কিছুই হয়নি,' বলল তাজিন। 'ওরা ইন্টারোগেশন মাত্র শুরু করতে যাচ্ছিল, এই সময় তোমরা এসে পড়ো।' শিপলুর দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ইনি কে?'

'শিপলু। আমাদেরই লোক। কাপলানকে একটু পরীক্ষা করে দেখবে?'

'হ্যাঁ অবশ্যই!' এগিয়ে এসে কাপলানের পাশে বসল

তাজিন। 'ইয়া আল্লাহ! কাপলান তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে!'

'কী করা উচিত?' বুদ্ধি চাইছে রানা।

'ছুরি বা ব্লেড দাও। শার্টটা ছিঁড়ে ফালি করি। প্রথম কাজ রক্ত বন্ধ করা। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

কাপলানের পকেট হাতড়ে মানিব্যাগটা বের করল শিপলু। ক্লিনিকের কার্ডটা রানাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেড়রুমে কি ফোন আছে?'

'আছে।'

রক্তক্ষরণ বন্ধ হবার পর কাপলানকে রেখে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। এসি এক মিনিট হলো ছুটছে, সাইরেন বাজিয়ে উল্টো দিক থেকে দ্রুতবেগে ওদেরকে পাশ কাটাল একটা অ্যামবুলেন্স।

কিছুদূর এসে গাড়ি থামাল রানা।

'চললাম, মাসুদ ভাই!' বলে দরজা খুলে নেমে গেল শিপলু।

এরপর আর একবার গাড়ি থামাতে হলো রানাকে হোটেল থেকে আলভীকে তুলে নেয়ার জন্যে।

'তুমি বসো,' বলে দরজা খুলল তাজিন। 'ওকে নিয়ে আসি আমি। কী ঘটে গেল তার ব্যাখ্যাটা আমিই দেব ওকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা, মুখে কিছুই বলল না।

আলভীকে নিয়ে ফিরে এসেছে তাজিন। দ্রুতবেগে ছুটছে এসি। এক সময় জিজ্ঞেস করল রানা, 'গ্রিসে ওরা কতজন, জানতে পেরেছ, তাজিন?'

'অনেক, অনেক,' বলল তাজিন। 'তবে এদিকটায় নয়। এখন অবশ্য এদিকে চলে আসবে। স্যালনে আমরা ফিরতে পারছি না, ধরা পড়ে যাব। রনদিভুর সময় না হওয়া পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।'

আলভী জানতে চাইল, 'তুমি ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে, তাজিন? সঠিক পজিশন জেনে নিয়েছ?'

'এখনও যোগাযোগ করিনি। আমার টেলিফোন করার কথা দশটায়। তোমাদের কাজ...ভালভাবে শেষ হয়েছে?'

'একদম নিখুঁত ভাবে। আশা করা যায় রাতের কোন এক সময় বোটের ধ্বংসাবশেষ আর লাশ ভেসে আসবে তীরে। ওটা আবিষ্কারের আয়োজন আলমাসলোই করবে। তুমি ওদের কোন প্রশ্নের জবাব দাওনি তো?'

'আরে নাহ্!'

মাঝরাতে রনদিভুর দায়িত্ব তাজিনকে দেয়া হয়েছে, এটা শুনে ভাল লাগল রানার। নিরাপত্তার জন্যে কাজটা ভাগ করে দেয়া হয়েছে দুজনের মধ্যে। কেউ একজন ধরা পড়লে গোটা প্ল্যান ভেস্তে যাবে না।

তাজিন আলভীকে কী ব্যাখ্যা দিয়েছে, রানা জানে না। তবে আলভী যে উত্তেজিত টের পাচ্ছে রানা, রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে বার বার তাকাচ্ছে সে ওর দিকে। ব্যাক সীটে বসে দুজনে আলাপ করছে নিচু গলায়।

সামনে তেমাথা দেখে ওদের আলাপে বাধা দিল রানা, জানতে চাইল, 'কোনদিকে যেতে বলো?'

দশ

কিউপিড ইন্টারন্যাশনাল তুমুল ব্যবসা করছে। স্যালন থেকে মাইলদশেক দূরে ছোট্ট এক শহরের মাঝখানে হোটেলটা।

অলিম্পাস র‍্যালির ক্রু যারা আগেভাগে পৌঁছেছে, তারা এখানে বিশ্রাম নিতে থেমেছে–রাত ভর লম্বা ড্রাইভিং পড়ে রয়েছে তাদের সামনে। হোটেলের দু'পাশে আর উল্টো দিকে র‍্যালি কার-এর ভিড় মেকানিকরা মেরামতের কাজ করতে ব্যস্ত। রানার ভাগ্য ভাল যে হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে এসির ঠাঁই হলো।

শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে নিজের কামরায় বসে খেলো রানা। রাত দশটার দিকে আলভী এসে ওর ঘুম ভাঙাল। নিচের রেস্তোরাঁয় নেমে এসে একটা টেবিলে বসল ও, আলভী কফির অর্ডার দিল। 'তাজিন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

টেবিলের তৃতীয় চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখাল আলভী। 'আজ রাতের রনদিভু সম্পর্কে টেলিফোনে খোঁজ নিচ্ছে। তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে, একটা ওপেলকে দেখা গেছে। তাজিনের ধারণা, সেই গাড়িটাই। আশা করি এসিকে ওরা দেখতে পায়নি।'

'ওপেল থেকে নেমে গ্যারেজে ঢুকেছিল কেউ?' জিজ্ঞেস করল রানা। আলভী মাথা নাড়তে আবার বলল, 'মেকানিকরা গ্যারেজের একেবারে ভেতর দিকে নিয়ে গিয়ে কাজ করছে, উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তোমাদের প্ল্যান ঠিক আছে, নাকি কিছু বদলাবে?'

আলভী সরু করে হাসল। 'কেন, তুমি কি কেটে পড়তে চাও? চাইলে আমরা অবাক হব না, রাগও করব না। তোমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে সশস্ত্র লোকজন হামলা করবে, এরকম কিছু বলা হয়নি। তাছাড়া, কাপলান তোমার বন্ধু। বন্ধুর জন্যে বন্ধু উদ্বিগ্ন হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই বলছি, তুমি এখানে থেকে যেতে চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি এই গাড়ি চালাতে পারব। তাছাড়া, গাড়িটা তো আমাদেরই।'

'না। আমি শেষ পর্যন্ত এটার সঙ্গে আছি। ধন্যবাদ, আলভী। কাপলানের জন্যে ডাক্তার ছাড়া কারও কিছু করবার নেই। তাছাড়া, স্যালনে থাকাটা আমার জন্যে নিরাপদও নয়।'

টেলিফোন আর টয়লেট ফ্যাসিলিটিজ বেযমেন্টে, সিঁড়ি বেয়ে

উঠে আসার সময় তাজিনকে দেখতে পেল রানা। পরনে জাফরান রঙের ট্রাউজার দেখে বোঝা গেল হোটেলের সুপারমার্কেট থেকে শপিং করেছে সে–নিতম্ব আর কোমরে আঁট হয়ে বসেছে ওটা, গোড়ালির কাছে বৃত্ত দুটো হঠাৎ বড় হয়ে গেছে।

'রনদিভু পাক্কা?' তাজিন বসতেই জানতে চাইল রানা।

'ও, হ্যাঁ। ক্যান্ট্রিয়ন নামে ছোট একটা শহরে দেখা হবে ওদের সঙ্গে।'

'ক্যান্ট্রিয়ন?' ঠিক শুনেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে নামটা নিজেও একবার উচ্চারণ করল আলভী।

'র‍্যালি রুটের পরবর্তী সেকশনে পড়বে, এখান থেকে বিশ মাইল দূরে।'

এটাই কাপলানের প্ল্যান ছিল,' বলল রানা। 'কাভার পাবার জন্যে র‍্যালিকে ব্যবহার করা। এটা কি ম্যাসেডোনিয়া যাবার পথে? আবার সেই স্কোপিয়ে হয়ে...' ওয়েটারকে আসতে দেখে চুপ করে গেল রানা।

ওয়েটার চলে যেতে মাথা নাড়ল তাজিন। 'আমরা উত্তর-পশ্চিমে যাব। যে পথ দিয়ে এসেছি সেটা ধরে ফিরছি না। ম্যাসেডোনিয়া হয়ে সার্বিয়ায় ঢোকা এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রতিটি চেক পয়েন্টে সার্চ কমিটির লোকজন থাকবে। চেক পয়েন্ট পেরুতে পারলেই বা কী, অটোপুটে ঠিকই ওরা ধরে ফেলবে আমাদেরকে।'

'তাহলে কোন পথ ধরব?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভাবছে কার সঙ্গে আলোচনা করে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিল তাজিন।

'প্রথমে আমরা সড়কপথে ইগোমেনিৎসা যাব, তারপর ভোরবেলার বোট ধরে পৌঁছাব ব্রিন্দিসি।'

'এত লম্বা ফেরি পার হবে?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'তোমাদের টাইম শেডিউলের সঙ্গে মেলে?'

'ফেরি পার হতে সময় লাগবে আট ঘণ্টা, তবে সেটা

তোমাকে বিশ্রামের সুযোগও এনে দেবে, রানা। তাছাড়া ব্রিন্দিসি থেকে লে টাকুয়েট পর্যন্ত পুরো রুটটাই মোটরওয়ে। ফেরবার পথে সম্পূর্ণ আলাদা এক সেট সীমান্ত পার হব আমরা।'

'কিন্তু ম্যাপ দেখে সম্ভাব্য যে-সব রুট আমরা বাছাই করেছিলাম সেগুলোর মধ্যে এটা নেই,' প্রতিবাদ জানাল আলভী। 'তুমি দূরত্বের পার্থক্যটা হিসেব করে বের করেছ?'

'ইগোমেনিৎসা প্রায় তিনশো মাইল। আর ব্রিন্দিসি থেকে লে টাকুয়েট পনেরোশো মাইল। মঙ্গলবার সকালের মধ্যে পৌঁছাতে না পারার কোন কারণ নেই। তারমানে বার্লিনে পৌঁছাব বিকেলের দিকে।'

কফি শেষ করে টেবিল ছাড়ল ওরা। দরজার কাছে একটা টেবিলে বসে আছে তরুণ এক শ্বেতাঙ্গ, রানার হাত টেনে ধরল সে। ঘাড়-ফেরাতে চিনতে পারল ও। এরই বন্ধু বডমারকে গাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার করেছিল ওরা। অনভিজ্ঞ তরুণ রানাকে হৃদয় নিঙড়ানো ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে ব্যাকুল–হাসপাতালে দ্রুত সেরে উঠছে বডমার। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হন্-হন্ করে হেঁটে রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এলো রানা, কিন্তু তাজিন বা আলভীকে কোথাও দেখতে পেল না।

তারপর হঠাৎ সারি সারি ফোন বুদের দিকে তাকাল ও। কয়েকটা খালি, কয়েকটার ভেতর লোকজন কথা বলছে ফোনে। কাঁচ ঘেরা এরকম একটা বুদের ভেতর আলভীকে দেখতে পেল রানা। করিডরের দিকে পিছন ফিরে কথা বলছে সে।

ফোন বুদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই সামনে রানাকে দেখে একটু যেন চমকে উঠল আলভী।

'কাকে ফোন করলে?' রানার কণ্ঠস্বর একদম স্বাভাবিক।

'ক্লিনিকে ফোন করে জানার চেষ্টা করছিলাম তোমার বন্ধু কেমন আছে, কিন্তু রঙ নাম্বার...'

'তোমার মনটা তো খুব নরম, হে। অসংখ্য ধন্যবাদ

আলভী। গাইড দেখে নম্বরটা জেনে নিচ্ছি।'

ক্লিনিক থেকে বলা হলো, তাদের রোগীর বিপদ কেটে গেছে, তবে এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কথা বলা তার নিষেধ।

গ্যারেজ থেকে যেন সেই হারানো এসি বের করল রানা। মেকানিকরা সমস্ত ক্ষত সারিয়ে দিয়েছে। শুধু সময়ের অভাবে প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালার ভাঙা একটা কাঁচ বদলাতে পারেনি।

গাড়ির মিছিলে সামিল হয়ে ক্যান্ট্রিয়ন রোড ধরে পাহাড়ে উঠছে ওরা। ভিউ মিররে চোখ, র‍্যালির গাড়িগুলোকে পাশ কাটানোর সুযোগ করে দিচ্ছে রানা। ভাঙা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে। আক্রমণাত্মক শকুনের ভঙ্গি নিয়ে পিছনের সিটে বসে থাকা আলভী তার কোটের কলার দিয়ে গলা ঢাকল।

দশ মাইল এগোবার পর টাইমড্ স্পীড সেকশনের স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছাল ওরা। মার্শাল কখন শুরু করার হুকুম দেবে তার জন্যে প্রতিযোগীরা লাইন দিচ্ছে। প্যাসেঞ্জারদের সিট-বেল্ট আঁট করতে বলে ট্র্যাফিকের মিছিল থেকে এসি নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, তুমুল বেগে লাইনটাকে পাশ কাটিয়ে আসছে সবগুলো আলো জ্বেলে আর বিরতিহীন হর্ন বাজিয়ে। স্টার্ট লাইনের অফিসাররা হাত নেড়ে থামাবার চেষ্টা করল ওকে, তারপর লাফ দিয়ে যে যার জান বাঁচাল। লাল একটা সিত্রোঁকে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে দুর্গম পাহাড়ী পথে পাঠানো হয়েছে। ওটার একশো গজ পিছনে আঠার মত সেঁটে থাকল এসি। রানা দেখতে পাচ্ছে হেলমেট পরা ড্রাইভার প্রচণ্ড খাটছে. বাঁকগুলো ঘোরবার সময় সিত্রোঁর পিছন দিক ঝুলে পড়ছে গভীর খাদে, পিছনের ঘুরন্ত চাকা থেকে কাঁকর আর পাথর ছিটকাচ্ছে।

ইচ্ছে করলে সিত্রোঁকে ওভারটেক করতে পারে রানা, ওর পায়ের তলায় এসির বিপুল রিজার্ভ শক্তি রয়েছে। ড্রাইভিংটা উপভোগ করছে ও, ফলে টেরই পায়নি দশ মাইল কীভাবে

পেরিয়ে এলো। হঠাৎ করে রাস্তা একটা পাহাড় চূড়াকে আলিঙ্গন করেছে, ওই চূড়াতেই সাইনবোর্ডটা দেখা গেল।

'বাঁক নাও। ডান দিকে!' তাজিন চেঁচিয়ে উঠল। ক্যান্ট্রিয়ন সাইনটা দেখতে পেল রানা, গ্রিক হরফে কী লেখা আছে প্রায় বোঝাই যায় না। সিত্রোঁ বাঁ দিকে ডাইভ দিল। এসি উল্টোদিকে বাঁক ঘুরে বাজে একটা রাস্তায় পড়ল। বাধ্য হয়ে স্পীড কমাতে হলো রানাকে। হাঁটার সমান গতি।

'আলোর কি দরকার আছে?' জিজ্ঞেস করল তাজিন।

সব আলো নিভিয়ে দিল রানা। প্রথমে মনে হলো রাস্তার কিনারা দেখা যাবে না। তারপর সম্প্রতি নামা ধস-এর নুড়িতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হতে দেখে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল ও।

'সময়?' জানতে চাইল আলভী।

এক সেকেন্ডের জন্যে ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালল রানা। 'এগারোটা পঞ্চাশ।'

'আর মাত্র এক মাইল,' বলল তাজিন, প্রায় ফিসফিস করে। 'আমরা একটু আগে পৌঁছাচ্ছি, তবে তাতে কোন অসুবিধে নেই।'

গাড়ির ভেতর উত্তেজনা। সবাই সচেতন যে মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ওরা। রানা একই সঙ্গে নির্লিপ্ত আর কর্তব্যপরায়ণ থাকার চেষ্টা করছে। তাজিন সম্ভবত অন্ধকারে নার্ভাস বোধ করছে। আলভীর গম্ভীর সতর্কতা কেমন যেন ভীতিকর হয়ে উঠছে।

অতি সাবধানে মিনিট তিনেক এগোবার পর চাঁদের আলোয় পাথরের কয়েকটা পিলার দেখা গেল—একটা গেট।

'এখানে, গেটে থামো,' নরম গলায় বলল তাজিন।

এসি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। সামনে পাহাড়ের ঢালে সরু আলোর জ্যামিতিক কয়েকটা রেখা আভাস দিচ্ছে নিঃসঙ্গ একটা বাড়ির জানালার কাঁচ বেশিরভাগই ভাঙা।

চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে ওরা। এক মাইল পিছন থেকে

খানিক পর-পর নিয়মিত একটা করে কার-এর রেসিং স্পীডে ছুটে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। এদিকে প্রচুর ব্যাঙ, হরদম ডেকে চলেছে। নিশ্চয়ই আশপাশে কোন নালা আছে। অনেক দূরে, অনেক নিচে, সাগর ঘেঁষা একটা শহরের স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলজ্বল করছে। সাগরে আলো জ্বেলে মাছ ধরছে জেলেরা। রানা ভাবল, তীরের কতটা কাছাকাছি ভেসে আসবে ডুয়েটের পোড়া লাশ?

সময় এখন আহত, প্রায় অচল একটা সাপের মত। দশ মিনিট পার হতে যেন দশ ঘণ্টা লাগছে।

হঠাৎ রানার চোখজোড়া সরু হয়ে গেল। গেটের ভেতর ভৌতিক সাদা একটা মূর্তি দেখতে পেয়েছে ও। কয়েকটা কব্জা ক্যাঁচক্যাঁচ করছে কোথাও।

এসির দরজা খুলে নেমে গেল তাজিন। তার পিছু নিয়ে আলভীও। অনিচ্ছুক একটা ভাব নিয়ে নামল রানাও, ইগনিশন থেকে চাবিটা বের করে নিয়ে।

নিউম্যাটিক টায়ার লাগানো একটা হ্যান্ড ট্রলি ঠেলে আনছে সাদা কোট পরা দু'জন লোক। ট্রলির ওপর কাঠের তৈরি একটা বাক্স। ডুয়েট যেটায় ছিল, এটা তার চেয়ে একটু হয়তো বড়।

তাজিন, আলভী আর সাদা কোট পরা লোক দু'জন কী ভাষায় বোঝা গেল না নিচু গলায় কয়েক মিনিট আলাপ করল। রানা তফাতে সরে থাকল। চেহারায় বিমর্ষ ভাব, অথচ হাসি পাচ্ছে।

তারপর ওর দিকে হেঁটে এলো তাজিন। 'বুটটা খুলবে, প্লিজ? বাক্সটাকে যে পজিশনে দেখছ, বুটে সেভাবেই রাখতে হবে। জিনিস-পত্রের তালিকাটা থাকবে ওপর দিকে।'

'আলভী, এদিকে এসো,' তিক্ত কণ্ঠে হুকুম করল রানা। 'বুটে প্রচুর জিনিস রয়েছে, বেশিরভাগই তোমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ। সব বের করে গাড়ির ব্যাক সিটে রাখো।'

আলভী বিনা প্রতিবাদে কাজটা করল।

সাদা কোট পরা লোক দু'জন যথেষ্ট শক্তিশালী, ট্রলি থেকে বাক্সটা নামিয়ে বুটে রাখল। কাঠের কয়েকটা টুকরোকে গোঁজ হিসেবে ব্যবহার করল রানা, তারপর বুট বন্ধ করে দিল। 'বাতাসের কী ব্যবস্থা হবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বাতাসের কোন প্রয়োজন নেই,' জবাব দিল তাজিন। 'উনি প্রচুর অক্সিজেন সাপ্লাই পাচ্ছেন। অন্য আরেকটা ডিভাইস কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর ব্যবস্থাও করছে।'

'তাহলে আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না,' বলল রানা।

সাদা কোট পরা লোক দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল তাজিন, তারপর গাড়িতে উঠে বসল। 'সামনের গ্রাম হয়ে স্যালনে ফিরে যেতে পারো তুমি,' রানাকে বলল সে।

'তাছাড়া উপায়ও নেই,' বলল আলভী। 'অন্য একটা গাড়ি এইমাত্র এদিকের রাস্তায় নামল।'

ভেরায়বা-য় পৌঁছে আবার যখন মেইন রোডে উঠল এসি, তার আগেই শেডিউলের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে ওরা। র‍্যালি রুট এড়াবার জন্যে দীর্ঘ একটা ঘুরপথ পেরুতে হয়েছে। র‍্যালি ট্র্যাফিকের উল্টোদিকে জোর করে এগোবার চেষ্টা করবার মানে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট। তবে চল্লিশ মাইল পরে, ক্যাটেরিনা-য়, গ্রিক ন্যাশনাল হাইওয়ে পাওয়া গেল। ডুয়াল-ক্যারিজওয়ে না হলেও, এ-রাস্তায় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ভালভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, সারফেসটাও চমৎকার। ম্যাক্সিমাম স্পীড তোলা সম্ভব হলো। ওদের ডানে, মাথার ওপর দিকে অদৃশ্য, মাউন্ট অলিম্পাসের চূড়া অন্ধকারে পিছিয়ে গেল। ল্যারিসা-য় পৌঁছে, সালোনিকা থেকে একশো পনেরো মাইল দূরে, শেডিউলের চেয়ে এগিয়ে থাকল এসি। এবার হাইওয়ে ছেড়ে পশ্চিম, অর্থাৎ গ্রিসের ভেতর দিকে ঢুকতে হবে থেসালি প্রান্তরে প্রবাহিত পিনিয়াস নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ অনুসরণ করে। বিকেল তিনটের মধ্যে ট্রিকালা-য়

পৌঁছাল, ফেরিতে উঠতে হলে এখনও পার হতে হবে একশো ষাট মাইল। বোট ছাড়বে এখন থেকে চার ঘণ্টা পর।

বিশ মিনিট পর রাস্তা ঘন ঘন মোচড় খেয়ে কাটারা গিরিপথের দিকে উঠতে শুরু করল, পৌঁছাবে পাঁচ হাজার ছ'শো ফুট উঁচু চূড়ায়। ওঠাটা হলো অসম্ভব মন্থর আর বিপদসঙ্কুল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কার-সিকনেস পেয়ে বসল আলভীকে।

গাড়ি উঠছে তো উঠছেই, ওদেরকে যেন আকাশে পৌঁছে দেবে। ভাঙা জানালা দিয়ে ঢোকা ঠাণ্ডা বাতাস, আরও হিম হয়ে উঠছে। মালাকাসি ছাড়িয়ে আসার পর, রাস্তা যখন চার হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছে, ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা। হীটার পুরোদমে চালু, অথচ তারপরও গাড়ির ভেতর ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে ওরা। ওর নিজের আঙুল প্রায় অসাড় হয়ে গেছে, ফলে গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে।

তাজিন আর আলভীর জন্যে বুট থেকে আরও গরম কাপড়চোপড় বের করতে হবে, বাধ্য হয়ে গাড়ি থামাতে হলো রানাকে। ওর নিজের জন্যেও একজোড়া ড্রাইভিং গ্লাভস পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে।

'আর কত ওপরে উঠতে হবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আলভীর চেহারা নিষ্প্রভ সাদা দেখাচ্ছে। হাঁটুর ওপর একটা ভাঁজ খোলা ম্যাপ, টর্চ ধরা হাতটা কাঁপছে। তাজিনের দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'আরও পনেরেশো ফুট,' বলল আলভী। 'কাটারা পাস তুষার পড়ে বন্ধ হয়ে যায়নি তো?'

কয়েক মাইল সামনে রাস্তার দু'পাশ সাদা দেখা গেল, যান্ত্রিক লাঙ্গল প্রচুর তুষার স্তূপ করে রেখে গেছে। এক সময় স্তূপগুলোকে গায়ে গায়ে লেগে থাকতে দেখল ওরা, ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল, হেডল্যাম্পের প্রতিফলিত আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বরফ রাস্তার জায়গা দখল করে নেয়ায় কোনরকমে এগোতে পারছে এসি। রানা প্রার্থনা করছে উল্টোদিক থেকে কোন বাস বা লরি যেন না আসে, এই সময় হঠাৎ চূড়া পার হয়ে এলো ওরা।

ধীরে ধীরে গরম হলো বাতাস। ইভানিনা-য়, এক হাজার সাতশো ফুটে নেমে আসার পর দেখা গেল হীটার গাড়ির ভেতর থেকে শীত তাড়াতে পারছে। সামনে উঁচু-নিচু আরও ষাট মাইল।

বিশ মিনিট পর, প্রায় খাড়া পাহাড়-প্রাচীর আর খাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে সরু রাস্তা, আলভী হঠাৎ বলল, 'তোমাকে একবার থামতে হবে।'

'কেন?'

'সাধারণত যে-কারণে থামতে হয়। মুখ ফুটে বলবার দরকার আছে কি?'

রাস্তার ধারে এসি থামাল রানা। সরু একটা গিরিপথে রয়েছে ওরা, উঁচু পাহাড়-প্রাচীরকে দু'ভাগ করেছে একটা নদী। এঞ্জিন বন্ধ করবার পর আরও অনেক নিচ থেকে ওটার ভারী, গমগমে গর্জন ভেসে এলো। ক্যানিয়নে তির্যক ভাবে নেমে আসছে চাঁদের আলো, ছায়ার ভেতর অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলছে।

গাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার আগে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তাজিন, একটু হেঁটে আড়ষ্টতা কাটিয়ে নেবে?'

'না। আমি বেশ আছি।' তাজিনের মধ্যে নড়বার কোন লক্ষণ নেই, বাইরে বেরুবার জন্যে ড্রাইভারের সিটটা সামনে ঠেলে দিতে বাধ্য হলো আলভী।

রাস্তার বাম দিকে পাহাড়-প্রাচীর। ডানে ঢাল, নিচে তুষারে ফুলে থাকা কিনারা নিয়ে নদীর দ্রুতগতি প্রবাহ। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা, ভাবল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে খুব বাজে একটা জায়গা বেছে নিয়েছে আলভী।

সমতল একটা কারনিসে থামল রানা, তারপরও গাড়ি থেকে দেখা যাচ্ছে ওদেরকে। ট্রাউজারের চেইন খুলতে যাবে, আলভী

বাধা দিল।

'না, এখানে নয়,' বলল সে, রানার পিছু নিয়ে নামছে। 'আমাদেরকে আরও নিচে নামতে হবে।'

'এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে?' প্রতিবাদ করল রানা। 'কেন?'

'একটা মেয়ের দেখতে পাওয়া উচিত নয়,' ভারী, গম্ভীর গলায় বলল আলভী, যেন গুরুতর কোন বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছে। 'আর একটু নিচে নামলে আমরা পুরোপুরি আড়াল পেয়ে যাব।'

রানা এমন কি মনে মনেও হাসল না। সাবধানে নামছে ও-একটু তির্যক ভঙ্গিতে, ও কী করছে না করছে আলভী যাতে দেখতে না পায়। খরস্রোতা নদীর প্রায় কিনারায় পৌঁছাল। রাস্তা থেকে এই জায়গা একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। কিনারাতেও থামল না ও, নদীর ওপর জেগে থাকা একটা বোল্ডারে চড়ে চেইন খুলল ট্রাউজারের।

আলভী আগে শেষ করল। আলগা পাথরে পা ফেলে তার ওপরে ওঠার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ক্যানিয়নটা ঠাণ্ডা, দুর্গম আর বৈরী একটা জায়গা; রানাও তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরামদায়ক এসিতে ফিরে যেতে চাইছে। চেইন টেনে বন্ধ করল, ঘুরল, আর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এই নদীতেই ওকে মেরে রেখে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ছোট কারনিসটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আলভী। চাঁদের পুরো আলো পড়েছে তার ওপর। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়েছে সে। আলভী একা নয়, তার খানিক ওপরে রাস্তার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে তাজিনও।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, মনে এরকম একটা সন্দেহ থাকায় তৈরি হয়েই আছে রানা; কিন্তু সেটা আলভীকে সামলাবার জন্যে। একই সঙ্গে আলভী আর তাজিনকে সামলানো বেশ কঠিনই হবে। ওর পজিশন তো সুবিধের নয়-ওরা দু'জনেই ওপরে রয়েছে।

একটা বা দুটো নয়, একই সঙ্গে তিনটে গুলি হলো।

রানা বোল্ডারে বসে পড়ে গুলি করেছে, ফলে আলভীর বুলেট ওর মাথাটাকে খুঁজে পায়নি। পিস্তল বের করবার জন্যে যে সময় দরকার, রানার তা লাগেনি, কারণ সাবধানের মার নেই ভেবে ওটা আগেই বের করে রেখেছিল।

বাকি দুটো গুলি ওর আর তাজিনের পিস্তল থেকে বেরিয়েছে। দুটোই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে আলভীকে–রানার বুলেট তার ডান বুকে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তাজিনের বুলেট পিঠ ফুটো করে বুক ভেঙেছে।

আলভী গড়িয়ে নিচে নামছে। বোল্ডার থেকে লাফ দিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছাল রানা, লাশটাও ওর পায়ের সামনে এসে স্থির হলো।

এগারো

'বেঈমানীর এটাই উপযুক্ত শাস্তি।'

গাড়িতে এখন মাত্র দু'জন ওরা। ব্যাকসিট খালি, ভাঙা জানালা দিয়ে ঢোকা বাতাস এড়াবার জন্যে রানার পাশের সিটে বসেছে তাজিন। ব্রিন্দিসি বোট ধরবার জন্যে এসিকে যতটা সম্ভব দ্রুত ছোটাচ্ছে রানা। আলভীর লাশ নদীতে ফেলে দিয়ে এসেছে ওরা। দু'এক হপ্তার আগে কারও চোখে পড়বার ভয় নেই।

'কিন্তু আমাকে খুন করতে চাওয়ার কারণ?'

'বাধাগুলো এক এক করে দূর করতে চাইছিল আলভী,' বলল তাজিন। 'তোমাকে সরাতে পারলে বাকি থাকতাম একা আমি। শুধু তোমার ব্যক্তিত্বকে নয়, তোমার যোগ্যতা আর সাহসকেও

ভয় পাচ্ছিল ও। তোমাকে ঘৃণা করবার সেটাই মূল কারণ। তাছাড়া এ-ও বুঝতে পারছিল যে আমি তোমাকে ভাল চোখে দেখছি।'

'ধন্যবাদ।'

'একজন উপকারী বন্ধু, একজন নির্লোভ মানুষ হিসেবে যে-কেউ তোমাকে ভাল চোখে দেখবে। যাই হোক, তোমার প্রতি আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি ওর জন্যে ব্যাপারটাকে আরও গুরুতর করে তোলে।'

গায়ে গা ঠেকে থাকায় তাজিনের কাঁপুনি অনুভব করতে পারছে রানা। ঠাণ্ডার চেয়ে গুলি করে মানুষ মারার ব্যাপারটাই বোধহয় বেশি দায়ী।

'তুমি ওকে বেঈমান বললে।'

'আলভী আমাদের রাজধানীর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের ছেলে। সেনাবাহিনীতে ছিল, তারপর ইন্টেলিজেন্সে ঢোকে। আমাদের আর ওদের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। সেজন্যেই ওকে এই মিশনে নেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কারই তো বোঝা গেছে যে লোভে পড়ে দেশ, জনগণ আর নেতৃত্বের সঙ্গে বেঈমানী করবার সিদ্ধান্ত নেয় সে, গোপনে ল্যাঙলির সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমি তাকে টেলিফোন করতে দেখেছি, দু-একটা কথাও শুনেছি। অথচ জিজ্ঞেস করায় স্বীকার করেনি।

'এই মিশনে আলভী যোগ দেয় একটা মাত্র উদ্দেশে: নেতৃস্থানীয় সবাইকে দখলদার বাহিনী অর্থাৎ সার্চ কমিটির হাতে তুলে দেবে। কিন্তু কাজটা কিছুতেই সে করতে পারেনি অসুস্থ রাজনীতিক কোথায় আছেন একা শুধু আমি জানায়।'

'সেক্ষেত্রে সার্চ কমিটি আমাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কেন? যে মাস্টাঙ দুটো অনুসরণ করেছিল, তারপর আজ বিকেলে ওপেলটা–এগুলোর কথা বলছি।'

'সার্চ কমিটি বা দখলদারদের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতিটি

স্তরের সবাই অন্তত তখনও জানত না যে আলভীর সঙ্গে ল্যাঙলির গোপন যোগাযোগ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে।'

ইগোমেনিৎসার উঁচু পাহাড় থেকে বে-তে ঝলমল করতে দেখল ওরা প্যাট্রাস-ব্রিন্দিসির মধ্যে চলাচলকারী লাইনারটাকে। এরই মধ্যে জেটিতে পজিশন নিচ্ছে ওটা।

কার ও লরির দীর্ঘ সারির পিছু নিয়ে শম্বুকগতিতে এগিয়ে ফেরি বোটে উঠল এসি। ইমিগ্রেশন-এর আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে ওদেরকে কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। সর্বশেষ গাড়ি হিসেবে উঠল এসি, সেই সঙ্গে নিচু করা ট্র্যান্সাম বা আড়কাঠ উঁচু হয়ে গেল।

শহরের পিছনের পাহাড় থেকে একটা গাড়ির হর্ন কর্কশ আর্তনাদের সুর নিয়ে বিরতিহীন বেজে চলেছে। উইঞ্চের সাহায্যে ট্র্যান্সাম ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হচ্ছে, ওদিকে প্রচণ্ড তুফান তুলে ছুটে আসছে ওপেল কমোডর–জোড়া হেডলাইট যেন উজ্জ্বল আলোর টানেল, হর্ন থামছে না। ওদের বোট তীর থেকে এরইমধ্যে একশো গজ পিছিয়ে এসেছে অথচ তারপরও গাড়িটা ছুটে আসছে। জেটিতে চড়ল, শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষে থামল একেবারে পানির কিনারায়। কিন্তু বৃথাই!

আট ঘণ্টার সী-জার্নি সময়ের অযৌক্তিক অপচয় বলে মনে হলো। শত্রুপক্ষ ফেরিতে উঠতে পারেনি, ইটালিয়ান বোটে আরাম-আয়েশের কোন অভাব নেই, এ-সব অবশ্য অত্যন্ত স্বস্তিকর হয়ে দেখা দিল। কী জাদুবলে কে জানে, রিজার্ভ না করা সত্ত্বেও প্রচুর নগদ ডলার খরচ করে একটা কেবিনের ব্যবস্থা করে ফেলল তাজিন রানা যাতে নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিতে পারে। একটা স্টেট-রুম। ফার্নিচারের মধ্যে জোড়া লাগানো ডিভান আছে দুটো। রানাকে শুতে বাধ্য করল সে। আর শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল

রানা।

পাঁচ ঘণ্টা পর রানার ঘুম ভাঙাল তাজিন। পাশের ডিভান যেভাবে ডেবে আছে, দেখেই রানা বুঝতে পারল ওর পাশে তাজিনও শুয়েছিল।

'তোমার বউ-বাচ্চার খবর কি?' হঠাৎ প্রশ্ন করল তাজিন।

'খুব জানতে ইচ্ছে করছে বুঝি?' হাসল রানা। 'বিবাহিত একজন পুরুষের প্রতি একটু বেশি আগ্রহ দেখানো হয়ে যাচ্ছে না?'

'না। আমার ধারণা, তুমি একটা মিথ্যুক।'

'ব্যস, তাহলে তো তুমি জানোই। এবার আমাকে নিয়ে যত খুশি স্বপ্ন দেখতে পারো।'

হাসল তাজিন। 'দেখবই তো!'

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। স্টেট-রূমে ফিরে দেখল পোর্টহোলে চোখ রেখে ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখছে তাজিন। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরল সে, মিষ্টি করে হাসল। 'একটু অপেক্ষা করো, আমি তৈরি হয়ে নিই।'

বিশ মিনিট পর মেইন ডেকে, রেস্তোরাঁর জানালা ঘেঁষা টেবিলে বসল ওরা। ঝলমলে নীল সাগরের ওপর দিয়ে সাবলীল গতিতে ছুটে চলেছে বোট। মাথার ওপর গাঢ় আকাশ, তবে জলভরা মেঘ দেখা গেল পুবদিকে, আলবেনিয়ান মেইনল্যান্ডের ওপর।

লাঞ্চ খাবার ফাঁকে পরবর্তী রুট নিয়ে আলোচনা করল ওরা। জাহাজের বুকস্টল থেকে কিছু রোডম্যাপ কিনেছে রানা। যত দ্রুত সম্ভব ব্রিন্দিসি থেকে লে টাকুয়েটে পৌঁছাতে চাইছে তাজিন। আর নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে মেইন হাইওয়ে থেকে দূরে থাকতে চাইছে রানা, ঘুরপথে বেশি সময় লাগে লাগুক। ব্যাপারটা নিয়ে কোন তর্ক হলো না, তবে তাজিনের চোখে-মুখে সংশয়, দ্বিধা আর

উদ্বেগের একটা ছায়া খেলে গেল দু'একবার।

তারপর হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'উনি তোমার কে?'

ঝাড়া এক মিনিট কোন কথা না বলে রানার চোখে কী যেন খুঁজল তাজিন। তারপর মুখ খুলল। তার উত্তরটাও হলো রানাকে চমকে দেয়ার মত। 'আমি ওঁর রক্তের রক্ত।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'উনি আমার বাবা।'

সত্যিই চমকে উঠল রানা।

তাজিন গম্ভীর হলো। 'আর কোনও প্রশ্ন নয়, প্লিজ। সব কথা, বিশেষ করে ডিটেইলস্, না জানাই তোমার নিরাপত্তার জন্যে ভাল বলে মনে করি।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা সিদ্ধান্ত নিল, কাস্টমস চেকিঙে ধরা পড়ে যেতে পারে, তাই কারও কাছে কোন অস্ত্র রাখা ঠিক হবে না।

জাহাজ থেকে নেমে এসেছে ওরা। গাড়িতে বসে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকিং-এর জন্যে অপেক্ষা করছে। রানা ভাবছে, বুটের ভেতর বাক্সটায় কী আছে জানে, তারপরও তাজিন এরকম শান্ত, নির্লিপ্ত ভাব কীভাবে ধরে রাখতে পারছে? ডাক্তার না হলে অনেক বড় অভিনেত্রী হতে পারত সে। অবশ্য যে পরিবারের মেয়ে তাজিন, অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিপুল ধন-সম্পদ যেমন ছিল, তেমনি তাকে নানা সংকট আর উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বড় হতে হয়েছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা জীবনটাকে সহজভাবে নিতে শিখিয়েছে তাকে।

অবশেষে ওদের পালা এলো। অলসগতিতে কাস্টমস বে-তে এসিকে নিয়ে এলো রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। কাস্টমস ইন্সপেক্টর এসির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

একবার তাকিয়েই হাতের তালিকাটা দেখল, তারপর ইঙ্গিতে কার নিয়ে স্পেশাল বে-তে যেতে বলল। চীফ কাস্টমস অফিসারকে ডাকছে। এক মিনিট পর দু'জন মিলে এসিকে ঘিরে চক্কর দিল দু'বার। আচরণে বিনয়ের কোন অভাব নেই, তবে কাজে ফাঁকি দিতে বা অবহেলা করতে রাজি নয়। নিজেদের পিস্তল সাগরে ফেলে দিয়েছে রানা, ওকে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

'তাজিন,' নিচু গলায় দ্রুত বলল ও। 'বাক্সটা সার্চ করতে চাইলে আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে–এক, ঘুষ সাধা। দুই, ব্যারিয়ার ভেঙে পালানো। কিন্তু পালাতে দেখলে পিছন থেকে গুলি করবে ওরা, তারপর ধাওয়া। একসময় আমরা তিনজনই মারা পড়ব। তোমার কাছে টাকা আছে?'

'কত?'

'লাখ খানেক ডলার? ক্যাশ?'

'অত নেই–সত্তর হাজারের মত হবে। তবে ডায়মন্ড আছে–বিক্রি করলে অনেক ডলার পাওয়া যাবে।'

'কোথায়? টাকাটা?'

'বুটে, আমার সুটকেসে।'

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'কী অনুরোধ?'

'গাড়ি থেকে নেমে যাও। ওদেরকে বলো স্টেট-রুমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্ট ভুলে ফেলে রেখে এসেছ। আমি একাই চেষ্টা করি কাস্টমস অফিসারদের সামলাবার। যদি দেখি বাক্সটা ওরা সার্চ করবেই, ব্যারিয়ার ভেঙে পালাতে চেষ্টা করব। তুমি কাপড় পাল্টে, হেয়ার স্টাইল বদলে এই ফেরি ধরেই গ্রিসে ফিরে যেয়ো...'

'বাক্সটা আমার দায়িত্ব। সেটা আমি তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে গা বাঁচিয়ে কেটে পড়ব? অসম্ভব, না!'

'প্লিজ, তাজিন, প্লিজ!' রানার তাগাদায় ব্যাকুলতা ফুটে

উঠল। রানা অত্যন্ত সিরিয়াস, এটা বুঝতে পেরেও কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল তাজিন, তারপর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বিস্মিত কাস্টমস্ অফিসারদের চোস্ত ইংরেজিতে নিজের সমস্যাটা বোঝাতে চেষ্টা করল সে–জাহাজে ব্রিফকেস ফেলে এসেছে, সেটা আনতে যাচ্ছে। জেটির শেষ মাথায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ইগনিশন থেকে চাবির গোছা বের করে বুটটা খুলছে রানা।

দশ মিনিট পর। কপালে যা আছে তাই হবে ভেবে জাহাজ থেকে নেমে এলো তাজিন। সে প্রায় নিশ্চিত আলভী টেলিফোনে সার্চ কমিটিকে সবই বলে দিয়ে গেছে, তারা নিশ্চয়ই ইটালিয়ান কাস্টমসকে জানিয়েছে কী আছে বাক্সের ভেতর। প্রাণের ঝুঁকি আছে জেনেই তো এই মিশনে স্বেচ্ছায় এসেছে সে, কাজেই নিরীহ নিরপরাধ মাসুদ রানাকে বিপদের মুখে ফেলে নিজেকে বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এসে দেখে এসি সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভিং সিটে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে রানা, একটা ইংরেজি দৈনিক পড়ছে। কাস্টমস অফিসাররা অন্যান্য গাড়ি চেক করতে ব্যস্ত, তাজিনের দিকে তারা কেউ এমনকি ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালও না।

'চেকিং হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে গাড়িতে উঠে বসো।'

এসি স্টার্ট দিয়ে কাস্টমস এরিয়া থেকে বেরিয়ে এলো রানা, তারপর ডক এরিয়া থেকে বেরিয়ে সাইনবোর্ড দেখে ব্রিন্দিসির পথ ধরল।

'ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করলে কীভাবে?'

'ঘুষ দিয়ে,' বলে হাতের দৈনিকটায় টোকা দিল রানা। 'খবরটা দুপুরের সংস্করণে বেরিয়েছে। আজ সকালে তীরে ভেসে

এসেছে আমাদের লাশ। তোমার আব্বার লাশ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। তবে আরও ভালভাবে পরীক্ষা করার জন্যে গোপনে আমেরিকায় পাঠানো হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, খুব বেশি পুড়ে গেছে ওটা। দখলদার বাহিনী ও সার্চ কমিটিগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে একটা ছোট বোট নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কোথাও যাচ্ছিলেন তিনি, সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত বোটে আগুন ধরে যাওয়ায় মারা যান।'

'এ খবর সার্চ কমিটিকে বোকা বানাতে পারবে না,' বলল তাজিন, 'কারণ আলভী আগেই তাদেরকে টেলিফোনে সব বলে দিয়েছে। কাস্টমস এরিয়ার বাইরে বিরাট একটা কালো গাড়ি পার্ক করা ছিল, তুমি দেখেছ?'

'না। কারা ছিল ওটায়?'

'চেহারা দেখে আমার দেশের লোকজন বলেই তো মনে হলো। কাস্টমস্ অফিসাররা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে দেখে নিশ্চয়ই হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। ইটালি আমাদের দেশ দখল করাটাকে সমর্থন করেছে, এই দেশের কোন অফিসার ঘুষ খাবে—এটা চিন্তারও অতীত।'

'অন্যায়টা সমর্থন করেছে সরকার, ইটালিয়ানরা বেশিরভাগই এই একতরফা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।'

বিকেল চারটের দিকে মাঝারি শহর বারি ছাড়িয়ে এলো এসি। এদিকের রাস্তা খুব ভাল; এই অটোস্ট্রাডা সিস্টেম ওদেরকে পৌছে দেবে আউস্তা-য়, ফরাসী সীমান্ত থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে।

ব্রিন্দিসি ইটালির দক্ষিণ-পুব উপকূলে, ওখান থেকে উত্তর-পশ্চিম উপকূলের লে টাকুয়েট এক হাজার তিনশো চল্লিশ মাইল দূরে, দু'এক মাইল এদিক-ওদিক হতে পারে। এই দীর্ঘ পথে মোটরওয়ে মাত্র আড়াইশো মাইল। মোটরওয়েতে ঘণ্টায় একশো মাইল এবং মন্ট ব্লাঙ্ক টানেল-এর পর অনিশ্চিত অন্যান্য রাস্তায়

গড়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি ছোটাতে পারলে লে টাকুয়েটে রানার পৌঁছাতে লাগবে সতেরো ঘণ্টা। ইটালি আর ফ্রান্সের সময়ের পার্থক্য বিবেচনায় রাখলে তখন বাজবে আটটা। শেডিউল তাহলে ঠিক থাকে।

ভাল রাস্তা পেয়ে ঘণ্টায় একশো পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল রানা। একবার ধাওয়া করল ইটালিয়ান টহল পুলিসের দুটো মোটরসাইকেল। কথা বিশেষ হলো না; পাঁচ লাখ লিরা জরিমানা দিয়ে আবার স্টার্ট দিল রানা। এরপর একটানা গাড়ি চালিয়ে একশো ষাট মাইল পেরিয়ে পৌঁছাল নেপলস্-এ। মোচাকৃতির ভিসুভিয়াস পিছিয়ে গেল ওদের বাঁ দিক দিয়ে, ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে ছ'টা।

নেপলসের বাইরে একটা সার্ভিস এরিয়ায় থেমে অকটেন নিল রানা। তাজিনকে নিয়ে কফি খেতে নেমে কিছুটা সময় নষ্ট করল ও। লে টাকুয়েটে পৌঁছাতে এখনও এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। কফি খেতে এসে ওয়েটারকে ডেকে গরম গরম চিকেন স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতে বলল রানা। স্যান্ডউইচ খাবার পর বাথরূমে গেল ও। এদিকে চরম উত্তেজনায় অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করেছে তাজিন।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষমা চাইল রানা। তাজিন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে।

রোম একশো পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। এক ঘণ্টা দশ মিনিট লাগল পার হতে। রোম থেকে ফ্লোরেন্স একশো আটষট্টি মাইল, রানা সময় নিল এক ঘণ্টা সাতাশ মিনিট। সময় ন'টা বিশ। জার্নির পাঁচশো চৌত্রিশ মাইল পেরিয়েছে ও, গড় স্পীড ছিল ঘণ্টায় একশো মাইল। ইতোমধ্যে মাগেলো-য় অন্ধকার নেমেছে।

অন্ধকার নামবার পর আরও চারঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে মিলানে পৌঁছাল রানা। তাজিন খেয়াল করল, হঠাৎ নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে, যেন কী একটা বিপদ সাফল্যের সঙ্গে এড়াতে পেরে

পরম স্বস্তি বোধ করছে। ভাবটা যেন, এখান থেকে বার্লিনে নিরাপদেই পৌঁছাতে পারবে ওরা, পথে আর কোন বিপদের ভয় নেই।

তাজিনের হাত ধরে অভিজাত একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল রানা। পিৎসা আর কফি খেলো ওরা। তারপর টেবিলে তাজিনকে বসে থাকতে বলে চেয়ার ছাড়ল সে, বলল, 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল তাজিন। 'ফোন করতে হবে? কোথায়?'

'বার্লিনে।'

'বার্লিনে? বার্লিনে কোথায়?'

'ক্যাবান ডাফনের সেই বাড়িটায়—ডক্টর বাসরাকে।'

'ডক্টর বাসরাকে ফোন করবে তুমি?' তাজিন কিছুই বুঝতে পারছে না। 'কেন?'

'কেন মানে? তুমি বোকা নাকি?' এত প্রশ্ন করায় রেগে উঠল রানা। 'এত কষ্ট করে ওঁকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেই জায়গাটা এখনও নিরাপদ আছে কিনা জানতে হবে না? সার্চ কমিটিকে আলভী ওই বাড়ির ঠিকানা দেয়নি, এর কোন প্রমাণ আছে?'

ঢিল পড়ল তাজিনের পেশীতে। রানার ওপর থেকে সন্দেহটা দূর হয়ে গেল। তবে নতুন একটা উদ্বেগ গ্রাস করল তাকে। 'সত্যিই তো! ডক্টর বাসরার কিছু হয়ে থাকলে আব্বাকে নিয়ে আমরা উঠব কোথায়?'

'আমি যাব আর আসব,' বলে ফোন বুদের দিকে চলে গেল রানা।

'গাড়িতে পাবে আমাকে,' পিছন থেকে বলল তাজিন।

পনেরো মিনিট পর গাড়িতে এসে উঠল রানা।

'খেতে আর ফোন করতে চল্লিশ মিনিট পার করে দিলে,' বলল তাজিন, কণ্ঠস্বর কঠিনই বলতে হবে। 'সত্যি কথাটা বলো তো, তুমি কি তথ্য সংগ্রহ করছ, না বিলি করছ?'

'দুটোই, কম আর বেশি। ভাল কথা, ওই বাড়িতে নেই ডক্টর বাসরা। কেয়ারটেকার অন্য নাম্বার দিল।' একটা কাগজ এগিয়ে দিল তাজিনের দিকে। 'এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পার।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল তাজিন। খুব অস্থির বোধ করছে।

'ঘড়িতে বারোটা বেজে সতেরো মিনিট, ইটালিয়ান সময়; এগারোটা সতেরো মিনিট, ফরাসী সময়। লে টাকুয়েট এখনও ছ'শো সতেরো মাইল দূরে। ন'ঘণ্টায় এই দূরত্ব তুমি পার হতে পারবে?'

'পারব। তুমি যদি ফোনটা দশ মিনিটে সারতে পারো, তাহলে পারব।'

দ্রুতপায়ে চলে গেল তাজিন ফোন বুদের দিকে। ফিরে যখন এলো, তখন হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ, দুই চোখ বিস্ফারিত।

'ব্যাপারটা কী বলো তো? ডক্টর বাসরা আমাকে নির্দেশ দিলেন এখন থেকে তোমার কথা মত চলতে! ঘটনাটা কী? তাছাড়া আমার সুটকেসে সত্তর হাজার ডলার পুরোটাই দেখলাম আছে, তাহলে ঘুষ দিলে কী?'

'আমার পকেটে যা ছিল তাতেই হয়ে গেছে বলে তোমার ডলার আর লাগেনি,' বলল রানা।

'কিন্তু ডক্টর বাসরা আমাকে এই নির্দেশ দিলেন কেন?'

'সেটা তিনিই বলতে পারবেন। তবে নির্দেশ একটা দিয়েই যখন ফেলেছেন, তাঁর কথাটা মেনে নিলে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠল তাজিন। বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা, ইটালিয়ান মরিস রেনার ছদ্মনাম হিসেবে মাসুদ রানা নামটা বেছে নেয় কেন!'

মৃদু হাসল রানা। 'সব প্রশ্নের জবাব পাবে বার্লিন পৌছলে। তার আগে কোন কথা বললে আমরা দুজনেই বিপদে পড়ব।'

'বলো কী! আরও বিপদ আছে নাকি সামনে?'

'আসল বিপদটাই তো বাকি এখনও।'

'কী বিপদ?' রানার কোটের হাতা খামচে ধরল তাজিন। 'তুমি রহস্যময় আচরণ শুরু করেছ, রানা। তুমি জানো বিপদ আসছে, তবু আমাকে সাবধান হওয়ার বা প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিচ্ছ না কেন?'

'তার কারণ, তোমাকে জানালে বিপদ ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। কথাটা এখন তোমার হেঁয়ালী মনে হতে পারে, কিন্তু পরে বুঝবে এর তাৎপর্য। তোমার বস্ যখন আমার ওপর নির্ভর করতে বলেছেন, একটু নির্ভর করেই দেখো না।'

রাত একটা বিশ মিনিটে মন্ট ব্লাঙ্ক টানেলের মুখে পৌঁছাল ওরা। ইটালিয়ান কাস্টমস্ কোন ঝামেলা না করে ওদেরকে ছেড়ে দিল। তাজিনের বিস্ময় উত্তরোত্তর শুধু বাড়ছেই। কাস্টমস অফিসারদের যেন আগে থেকেই কেউ বলে রেখেছে, ওদের এসিকে সার্চ করবার দরকার নেই। সার্চ করা হবে না, রানাও যেন তা জানে। অন্তত ওর আচরণ ও হাবভাব অনুবাদ করলে অর্থটা তাই দাঁড়ায়। ব্যাপারটা কী? আসলে কে এই মাসুদ রানা? সাবেক একজন গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ান, মরিস রেনার, এটাই ওর একমাত্র পরিচয়? অসম্ভব!

সাত মাইল লম্বা টানেল পার হয়ে ফরাসী আকাশের নিচে বেরিয়ে এলো এসি। অনেক নিচে, উপত্যকায়, শ্যামোনিক্স শহরের আলোকমালা ঠাণ্ডা বাতাসে মিটমিট করছে।

ফ্রেঞ্চ কাস্টমসও এসি সার্চ করল না। তাজিন আরও লক্ষ করল, অফিসারদের সঙ্গে চোস্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় হাস্য-কৌতুক করছে রানা, তারা সবাই যেন ওর পুরানো বন্ধু।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাজিনকে রানা বলল, 'আমরা প্যারিসে যাচ্ছি না। প্যারিস তিনশো বাষট্টি মাইল দূরে থাকতেই অখ্যাত একটা এয়ারস্ট্রিপে থামব আমরা।'

'কেন?'

'ওটা একটা চার্টার করা প্লেন,' বলল রানা। 'আমাদের তিনজনকে নিয়ে সোজা বার্লিনে পৌঁছে দেবে।'

'এই আয়োজন কখন করা হলো?'

'আমি যখন টেলিফোন করতে গেলাম।'

'এটা আমার মিশন। অন্তত আমার প্ল্যান অনুসারে এই মিশন চলবার কথা। অথচ দেখা যাচ্ছে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে তুমি একাই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। কেন?'

'ঠিক আছে,' হাসল রানা। 'এখন থেকে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেব।'

পরবর্তী একশো মাইল নীরবে পার হয়ে এলো ওরা। হঠাৎ মোটরওয়ে ছেড়ে ঘুরপথ ধরল রানা, কিন্তু তাজিনকে কোন ব্যাখ্যা দিল না। বিশ মাইল দূরে ছোট একটা শহরের ভেতর ঢুকল এসি, এই সময় একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে রানা বুঝতে পারল ব্রেক ঠিকমত কাজ করছে না। ফরাসী সময় রাত তখন প্রায় তিনটে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে তাজিনও টের পেল। 'মাইলখানেক পিছনে একটা গ্যারেজ খোলা দেখেছি,' বলল সে। 'যদি মনে করো সমস্যাটা সিরিয়াস তাহলে মেরামত করিয়ে নেয়াই ভাল।'

'এরচেয়ে সিরিয়াস আর কিছু হতে পারে?' রানা উদ্বিগ্ন। 'এখন সামান্য ডিসটার্ব করছে, পরে যদি কাজই না করে?'

এসি ঘুরিয়ে শম্বুকগতিতে ফিরতি পথ ধরল রানা। একটা গ্যারেজ যে খোলা আছে, এটা ওরও চোখ এড়ায়নি। মেকানিকরা জরুরী একটা কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরবার তোড়জোড় করছিল, এসিকে দেখে খুব একটা খুশি হলো না। তবে মোটা টাকা বকশিশ পাওয়া যাবে শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিল কাজটায়।

পরীক্ষা করে তারা জানাল, গোটা ব্রেকিং সিস্টেমটা ঢিলে হয়ে পড়েছে, ফলে সব খুলে আবার নতুন করে ফিট করতে হবে। তাছাড়া তিনটে চাকার অবস্থা খুবই খারাপ, ওগুলো বদলানো দরকার। টুকিটাকি আরও কিছু কাজ আছে। সব মিলিয়ে সময়

লাগবে ঘণ্টা চারেক।

শুনে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল তাজিনের। রানা কিন্তু নির্বিকার। তবে মেকানিকদের বলল, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সারতে পারলে বকশিশ পাওয়া যাবে দ্বিগুণ।

গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে তাজিন। সাতটার সময় গ্যারেজ থেকে রওনা হলো এসি। চোখে ঘুম, তাই সাবধানে চালাচ্ছে রানা। সামনে ছোট শহর টুরনাস, ওটার এক প্রান্তে এয়ারস্ট্রিপটা। আর বোধহয় পঞ্চাশ মাইল দূরে। তীরে এসে তরী ডোবাতে চায় না, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলেও স্পীড বাড়াচ্ছে না। এমনকি সিট-বেল্টও বাঁধেনি। বিরাট, কালো মাস্টাঙটা নিশ্চয়ই কোন সাইড রোড থেকে পিছনে বেরিয়ে এসেছে। রানা শুধু জানে একটা বাঁক ঘোরার সময় ড্রাইভিং মিররে তাকাতে এই প্রথম দেখতে পেল ওটাকে।

নেতিয়ে পড়া তাজিনের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকাল রানা। 'তাজিন! ওঠো! পিছনে তাকাও।'

চোখ ডলে ঘুম তাড়াল তাজিন, সিট-বেল্ট খুলে শরীরটা মুচড়ে পিছন দিকে তাকাল। 'একটা মাস্টাঙ!'

'হ্যাঁ। কজন আছে দেখতে পাচ্ছ?'

'তিনজন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে পাশ কাটাতে চাইছে।'

মাস্টাঙের ড্রাইভার হর্ন দিল, বেশ সময় নিয়ে।

'তৈরি থেকো,' বলে রাস্তার একপাশে সরে এসে মাস্টাঙকে ওভারটেক করবার সুযোগ করে দিল রানা।

ওভারটেকের সুযোগটা নিল না, অথচ মাস্টাঙের ড্রাইভার হর্ন বাজাল–থেমে থেমে কয়েকবার।

কৌশল বদলে স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা, ভিউ মিররে ছোট্ট হয়ে গেল মাস্টাঙ, তবে একেবারে হারিয়ে গেল না। একটা গ্রামকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। এরপর সামনে পড়ল কয়েকটা

তীক্ষ্ণ বাঁক। স্পীড লিমিটের ভেতরে থেকে ঘুরছে রানা। পিছনে আবার উত্তেজনাকর, কর্কশ আওয়াজ করছে মাস্টাঙের হর্ন।

শেষ বাঁকটা মারাত্মক। ফুঁপিয়ে ওঠা টায়ার নিয়ে বাঁকটা ঘুরল রানা, ঘুরেই দেখতে পেল লাল-সাদা রঙ করা ব্যারিয়ার, ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাতে লেখা–রাস্তা বন্ধ। এসি দাঁড় করাবার সময় দু'পাশে তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে রানা, বোঝার চেষ্টা করছে ব্যারিয়ার যথেষ্ট ভঙ্গুর কিনা। মাত্র দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছে ওরা, নীল ওভারঅল পরা শ্রমিক–দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দু'দিকে।

কালো মাস্টাঙ বাঁক ঘুরল, চাকাগুলো আর্তনাদ করছে। ব্রেক করল ড্রাইভার। সবগুলো চাকা লক হয়ে গেল। গাড়ি হড়কে এসে থামল এসির পিছনে।

পরমুহূর্ত থেকে সব কিছু হতবুদ্ধিকর দ্রুতবেগে ঘটে গেল। নীল ওভারঅল পরা লোক দু'জন রাস্তার পাশ থেকে সামনের দিকে ছুটল, বড় আকারের পকেট থেকে পিস্তল বের করে রানা ও তাজিনকে কাভার করছে। মাস্টাঙ থেকে নামল দু'জন লোক, একজনের হাতে একটা সাব মেশিনগান, আরেকজনের হাতে পিস্তল আর প্রায় গোল একটা জিনিস। দ্বিতীয় লোকটা বগলে পিস্তল চেপে ধরে এসির বুটের ঢাকনি ধরে টান দিল। সেটা খুলল না দেখে পিছিয়ে এসে ইঙ্গিত করল সঙ্গীকে। সঙ্গী তার সাব মেশিনগান দিয়ে এক পশলা গুলি করল বুটে। স্টীলের বডি ভেদ করে ভেতরে বসানো কাঠের বাক্সে গিয়ে ধাক্কা খেলো বুলেটগুলো। এরপর পেট্রল ট্যাংকের ফ্ল্যাপ খুলে ফেলা হলো। আয়নায় চোখ, রানা দেখল দ্বিতীয় লোকটা তার হাতের গোল মত জিনিসটা পাইপের ভেতর ফেলে দিল।

'লাফ দাও!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। দেখল নির্দেশটা বুঝতে পেরে নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলছে তাজিন। পরমুহূর্তে নীল ওভারঅল পরা অস্ত্রধারীদের কথা চিন্তা না করে নিজেও দরজা খুলে ডাইভ দিল রাস্তা লক্ষ্য করে। ছদ্মবেশী লোক দু'জন এই

মুহূর্তে ব্যারিয়ার সরাতে ব্যস্ত। বাকি দু'জন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল নিজেদের গাড়িতে। মাস্টাঙের ড্রাইভার এসিকে পাশ কাটিয়ে নিরাপদ দূরে সরে যাচ্ছে, এই সময় ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে ডাঙায় তোলা মাছের মত একবার তড়পে উঠল এসি, তারপর চোখের পলকে গাড়িটাকে গ্রাস করল মোটা, নিরেট স্তম্ভের মত আগুনের কয়েকটা শিখা।

মাস্টাঙের গতি একটু কমল, ওভারঅল পরা লোক দু'জন লাফ দিল খোলা দরজার ভেতর। তারপরই ঝড় তুলে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

এসির সামনে দিয়ে ছুটে এসে রানা দেখল ক্রল করে জ্বলন্ত গাড়ির দিকে এগোবার চেষ্টা করছে তাজিন, তার হাতব্যাগটা পড়ে রয়েছে পিছনে। সে কাঁদছে না। কী এক প্রচণ্ড অভিমানে নাকি আক্রোশে, বলা মুশকিল, ফুঁসছে, থর-থর করে কাঁপছে সারা শরীর। তাকে ধরে দাঁড় করাল রানা, আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে আনল। দুর্বল, কাঁপা হাতে নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

অস্পষ্টভাবে রানা টের পেল এক এক করে কয়েকটা গাড়ি থেমেছে। আরোহীরা নামছে। ছুটে আসছে ওদের দিকে। সবাই উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ আতঙ্কিত। একটা সিত্রোঁর ড্রাইভার সবার আগে পৌঁছাল ওদের কাছে। 'কিভাবে আগুন লাগল? আপনারা আহত হননি তো? গাড়ির ভেতর কেউ আটকা পড়েনি?'

হ্যাঁ–,' মাতৃভাষায় শুরু করল তাজিন। 'আমার আব্বা...

'না-না,' তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কেউ আটকা পড়েনি।' ইঙ্গিতে তাজিনকে দেখিয়ে আবার বলল, 'ওর আসলে শকটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে।'

'প্লিজ, রানা, প্লিজ!' রানার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল তাজিন। 'তোমার পায়ে পড়ি! একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখো! এখনও হয়তো বাক্সটায় আগুন লাগেনি!'

আশপাশের সবাই বুঝল, মেয়েটার মাথা ঠিক মত কাজ করছে না। গোটা গাড়িই যেখানে দাউ-দাউ করে জ্বলছে সেখানে কোন বাক্স উদ্ধার করবার প্রশ্ন ওঠে কী করে।

সবাইকে শুনিয়ে রানা বলল, 'এখন আর কিচ্ছু করার নেই, তাজিন।' গলা নামিয়ে বলল, 'শোনো, তাজিন, তোমাকে আমার নির্দেশ মত চলতে বলা হয়েছে না? আমার নির্দেশ হচ্ছে: কাঁদো, কিন্তু পাগলামি কোরো না।'

'তুমি কিছুই করলে না, রানা!' বলেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল তাজিন। 'সেক্ষেত্রে আমাকে বাধা দিলে কেন? আমাকেও কেন ওঁর সঙ্গে পুড়ে মরতে দিলে না?'

তাজিনের মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে আনল রানা। শান্ত হও, লক্ষ্মীটি। আমার ওপর ভরসা রাখো। বিশ্বাস করো, তোমার বা আমার, কারুরই কিছু করবার ছিল না। আমরা যে বেঁচে গেছি, এটাই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি।' কিন্তু ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে তাজিন।

চার্টার করা প্লেন উত্তর-পুব দিকে ছুটে চলেছে। এটা একটা মাঝারি সাইজের ফকার, তবে আরোহী মাত্র রানা ও তাজিন। পাইলট আর কো-পাইলট জানত প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে কিছু লাগেজ আর একটা বাক্স থাকবে, কিন্তু সে-সব কিছুই তারা দেখেনি। না দেখলেও কোন প্রশ্ন করেনি। রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা থেকে প্লেনটা চার্টার করা হয়েছে। এই এজেন্সির কাজ আগেও করেছে তারা, কাজেই জানে ওরা বেআইনী কিছুর মধ্যে থাকে না।

এসির আগুন ধীরে ধীরে নিভে আসার পর পিছনের গাড়িগুলো এক এক করে পাশ কাটাতে শুরু করে, সিঁত্রোর ড্রাইভারকে কাছে ডেকে এয়ারস্ট্রিপ পর্যন্ত একটা লিফট চায় রানা।

বার্লিন এয়ারপোর্টে নিরাপদেই নামল ওদের প্লেন। প্রায় জোর করে তাজিনকে দুটো স্লীপিং ট্যাবলেট খাইয়েছিল রানা। জোড়া সিটের ওপর আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়েছে সে। রানা নিজেও ঘুমিয়েছে, তবে ট্যাবলেট না খেয়েই।

এয়ারপোর্ট কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনে কোন সমস্যা হলো না। তাজিন রানার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে ঘুম এখনও পুরোপুরি ভাঙেনি তার। রানার পাসপোর্ট ছিল ট্রাউজারের পকেটে, আর তাজিনেরটা ছিল হ্যান্ডব্যাগে, কাজেই আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে ওগুলো।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে রেন্ট-আ-কার থেকে একটা মার্সিডিজ ভাড়া করল রানা। প্রায় জড়িয়ে ধরে গাড়িতে তুলতে হলো তাজিনকে। সিটে বসে থাকতেও পারল না, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভাঁজ করে শুয়ে পড়ল।

এক ঘণ্টা পর বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা বাগানবাড়ির নিজস্ব রাস্তায় পৌঁছাল মার্সিডিজ, চারপাশে দুর্গম পাহাড়ী এলাকা আর গভীর জঙ্গল। প্রাইভেট রোড ধরে দু'মাইল এগোবার পর একটা উঁচু পাঁচিল দেখা গেল, পাঁচিলের গায়ে নিশ্ছিদ্র গেট। গেটের সামনে থেমে নিচে নামল রানা। পাঁচিলের গায়ে এক সেট বোতামসহ একটা বোর্ড রয়েছে। প্রতিটি বোতামে একটা করে নম্বর লেখা। ডক্টর বাসরার একটা সেফ হাউস। কিন্তু কোড নাম্বারগুলো রানার জানা আছে, তিনিই দিয়েছেন।

গেট খুলে যাচ্ছে, মার্সিডিজে ফিরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল রানা। কখন ঘুম ভেঙেছে জানে না, ব্যাক সিট থেকে তাজিন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা ডক্টর বাসরার কাছে যাচ্ছি না কেন? এটা তো ক্যাবান ডাফনে নয়।'

'আমরা ডক্টর বাসরার কাছেই এসেছি,' জবাব দিল রানা। 'ক্যাবান ডাফনে কতটা নিরাপদ তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না, তার ওপর সার্চ কমিটি হামলা করতে পারে. তাই আমাদের পরামর্শে

এখানে সরে এসেছেন তিনি।'

'তোমাদের পরামর্শে! কেন তোমার পরামর্শ শুনবেন তিনি?'

'সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ো না,' বলল রানা। 'তবে তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে। কাপলান গ্রিস থেকে ফিরে এসেছে।'

'কাপলান!' ব্যাক সিটে শুয়েছিল, ঝট্ করে উঠে বসল তাজিন। 'কাপলান ফিরে এসেছে? সে জার্মানীতে? বার্লিনেই? অসম্ভব! ওকে আমরা গ্রিসের একটা ক্লিনিকে...'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা, গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল বাগানবাড়ির ভেতরে। 'কিন্তু ডাক্তার ছাড়পত্র দেয়া মাত্র ক্লিনিক থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে ওকে। একটা ফ্লাইং হসপিটালে চড়ে আমাদের আগেই ফিরে এসেছে ও বার্লিনে। এখানকার একটা ক্লিনিকে চিকিৎসা চলছে। দু'চার দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে ইনশাল্লাহ্।'

'ও।' হঠাৎ আবার নিস্তেজ হয়ে উঠল তাজিনের কণ্ঠস্বর। 'সব খবর ও...জানে?'

'না।'

'আচ্ছা, তুমি আমাকে এখানে আনলে কেন?' বাগানের ভেতর দিয়ে আবার ছুটছে মার্সিডিজ। পাঁচশো গজ সামনে তিনতলা একটা দালান দেখা যাচ্ছে। 'আব্বা বেঁচে নেই, মিশন ব্যর্থ, ডক্টর বাসরার তো আমাকে কোন প্রয়োজন নেই।'

'না, তা হয়তো নেই,' বলল রানা। দালানটার সামনে মার্সিডিজ দাঁড় করাল। 'তবে ডক্টর বাসরাকে তোমার প্রয়োজন আছে।'

'তার মানে?'

'ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, তাজিন,' বলল রানা। 'তুমি কার মেয়ে? এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালে ওরা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে? আসল মানুষটাকে মেরে ফেলবার পর এখন ওরা প্ল্যান করবে কীভাবে তাঁর আপনজনদের ধরে ধরে খতম করা

যায়।'

যুক্তিটা উপলব্ধি করতে পারল তাজিন। 'এ আমিও জানি। সেজন্যেই তো আব্বার সঙ্গেই মরতে চেয়েছিলাম।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তাছাড়া, একটা কাজে ব্যর্থ হলেই এত ভেঙে পড়তে হয় না। কারণ সামনে হয়তো ওর চেয়ে আরও বড় কাজ পড়ে রয়েছে। তুমি আত্মহত্যা করলে সেই কাজটা করবে কে?'

'আরও বড় কাজ? কি সেটা?' জিজ্ঞেস করল তাজিন।

ধাপ বেয়ে সদর দরজার সামনে পৌঁছে কলিং বেল বাজাল রানা। দরজা খুলে যাচ্ছে। 'আমি অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার কথা বলছি।'

ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল। এবং সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখে টলে উঠল তাজিন, ঢলে পড়ল রানার গায়ে।

বারো

ড্রইংরূমটা বেশ বড়সড়। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। মেঝেতে দামী পারশিয়ান কার্পেট। দু'সেট সোফা, দুটো ডিভান, কয়েকটা আরাম কেদারা মাঝখানে প্রচুর জায়গা ছেড়ে সাজানো।

ডক্টর আলতাফ বিন ওয়াসির বাসরা একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে আছেন। তাঁর পরনে কমপ্লিট সুট, বাটন হোলে বসরাই গোলাপটাকে তাজা বলেই মনে হচ্ছে।

রানা বসেছে তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায়। ইতোমধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে ও। শীত তেমন তীব্র নয়,

তারপরও সুটের ওপর কালো একটা লেদার জ্যাকেট পরেছে।

এটা ডক্টর বাসরার একটা সেফ হাউস। পঁচিশজন সশস্ত্র গার্ড পাহারায় রয়েছে। তাদের একজনকেও কেউ দেখতে পাবে না, যদি না তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় দেখা দেয়।

ডক্টর বাসরার কাছ থেকে সোহেলের খবর পেয়েছে ও। একটা হেলিকপ্টারে করে মেডিসিন আর একদল ডাক্তারকে নিয়ে গতকাল পৌঁছায় সে এখানে। ডাক্তাররা দু'ঘণ্টা পর ওই কপ্টারে চড়েই আবার ফিরে যান, তাঁদের সঙ্গে সোহেলও চলে গেছে।

ডক্টর বাসরা গত পরশু এই বাগানবাড়ি সদৃশ সেফহাউসে পৌঁছেছেন। বাসরার সঙ্গে তাঁর তিনজন স্টাফ আছে–প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাটলার ও কুক। গতকাল হেলিকপ্টারে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে থেকেই সম্ভবত একজন মেহমান বাগানবাড়িতে ডক্টর বাসরার দায়িত্বে রয়ে গেছেন। তাঁর উপস্থিতি সিকিউরিটি গার্ডরা আন্দাজ করতে পারলেও পরিচয় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

তাজিন জ্ঞান হারিয়েছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। এখন থেকে প্রায় এক ঘণ্টা আগে জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে-ও রানার মত শাওয়ার সেরে, নতুন কাপড় পরে ড্রইংরুমে এসে বসেছে··· না, বসেনি, ভাঁজ করা একটা ডিভানে শুয়ে আছে–যাঁকে দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল সেই ভদ্রলোকের কোলে মাথা রেখে।

ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজনেই তাঁর চেহারা গোপন করে রেখেছেন। তবে তাঁর এই নকল চেহারা বা ছদ্মবেশ তাজিনের একান্ত পরিচিত। এই মুহূর্তে সে তার পিতার কোলে মাথা রেখে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, যদিও অপলক চোখে তাকিয়ে আছে তার ঘটনাবহুল জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ মাসুদ রানার দিকে। ও কে, কীভাবে কী ঘটল, এখনও কোন ধারণা নেই তার। তবে ডক্টর বাসরা হয়তো সোহেলের মুখে কিছু শুনে থাকবেন।

তাজিন খানিকটা সুস্থ হবার পর ছদ্মবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। 'আমার আব্বা। তুমি চিনতে পারছ না, কারণটা সহজেই অনুমেয়। তবে ওঁর এই ছদ্মবেশ অল্প যে ক'জন চেনে, তার মধ্যে আমি একজন। আর আব্বা, এ মাসুদ রানা। ব্যস, এর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না। দারুণ গাড়ি চালায়, তবে ও রেসিং কারের সাধক ড্রাইভার, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'করলে ঠকবি,' বললেন ভদ্রলোক, যাঁর নাম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সচেতন পরিবারে পরিচিত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের। 'কারণ উনি তা নন।'

'ও তাহলে কে?'

রাজনীতিক মাথা নাড়লেন। 'বন্ধু—ব্যস, বিপদের বন্ধু! আর কোনও পরিচয় নেই। আর কোনও পরিচয়ের দরকারও নেই। ও সব জানে, তবু ওকে আমরা নিজেদের পরিচয় মুখ ফুটে বলছি না; তেমনি ওর পরিচয় আমরা জানলেও ও স্বীকার করবে না।' তারপর এগিয়ে এসে রানাকে তিনি নিজের বুকে টেনে নিলেন। 'আই য়্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, অ্যান্ড ইয়োর কান্ট্রি, মাই সান।'

পরিচয় পর্বের ওখানেই ইতি।

এই মুহূর্তে ড্রইংরূমে বসে ওরা সবাই কফি খাচ্ছে।

ডক্টর বাসরা নিজের সোফায় একটু নড়েচড়ে বসলেন। 'মিস্টার রানা। আল্লাহ আপনাকে শতায়ু করুন, এই দোয়া করি। আলভী ল্যাংগলির সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে, এ-খবর শেষদিকে বার্লিনে বসে আমরাও পাই, কিন্তু এই মিশনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল আপনাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করবার কোন ব্যবস্থা না রাখাটা। মিশন যখন ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়ে আপনারা হাতে তুলে নিলেন কাজটা। মিশনের গোটা প্ল্যানই বদলে ফেললেন আপনাদের মেজর জেনারেল। দয়া করে বলবেন কি, কীভাবে কী ঘটল?'

'স্যালনে পৌঁছানোর অনেক আগেই আমার সন্দেহ হয় যে আলভী আসলে একজন বিশ্বাসঘাতক,' বলল রানা, কথা বলছে তাজিনের দিকে তাকিয়ে। 'সেদিন সকালে তুমি যখন দেখলে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে আমি ঘুমাতে গেলাম, আসলে না ঘুমিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাই আমি, পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে যোগাযোগ করি আমাদের লোকজনের সঙ্গে। তারা যোগাযোগ করে তোমার আব্বার সঙ্গে ক্লিনিকে। একা আমি নই, আমাদের চীফও টেলিফোন করেন। ওঁকে দখলদার বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরা প্রোটেকশন দিতে চাই, এটা বিশ্বাস করানোর জন্যে মেজর জেনারেল রাহাত খানের টেলিফোনের দরকার ছিল। ওঁর ফোন পেয়েই ক্লিনিক ত্যাগ করেন তোমার আব্বা। তাঁর জন্যে আরও অনেক বড়, প্রায় সাতগুণ বড়, একটা ডীপ ফ্রিজার আগেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ডীপ ফ্রিজে করে ওকে নিয়ে আসার জন্যে তোমরা যে মেথড ব্যবহার করতে যাচ্ছিলে, আমরাও–মানে, আমাদের লোকজনও মোটামুটি সেই একই মেথড ব্যবহার করে। তবে আমাদের ডীপ ফ্রিজের ওপর দিকটায় প্রচুর মেডিসিন ছিল, যে মেডিসিন শুধু ডীপ ফ্রিজেই রাখতে হয়–ওটার দরজা বেশিক্ষণ খুলে রাখলে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবার ভয় আছে। কাস্টমস অফিসাররা এটা জানে, তাই তারা ফ্রিজটা সার্চ করতে বেশিক্ষণ সময় নেয়নি। বাকিটা পানির মত সহজ। চার্টার করা প্লেনে তুলে দেয়া হয় ডীপ ফ্রিজ। ওটার সঙ্গে কয়েকজন তুর্কি ডাক্তারও প্লেনে ওঠেন। বার্লিন এয়ারপোর্ট থেকে একটা হেলিকপ্টার ডীপ ফ্রিজ সহ ডাক্তারদের এখানে নিয়ে আসে। তাঁরাই আবার তোমার আব্বাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।'

'তারমানে সার্চ কমিটি পাহাড়ে যখন আমাকে কিডন্যাপ করছিল, আব্বা তখন এক ক্লিনিক থেকে আরেক ক্লিনিকে পালাচ্ছিলেন?'

'আমার ওই পাগলামির সেটাই উদ্দেশ্য ছিল,' বলল রানা। 'ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা।'

'কিন্তু আব্বার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার পর ফলস্ ট্রেইল ধরে বাই রোডে আসার কি দরকার ছিল আমাদের?' জিজ্ঞেস করল তাজিন।

'আলভীকে ভাবতে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে বাক্সটায় উনিই আছেন। রনদিভু পয়েন্ট একমাত্র তুমি জানতে, ওই ফ্যাক্ট আমার প্ল্যানের জন্যে খুব উপকারী হয়ে দেখা দেয়। তা না হলে সার্চ কমিটি আমাদের সবাইকে খুন করার একটা ভাল সুযোগ পেয়ে যেত।'

'অর্থাৎ ফলস্ ট্রেইল তৈরি করে ইগোমেনিৎসা পর্যন্ত এসে, ইটালি পাড়ি দিয়ে ওদের দৃষ্টি আমাদের দিকে ধরে রাখো তুমি। আর মিলান থেকে ফোন করো এ-কথা জানতে যে আব্বা ঠিকমত পৌঁছেছেন কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে এতসব তুমি গোপন না করলেও পারতে!' ডিভানের ওপর উঠে বসল তাজিন।

'উপায় ছিল না,' হাসল রানা। 'আগে থেকে জানা থাকলে গাড়িটা পুড়ে যাচ্ছে দেখে অমন হাউ-মাউ করে কাঁদতে পারতে? তোমার কান্না দেখেই তো ওরা নিশ্চিন্ত হলো, মারা গেছেন উনি।'

'খুব কেঁদেছিল বুঝি?' বলে সস্নেহে পাশ থেকে একহাতে জড়িয়ে ধরলেন পিতা কন্যাকে।

'ওরেব্বাপ!' বলল রানা, 'ওর কান্না দেখে আমারই তো চোখে পানি এসে যাচ্ছিল!'

লজ্জা পেল তাজিন। কিন্তু ওর কৌতূহল এখনও মেটেনি।

'আর জানা-কথা, ঘুষ-টুষ বাজে কথা, ব্রিন্দিসিতে ইটালিয়ান কাস্টমস বাক্সটার ভেতর কিছুই পায়নি। ওটা খালি ছিল।'

'খালি ঠিক না, ওটায় গ্রিক ওয়াইন ছিল। প্রচুর ডিউটি গুনতে

হয়েছে আমাকে।'

'জানো, একসময় তোমাকে আমি ভীষণ সন্দেহ করতে শুরু করি,' বলল তাজিন। 'পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এখানে-সেখানে অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি।'

'যতক্ষণ না আমি জানছি যে তোমার আব্বা নিরাপদে বার্লিনে পৌঁছেছেন, ততক্ষণ ওদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ধরে রাখাটা জরুরী ছিল, তাই না? তাছাড়া, এটাও প্রমাণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল যে তিনি দু'বার মারা গেছেন।'

'দু'বার?'

'সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে গ্রিসের কোন এক উপকূল এলাকায় একটা বোটে আগুন লাগায় পুড়ে মারা গেছেন তিনি। সার্চ কমিটি বিশ্বাস করবে আসলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে জ্বলন্ত একটা গাড়িতে। তুমি, আমি, ডক্টর বাসরা, আমার চীফ আর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু–ব্যস, শুধু আমরা এই ক'জনই জানি যে উনি বেঁচে আছেন।'

'ডাক্তাররা? যারা ওঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল?' জানতে চাইলেন ডক্টর বাসরা।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা কেউ জানে না আসলে উনি কে।'

'ভালই হলো।' ডিভান থেকে উঠে পায়চারি শুরু করলেন প্রবীণ রাজনীতিক। 'এতে করে অসুখটা সারিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়াটা আমার জন্যে অনেক সহজ হবে।'

'আব্বা!'

'হ্যাঁ-রে, পাগলি,' মৃদু হেসে তাজিনকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। 'ছড়িয়ে পড়া আমাদের বাহিনী আবার দেশে সংগঠিত হচ্ছে, তাদের অনুপ্রেরণা দরকার, দরকার নেতৃত্ব, তা না হলে দেশ দখলদার-মুক্ত হবে কীভাবে...'

আশাকরি এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবেন,' কথাটা বলেই রানা ডক্টর বাসরার দিকে ফিরল। 'সিকিউরিটির

দিকটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেয়াল রাখা...'

'অবশ্যই,' বললেন ডক্টর বাসরা। 'আমার দেশ, আমার জনগণ আপনাদের এই উপকার কোনদিন ভুলবে না।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমাকে এবার যেতে হয়। দেশে ফেরার জন্যে আজই আমাকে ফ্লাইট ধরতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার জীবনে মধুর ও বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা।' বলতে বলতে এগিয়ে এসে রানাকে আরেকবার বুকে টেনে নিলেন প্রবীণ রাজনীতিক।

ডক্টর বাসরা এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করলেন।

'আমি তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই,' বলে রানার সঙ্গে দরজার দিকে হাঁটা ধরল তাজিন।

পিছন থেকে ডক্টর বাসরা বললেন, 'মিস্টার রানা, আপনাকে বলা হয়নি—আমি একটা দেশের ইন্টেলিজেন্স চীফ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আপনার পরিচয়টা এখনও আমার জানা হলো না।'

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আসলে আমার নিজের কোন পরিচয় নেই। তবে আমাদের একটা পরিচয় আছে।'

'বেশ, সেটাই না হয় বলুন।'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স!' গর্বের সঙ্গে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

***

A SUVOM CREATION